স্থানে স্থানে উচ্চ মঞ্চের উপরে
দৈত্যের প্রহরা চৌমুখী দাঁড়ায়,
চক্ষে দূরেক্ষণ, নালিকাস্ত্র করে,
সাধ্য কি অলক্ষ্যে পিপীলী পলায় !

নিরস্ত্র দেবতা—বজ্র বাসবের,
কার্ত্তিকেয়-ধনুঃ, বরুণের পাশ,
শমনের শক্তি উৎক্রান্তিদা নাম,
শুম্ভ-অস্ত্রাগারে সে সবার বাস ।

ছিন্ন ভিন্ন হায় ইন্দ্রের অলকা,
দৈত্যের দাপটে স্তব্ধ স্বর্গপুরী,
বন্দিনীর মত ভয়ে বিষাদেতে
কক্ষে কক্ষে কাঁদে দেবতার নারী ।

রত্ন-সমুজ্জ্বল বাসবের সভা,
ত্রিদিবে অতুল শোভা ছিল যার ;
ত্রিদিব-দুর্লভ দিব্য উপাদানে,
নিজে বিশ্বকর্ম্মা নির্ম্মাতা যাহার ;

যাহার ভিতরে অর্পিতে চরণ
জন্মিত সম্ভ্রম দেবতার-মনে,
গর্ব্বিত দৈত্যের পদাতি প্রহরী
গর্ব্বে তারে আজ দলিছে চরণে ।

ভূমি, স্তম্ভ, ছাদ, প্রাচীর—সকলি
আছিল খচিত অমূল্য রতনে ;
ভারে ভারে সব নীত শুম্ভ-পুরে,—
শুধু গৃহ প'ড়ে আছে অযতনে !

স্বামিহীন গৃহে সাজে কিরে সাজ ?
বিধবার কিরে সাজে অলঙ্কার ?
সৌভাগ্যের গর্ব্ব ভাঙ্গিয়াছে যার,
অশ্রু আর দৈন্য অলঙ্কার তার !

এইনা নন্দন—স্বর্গের উদ্যান ?
শচীপতি হেথা বসি শচীসহ,
সাজিয়া মন্দার-পারিজাত ফুলে,
প্রমোদ-বিহার করিতা প্রত্যহ।

এই সে নন্দন আনন্দ-নিলয়,—
শচীসহ ইন্দ্র বসিয়া এখানে
মালতীর কুঞ্জে, রত্ন-বেদিকায়,
ভুলিতা ইন্দ্রত্ব সোম-রস-পানে।

শাখায় শাখায় স্বর্গের কোকিল
গাইত সংগীত তুলিয়া পঞ্চমে,
শুনিত হরিণ ভুলিয়া কবল,
উল্লাসে ময়ূর নাচিত পেখমে।

কলুষিত আজ সেই রত্ন-বেদী
দৈত্যানী-সঙ্গত-দৈত্য-মদ্যপানে,
মন্দার-চন্দন-পারিজাত আদি
নষ্ট দেব-তরু দৈত্যের ছেদনে।

ময়ূর-কোকিল-হরিণ কোথায় ?
অসুরের বাণে সে সকল হত !
লক্ষ্য শিখিবারে, অথবা আমোদে,
অসুর সতত জীব-বধে রত !

স্বর্গ-মন্দাকিনী ত্রিলোক-তারিণী,
দেব-লোক তৃপ্ত সলিলে যাহার,
অসুরের ত্যক্ত মল-মূত্রে হায়
আজি সে সলিল অপবিত্র তার !

সুরভী-নন্দিনী—জননী-দুহিতা,
দেব-মানবের যজ্ঞের সম্বল,
কখন স্বরগে, কখন পাতালে,
যাইতা যজ্ঞার্থ কভু ধরাতল ;

যাঁহাদের ঘৃত মন্ত্র-পূত করি,
করিলে অর্পণ যজ্ঞের অনলে,
পূরিত ত্রিলোক সৌরভে তাহার,
লভিতেন ভাগ দেবতা সকলে ;

দেবতা-মানব করিতা সম্ভ্রমে
যাঁহাদের পূজা জননীর মত,
অসুর-প্রভুত্বে পড়িয়া এখন
দেখ তাঁহাদের নির্যাতন কত !

অনল-সন্নিভ চৈত্রের তপনে
উভয়ের স্কন্ধে গুরু যুগ-ভার ;
টানিতে লাঙ্গল অশক্ত যখন,
অসুর-কৃষক করিছে প্রহার।

কভু বা শকট আবর্জ্জনা সহ,
কিম্বা পরিপূর্ণ অসুরের মলে,
টানেন দুজনে, খেদায় অসুর,
ঢালিবার তরে মন্দাকিনী-জলে !

কাতর সুরভী, কাতর নন্দিনী,
সে নরক-ভার না পারি টানিতে ;
নয়নেতে বহে সলিলের ধারা,
শোণিতের ধারা বহে কশাঘাতে !

বিকাইত যেথা সধূপ গুগ্‌গুল,
কুঙ্কুম, কস্তুর, কুসুম-সম্ভার,
পথে পথে সেথা মদ্যের দোকান,
মাথায় মাথায় মাংসের পসার।

দোকানে দোকানে আতিথ্য বিকায়,
ধর্ম্ম, অর্থ, যশঃ বিনা অর্থে নয়,
স্নেহ, দয়া, প্রেম সবে অর্থাধীন,
বিনা বিনিময়ে দান নাহি হয়।

নগরে নগরে বিচার-বিপণি,
বিচার-বিক্রয়ী দলে দলে তায় ;
অসুর সে পণ্য বিনা অর্থে লভে,
দুর্ভাগ্য দেবতা অর্থে নাহি পায়।

নামে মাত্র চলে সত্যের দোহাই,
মিথ্যার প্রভুত্ব যেথানে সেথানে,
মিথ্যার চাতুরী ধরিতে চাহিলে
সত্যের সেবক মজে ধনে প্রাণে।

পথে ঘাটে দস্যু-তস্করের ভয়,
স্বগৃহে আতঙ্কে কম্পিত অন্তর,
মুখ ফুটি কেহ সে কথা বলিলে,
পড়ে রাজ-দণ্ড মাথার উপর।

নিরাশ্রয় এবে কৃতজ্ঞতা হায় !
কাহারো হৃদয়ে নাহি পায় স্থান ;
অন্ন-দাস যদি করে শক্তি লাভ,
দাতার সে তবে হরে ধন-প্রাণ।

চিন্তিত বাসব ভবিষ্যৎ ভাবি,
চিন্তিত দেবতা নিজ নিজ ঘরে,
দেবতার হায় কি হবে উপায়,—
সাধ্য নাই কেহ মন্ত্রনাটি করে!

কেবল পবন জগতের প্রাণ,
থাকিয়া স্বাধীন ফিরেন অভয়ে,
অবাধে সতত যাতায়াত তাঁর
দেবতা-মানব-দৈত্যের নিলয়ে।

একদিন তাঁরে কহিলা বাসব,—
"উদ্ধারে, পবন! যুক্তি কি করিলা?
আপনার ঘর আজি কারাগার!
আর কত কাল সহিব এ জ্বালা?

দেবের রাজত্ব করি চিরকাল,
দৈত্যের দাসত্ব অসহ্য হয়েছে,
ইন্দ্রাণীর দুঃখে কষ্ট ততোধিক
শেল সম সদা হৃদয়ে রয়েছে।

আছহ স্বাধীন, বুঝ না এ জ্বালা!
আশীর্ব্বাদ, যেন বুঝিতে না হয়,—
জানিতে না হয়, আপনার ঘরে
বন্ধন-যাতনা কি যে বিষময়!

কিন্তু সমীরণ! আছত স্বাধীন,
প্রাণ-পণে চেষ্টা কর একবার,
দেখ পার কি না অসুর নাশিয়া
দেবতা-সমাজ করিতে উদ্ধার।”

নিশ্বাসে ভুবন বিকম্পিত করি
কহিলা পবন,—“আছেত সকল,
মুহূর্ত্তে জগৎ ধ্বংসিবারে পারে,
পবনের দেহে আছেত সে বল;

দৈত্য-অত্যাচার-প্রতিশোধ তরে
আছেত হৃদয়ে ভয়ঙ্কর দ্বেষ;
স্বজাতি-দুর্দ্দশা নিয়ত হেরিয়া
বিঁধেনা কি প্রাণে দুর্ব্বিসহ ক্লেশ?

কিন্তু কি করিব। নিয়তির বশে,
থাকিতে ক্ষমতা আপনার হাতে,
শুনিতে হইল দেবের ক্রন্দন,
স্বজাতি-দুর্গতি হইল দেখিতে!

নিয়তি-নিদেশে হইলাম আমি
দানব-মানব-তির্য্যকের প্রাণ,
লঙ্ঘি সে নিদেশ প্রাণ-হন্তা হ’লে
ভাঙ্গে যে পলকে সৃষ্টির বিধান!

বাঁচিবে মানব, বাঁচিবে তির্য্যক্,
মরিবে অসুর, স্বর্গ মুক্ত হবে,
যদি সে কৌশল থাকিত আমার,
এত কি দুর্দ্দশা দেব-ভাগ্যে তবে ?”

উত্তরিলা ইন্দ্র,—“বুঝি সে সকল,
ব্যাকুলতা তবু বিস্মরণ করে,
বিপদে পড়িলে বুদ্ধি পায় লোপ,
জন্মে শত্রু-ভাব মিত্রের উপরে।

কি করি, পবন ! চিন্তহ উপায়,
দেবের দাসত্ব কি করিলে যাবে ?
দৈত্য-শূন্য করি বৈজয়ন্ত-ধাম
কিরূপে অমর নির্ব্বিঘ্নে বঞ্চিবে ?

সর্ব্বগতি তুমি সকলের প্রাণ,
স্বর্গ-রসাতল-পৃথিবী যুড়িয়া
অগম্য তোমার নহে কোন স্থান,
আইস বারেক ত্রিলোক ঘুরিয়া।

অমর দেবতা, মরে নাই কেহ,
অপমানে সবে আছে মৃত প্রায়,
অসুরের জয় করিয়া স্মরণ
মরিছে মরমে ঘৃণায় লজ্জায়।

কেহ নররূপে, কেহ পশুরূপে,
কেহ বা কোথায় পক্ষিরূপ হয়ে,
ছদ্মবেশে সবে করে বিচরণ
নিষ্ঠুর বিজয়ী অসুরের ভয়ে।

স্থূল সে ধরায় স্থূল বায়ু সেবি,
না জানি দেবতা কত কষ্টে রহে ;
কত কষ্টে হায় কাটাইছে কাল
পার্থিব জীবের স্থূল সেই দেহে !

জানেন বিধাতা আর কতকাল
দেবতার দিন এই ভাবে যাবে,
এমন করিয়া দৈত্য-অত্যাচার
আর কতকাল সহিতে হইবে।

যাও সমীরণ ! আগে দেখ স্থান,
কোথায় বসিয়া করিব মন্ত্রণা,
ত্রিভুবন মাঝে গুপ্ত কোন্ স্থান,
অসুরের দৃষ্টি যেখানে চলে না।

অথবা, প্রথমে দেখ অন্বেষিয়া
বৃদ্ধ বৃহস্পতি আছেন কোথায় ;
অবরুদ্ধ তিনি অসুরের বন্দে ;
জিজ্ঞাসিয়া চল তাঁর মন্ত্রণায়।

বৃদ্ধ দেব-গুরু বুদ্ধির সাগর,
বাচস্পতি রুদ্ধ অসুরের ঘরে,
না পাইলে তাঁর মন্ত্রণা-তরণী,
না দেখি উদ্ধার বিপদ-সাগরে।

বৃদ্ধ সে ব্রাহ্মণ অস্ত্র নাহি ধরে,
যায় না কখন সংগ্রামের স্থলে,
ত্রিলোকের পতি আছিলাম আমি
একমাত্র তার মন্ত্রণার বলে।

ত্রিলোকের বার্ত্তা জানে ঘরে বসি,
ভূত ভবিষ্যৎ নখাগ্রে তাহার ;
কুলিশ যাহারে না পারে ভেদিতে,
বৃহস্পতি-মন্ত্রে ভেদ হয় তার।

দেবাসুরে যুদ্ধ বাধিবে দেখিয়া
আগেই অসুর হরিল তাহারে ;
দেবতা-পূজিত সুর-গুরু আজ
বন্দী অসহায় দৈত্য-কারাগারে।

মন্ত্রণা-বিহীন দেবতা-সমাজ,
লইল দেবাস্ত্র অসুরে কাড়িয়া ;
নাই অস্ত্র, নাই মন্ত্রণার বল,
ইন্দ্রত্ব আবার পাইব কি দিয়া।

যাও দেখি, খুজি পাও যদি তাঁরে,
উদ্ধার-মন্ত্রণা জিজ্ঞাস তাঁহায় ;
এখনো ডরি না অসুরের বল,
বৃহস্পতি-বুদ্ধি পাইলে সহায়।”

প্রণমি পবন লইলা বিদায় ;
মনোবেগ ঝড়ে উড়িলা অম্বরে ;
আসিলা নিমেষে ছাড়িয়া ত্রিদিব
শুম্ভের নির্ম্মিত কারাগার-দ্বারে।

দাঁড়াইয়া সেই প্রকাণ্ড তোরণে
পরশিলা যদি দৈত্য-কারাগার ;
দুর্ভেদ্য দুর্জ্জেয় দুর্গম সে স্থানে
নিমেষে হইল সমীর-সঞ্চার।

দেখিলা পবন ভীষণ সে স্থান ;
চারিদিকে তার পরিখা গভীর,
পরিখা-ভিতরে বেষ্টি কারাগার
স্পর্শিছে আকাশ উন্নত প্রাচীর।

চারি দ্বারে তার দৈত্যের পদাতি
প্রহরীর বেশে ফিরে দলে দলে ;
বর্ম্মাবৃত দেহ, অসি-চর্ম্মধারী,
সমরের বেশে সজ্জিত সকলে।

চারি দ্বার যুড়ি অসুরের থানা,
মক্ষিকা পশিতে নাহি অবসর ;
প্রাচীরের মাঝে স্থির অন্ধকার,
পশেনা তাহাতে রবি-শশি-কর।

প্রতিহত-গতি নহে সমীরণ
বিজয়-প্রদীপ্ত দানবের পুরে,
দ্বারে দ্বারে রক্ষী থাকিতে জাগ্রত
তাই গতি তার দৈত্য-কারাগারে।

দেখিলা ভিতরে বন্দী দেবগণ,
কথাটি কহিতে নাই স্বাধীনতা,
দিবস যামিনী একত্র কাটায়,
তবু কেহ কার না জানে বারতা।

হৃত দেব-তেজঃ, প্রভাববিচ্যুত,
দেবতা বলিয়া নাহি যায় চেনা,
নয়নে পলক পড়ে না কখন,
অমর বলিয়া তাই যায় জানা।

সমস্ত দেবতা বন্দী রাখিবারে
নির্ম্মিত এ কারা শুম্ভের আদেশে ;
কিন্তু দেবলোক নিরস্ত্র করিয়া
সে সঙ্কল্প তার পরিত্যক্ত শেষে।

কেবল, যাহারা প্রথম সমরে
অসুর-বিক্রমে হইল বিজিত,
আছে তাহারাই কারারুদ্ধ হেথা,
অপরাধী যথা বিচারে দণ্ডিত !

একান্তে তাহার বিজন কক্ষেতে
হোতার গুরু বৃদ্ধ বৃহস্পতি,
স্তিমিত নয়নে ধ্যান-নিমগন,
ভেদিবারে যেন ভবিষ্য নিয়তি ।

বৈজয়ন্ত-ধামে দেবের সভায়,
বাসব-দক্ষিণে আসন যাঁহার,
ভাগ্য-বিপর্য্যয়ে বিষাদেতে আজ
দৈত্য-কারাগারে অবস্থিতি তাঁর !

প্রণমি তাঁহারে সাশ্রু নয়নেতে,
করিলা পবন স্বর্গের বর্ণনা ;
জাগায়ে হৃদয়ে দৈত্য-নির্যাতন,
জানাইলা পরে বাসব-বাসনা ।

শুনি সে কাহিনী হৃদয়-দ্রাবিণী,
সুর-গুরু প্রাণে পাইলেন ব্যথা,
ক্রোধের আবেগ অন্তরে সংযমি
দীর্ঘ নিশ্বসিয়া কহিলেন কথা ;—

"জানি না কি, দেব, স্বর্গের বারতা ?
সুরাচার্য্য কাছে গুপ্ত কিছু নয় ;
সেই ভাবনায় ব্যাপৃত সতত,
সেই ভাবনায় কাতর হৃদয়।

কি কায করিলে, কোন্ তপস্যায়,
ঘুচিবে অসহ্য ত্রিলোকের ভার,
কিবা মন্ত্রণায়, কার বীরতায়
হইবে দুরন্ত দৈত্যের সংহার ;

কি করিলে হায় ঘুচিবে যন্ত্রণা,
অসুর-নিচয় রসাতলে যাবে,
দেবের দেবত্ব, ইন্দ্রের রাজত্ব
স্বর্গপুরে পুনঃ নিষ্কণ্টক হবে ;

এই ভাবনায় সতত ব্যাকুল,
উদ্ধারের পথ পাই না দেখিতে ;
দেবত্ব-বিচ্যুত হয়েছি সকলে,
বল-বুদ্ধি এবে অসুরের হাতে !

তাহা না হইলে এমন দুর্দ্দশা—
বাঁধা রহে দেব দৈত্য-কারাগারে ?
দেবতার তেজ, দেবাস্ত্র হরিয়া
দিবা নিশি দৈত্য অত্যাচার করে ?"

আবার পবন,—"কহিলা সুরেশ,
ভূত ভবিষ্যৎ ব্যক্ত আপনাতে,
ইন্দ্রের কুলিশ কুণ্ঠিত যাহাতে,
আপনার মন্ত্র কৃতকার্য্য তাতে।

কি করিলে পুনঃ যাবে এ দুর্দ্দিন,
চাহিলা মন্ত্রণা আপনার কাছে,
মন্ত্রণা করিতে মিলিবার স্থান
ত্রিলোকের মাঝে কোথা হেন আছে।"

কহিলেন গুরু,—"মন্ত্রণার তরে
মিলিবার স্থান আছে বহুতর,
তেত্রিশ কোটি দেবতা ধরিতে
পারে এক এক হিমাদ্রি-কন্দর।

কিন্তু ভাগ্য-দোষে—কি লজ্জার কথা
দৃষ্টি-বন্দী দেব দৈত্যের শাসনে;
দৈত্যের প্রহরা উপেক্ষা করিয়া
একত্র সকলে মিলিবে কেমনে?

দুইটি দেবতা একত্র মিলিয়া
কথাটি কহিতে স্বাধীনতা নাই,
উঠিতে বসিতে, নিশ্বাস ফেলিতে
দৈত্যের নিকটে অনুমতি চাই।—

আক্ষেপ কি তাতে ? পরের শাসন
যতই কঠোর, ততই মঙ্গল ;
কে করে আক্ষেপ, মিষ্ট না হইয়া
তীব্র তিক্ত যদি হয় হলাহল ?

পলায়-ব্যবস্থা পীড়িতের তরে,
রোগের চিকিৎসা নহে কদাচন;
শোকার্ত্তের পথ্য নহে প্রেমালাপ,
সুপথ্য তাহার বিলাপ-রোদন।

ভাগ্য-দোষে যার কারাগারে বাস,
কণ্টকের শয্যা হিতকরী তার ;
পিঞ্জরে পাইলে কুসুম-শয়ন,
বিমোচনে যত্ন থাকে না ত আর !

দৈত্যের পীড়নে করি না আক্ষেপ,—
অত্যাচার যথা, মঙ্গল তথায় ;
বল হ'তে মন্ত্র রহিল পৃথক্,
আছি অবসন্ন এই ভাবনায়।

যাও দেবপুরে, কহ বাসবেরে,
ভগবতী নিদ্রা প্রসন্ন হইয়া
মোহেন মুহূর্ত্ত যদি দৈত্যচয়,
মন্ত্রিবারে পারি একত্র মিলিয়া।"

প্রণমি পবন লইয়া বিদায়
করিলা প্রস্থান অমরা উদ্দেশে ;
নিমগ্ন চিন্তায় দেবরাজ যথা,
উপনীত তথা চক্ষের নিমেষে।

নিরখি পবন, সুসংবাদ ভাবি,
বাসবের চিত্ত প্রসন্ন হইল ;
নির্ব্বাসিত জন বসি দূর দ্বীপে
স্বজনের যেন দর্শন পাইল !

করিয়া বর্ণন দৈত্য-কারাগার,
সুরপতি-মনে জাগাইয়া ব্যথা,
শোক-জড়-কণ্ঠে গদগদ স্বরে
নিবেদিলা বায়ু সুর-গুরু-কথা ;—

"বিষ্ণু-মায়া দেবী নিদ্রার প্রসাদে
দৈত্য-কুল যদি বিনিদ্রিত হয়,
তবেই সম্ভব উদ্ধার-মন্ত্রণা,
অন্যথা সে কার্য্য সম্ভাবিত নয়।"

শুনি সুরপতি গুরুর মন্ত্রণা
কার্য্য-সিদ্ধি ভাবি প্রসন্ন হইলা ;
আশীষি পবনে বিদায় করিয়া
করি যোগাসন ধ্যানেতে বসিলা।

সহস্র নয়ন করিলা স্তিমিত,—
সঙ্কুচিত যেন সহস্র কমল ;
আরম্ভিলা স্তব, সহস্র ধারায়
নিদ্রার চরণে বর্ষি অশ্রুজল।—

"তুমি স্বাহা, তুমি স্বধা, বষট্‌কার স্বরাত্মিকা,
অক্ষর তুমি মা নিত্য, তুমি মা ত্রিমাত্রাময় ;
পরম জননী, দেবী, তুমি মা সাবিত্রী রূপা,
অর্দ্ধ মাত্রা তুমি, যার উচ্চারণ সাধ্য নয়।

জগৎ করিয়া সৃষ্টি ধারণ করিছ তারে,
পালন করিছ, দেবি ! অন্তিমে করিছ গ্রাস ;
সৃষ্টিতে সৃষ্টিরূপিণী, স্থিতিতে স্থিতিরূপিণী,
সংহাররূপিণী অন্তে জগৎ করিতে নাশ।

মহাবিদ্যা, মহামায়া, মহামেধা, মহাস্মৃতি,
মহামোহা, মহাদেবী, তুমি মাতঃ মহাসুরী ;
সবার প্রকৃতি তুমি, গুণত্রয়-প্রকাশিনী,
কালরাত্রি, মহারাত্রি, মোহরাত্রি ভয়ঙ্করী।

শ্রী, ঈশ্বরী, লজ্জা-বীজ, বোধাত্মিকা বুদ্ধি তুমি,
লজ্জা, পুষ্টি, তুমি তুষ্টি, তুমি শান্তি, ক্ষান্তি-সুধা ;
খড়্গিণী, শূলিনী, ঘোরা, গদিনী, চক্রিণী তুমি,
শঙ্খিনী, চাপিনী, বাণ-ভূশুণ্ডী-পরিঘায়ুধা।

সৌম্যা, সৌম্যতরা তুমি, সকল সৌন্দর্য্য-সার,
পরাপর সকলের তুমি মা পরমেশ্বরী ;
অখিল-ব্রহ্মাণ্ডরূপে ! সদসৎ যাহা কিছু,
সকলেরি শক্তি তুমি, কি সাধ্য যে স্তব করি ?

কৃপাময়ি ! কৃপা করি দিয়াছ যাহারে তুমি
জগতের সৃষ্টি স্থিতি আর সংহারের ভার,
কৃপা না পাইলে সেই বিষ্ণু ও শকতিহীন,
ব্রহ্মাণ্ডের মাঝে আর তব স্তবে শক্তি কার ?

ব্রহ্মা-বিষ্ণু-মহেশ্বরে তুমিই করেছ দেহী,
আর কার আছে শক্তি করিতে তোমার স্তব ?
আপন প্রভাবে, দেবি ! আপনি হইয়া তুষ্ট,
ক্ষণেক মোহিত কর দুর্দ্দান্ত দানব সব।

দানবের অত্যাচারে দেবতা ত্রিদিব-চ্যুত,
যজ্ঞ-ভাগে দেবতার নাই আর অধিকার,
ইন্দ্রের অমরাপুরী দানবের পদানত,
দেবের বসতি আজ দৈত্য-কৃত কারাগার !

দেবতার এ দুর্গতি, এ দারুণ অপমান
ত্রিলোক যুড়িয়া মাগো রহিবে কি এই ভাবে ?
অত্যাচারী দৈত্য-কুল অধীনতা-পাশে বাঁধি
দেবকুল, চিরদিন ত্রিদিবের প্রভু রবে ?

জননি ! সদয় হয়ে, মোহিয়া দানব-চয়,
ক'র দান দেবতারে মন্ত্রণার অবসর,
মন্ত্র বল দেবতার, হইয়া মন্ত্রণাহীন,
অসুর-পীড়নে আজ হত-বল সুরেশ্বর।"

ইতি নিদ্রা-স্তুতিনামক প্রথম সর্গ।

দ্বিতীয় সর্গ।

দ্বিতীয় প্রহর নিশা, নিদ্রিত দানব-পতি,
কক্ষে কক্ষে দৈত্য-বালা স্পন্দহীন বিচেতন,
সন্নদ্ধ সমর-বেশে, শ্লথ-মুষ্টি-চ্যুতবাণ,
সংজ্ঞাহীন দ্বারে দ্বারে প্রহরী অসুরগণ।

কহিতে কহিতে কথা, করিতে করিতে কায,
চলিতে চলিতে কেহ নিদ্রায় পড়েছে ঢলে :
সর্প-দষ্ট যেন আজ নিশীথে দানব-কুল,
কেবল জীবন-চিহ্ন নিশ্বাস-প্রশ্বাস চলে।

অধিকারে নিয়োজিত যে ছিল যে অবস্থায়,
সেই স্থানে সেই ভাবে আছে স্থির দেহ তার ;
কিন্তু সবে সংজ্ঞাহীন মৃতপ্রায়, অকস্মাৎ
অলক্ষ্যে ছাইল যেন শমনের অধিকার

হেনকালে মরুৎপতি, সুমেরু-শিখরে উঠি
করিলেন তূর্য্য-ধ্বনি কাঁপাইয়া ত্রিভুবন,
পরিচিত সেই ধ্বনি শুনি বহুকাল পরে,
উপস্থিত প্রয়োজন বুঝিলা দেবতাগণ।

জাতীয় সে তুর্য্য-মুখে জাতীয় সঙ্কেত-স্বর
পশে নাই বহু কাল বিজিত দেবের কাণে ;
তাই আজ সেই স্বরে উঠিল জাগিয়া যেন
উৎসাহের উৎস-মালা দেবতার প্রাণে প্রাণে।

মহাগিরি হিমালয় দেবতার প্রিয় স্থান,
জগতে অতুল-শোভ, আনন্দের নিকেতন,
জরা-মৃত্যু-শোক-তাপ পশে না কন্দরে তার,
তাই তথা করে বাস সিদ্ধাদি অমরগণ।

সারি সারি শৃঙ্গাবলী আকাশ পরশি রহে,
সাধ্য নাই তপনের লঙ্ঘিয়া উত্তরে যায় ;
প্রতি বর্ষে একবার করে সে উদ্যম রবি,
আসিয়া হিমাদ্রি-পাশে প্রতিবার বাধা পায়।

ধরার অক্ষয় বপ্র, স্থির সে শক্তির রাশি,
ভারত ধরিয়া কোলে জাগিছে অনন্ত-কাল ;
কিবা শীত কিবা গ্রীষ্ম, চিরদিন স্থির-ভাব,
গতিহীন, স্পন্দহীন, বপুঃ সেই সুবিশাল।

প্রকৃতি যতন করি অতুল সম্পদ-রাশি
সাজায়ে আপন হাতে রাখিয়াছে স্তরে স্তরে,
সে সৌন্দর্য্য, সে বিভব, সৃষ্টির সে শক্তি-স্তূপ
লুব্ধ-চিত্ত দানবের সাধ্য কি হরণ করে!

গঙ্গা, সিন্ধু, সরস্বতী, যমুনা, শরযু আর,
ব্রহ্মপুত্র আদি করি পুণ্য-তোয় নদী-নদ,
দ্রুত মৃদু নানা বেগে, নানা ভাবে, নানা স্থানে,
বহিছে ভারত-বক্ষে প্রক্ষালি হিমাদ্রি-পদ।

নানা স্থানে বিরাজিত উপত্যকা, অধিত্যকা,
ঋদ্ধিশালী জনপদে পরিপূর্ণ শোভা তার ;
কন্দরে কন্দরে শোভে নিসর্গ-নির্ম্মিত গড়,
নিভৃত দুরতিক্রম প্রকৃতির অস্ত্রাগার।

বিজিতের শেষ দুর্গ, নিসর্গের লীলা-ভূমি,
দেবতার নর্ম্ম-কুঞ্জ গিরি-পতি হিমালয়,
স্বাধীনতা-তপস্যায় নিমগ্ন থাকিলে হেথা,
খুঁজিয়া বাহির করা দানবের সাধ্য নয়।

হিমাদ্রির কল্পনায় কল্পনা মূর্চ্ছিত হয়,
সম্পদ-বর্ণনে তার কবিত্ব হারিয়া যায়,
কত কবি বর্ণি তারে লভেছে অমর-পদ,
তবু কেহ পারে নাই নিঃশেষে বর্ণিতে তায়!

সেই হিমাদ্রির এক বিস্তৃত কন্দর-মাঝে
উদ্ভাসিল দেব-তেজঃ নৈশ তমঃ করি দূর ;
দেবতা তেত্রিশ কোটী একে একে দিলা দেখা,-
বৈজয়ন্ত ছাড়ি আজ হিমালয়ে সুরপুর!

দেব-শিল্পী বিশ্বকর্ম্মা প্রভাবে মুহূর্ত্ত-মাঝে
রচিলা অপূর্ব্ব সভা দেবতার প্রীতিকর,
সারি সারি সুখাসন মণি-মুক্তা-বিখচিত,
মধ্যস্থলে সিংহাসন বসিবারে পুরন্দর।

সর্ব্বশেষে সুরপতি, বামে শচী দেব-রাণী,
উত্তরিলা সভা-মাঝে,—বিষাদে বদন তার!
হায় রে! বিশ্বেতে যেই বিদিত অমর-পতি,
হিমাদ্রি-কন্দর আজি গুপ্ত-মন্ত্রালয় তার!

প্রবেশিয়া সভা-মাঝে, ছল ছল নয়নেতে
কহিলেন সহস্রাক্ষ চাহি সিংহাসন পানে,
রাজ-বেশ, রাজ-ভূষা, রাজ-যোগ্য সিংহাসন,
সম্মানিত রাজ-শব্দ সাজে কি বিজিত জনে?

সুরপুরে নিজ ঘরে আছি বন্দী দৈত্য-বলে,
নাই স্বাধীনতা মুখে ফুটিয়া কহিতে কথা,
বৃত্রজয়ী বজ্রধর রিক্ত-হস্ত শুম্ভ-তেজে,
জম্ভারি কিরীটহীন, অপমানে হেঁট-মাথা!

ত্রিদিবের পতি হয়ে ত্রিলোকে না পাই স্থান,
দেবতার তরে আজ ত্রিভুবন কারাগার;
ত্রিলোকের প্রভু যারা, দৈত্য-ভয়ে ভীত তারা,
জগতে না পায় স্থান মাথা গুঁজি থাকিবার!

স্বাধীনতা-তৃষা কভু অলক্ষ্যে পশিলে মনে,
কাঁপি উঠে মহাপ্রাণ দারুণ দৈত্যের ত্রাসে,
উদ্ধার-মন্ত্রণা তরে জগতে না পেয়ে স্থান,
আঁধার হিমাদ্রি-কক্ষে মিলেছি তস্কর-বেশে।

ঘৃণাস্পদ বাসবের দৈত্যাধীন জীবনেতে,
বল দেখি, দেবগণ! শোভে কি এ সিংহাসন?
ছত্র, দণ্ড, এ চামর, এ কিরীট মনোহর,
শোভে কি বাসবে এবে এ সকল আভরণ?

কে না করে উপহাস, কারাগারে বন্দিগণ
লুকাইয়া করে যদি রাজত্বের অভিনয়?
চরণে শৃঙ্খল যার, তাহারে রাজাধিরাজ
বলিয়া করিলে স্তুতি, তাতে কি সে সুখী হয়

দূর কর সিংহাসন, কিরীট, চামর, ছত্র,
মহেন্দ্র বসিবে আজ অনাবৃত মৃত্তিকায়;
অনাদরে অনাসনে বসিবেন দেবেন্দ্রাণী,
সহিব, ধরার ধূলি লাগুক তাঁহার গায়!”

কহিয়া এতেক বাণী নীরবিলা পুরন্দর,
আরক্ত সহস্র চক্ষুঃ বর্ষিল কৃশানু-কণা,
বহিয়া সহস্র ধারা জানাইল দেবেন্দ্রের
অন্তরে দংশিছে নিত্য কি সন্তাপ, কি যন্ত্রণা!

দূরে গেল সিংহাসন, কিরীট, চামর, ছত্র,
দূরে গেল সারি সারি সম্পাতিত দেবাসন,
মলিন দেবের দীপ্তি, গোধূলি আঁধার যেন,—
অধোমুখে ধরাসনে বসিলা অমরগণ !

নীরবেতে বহুক্ষণ রহিলা বিবুধ-চয় ;
অবশেষে ধীরে ধীরে আরম্ভিলা পদ্মযোনি,—
"কি বলিব দেবগণ ! জগৎ করিতে সৃষ্টি
কি ভাবনা, কি যে শ্রম, কি দুঃখ, আমি সে জানি

জননী প্রসবে শিশু, লোকে ভাবে কিছু নয়,
ক্ষণিক যাতনা মাত্র পায় সে প্রসব-বেলা ;
দীর্ঘ কাল গর্ভ ধরি, প্রতি দণ্ডে প্রতি ক্ষণে
কি যে কষ্ট, কি উদ্বেগ, জানে মাতা কি যে জ্বালা

সুন্দর সুগন্ধ ফুল মুহূর্ত্তে ফুটিয়া উঠে,
লোকে ভাবে কিছু নয়, ফুল ত এমনি হয় ;—
কত যত্ন, আয়োজন, কত চিন্তা প্রতি ফুলে,
কত লাগে উপাদান, কে তাহার তত্ত্ব লয় ?

ফল, ফুল, পাতা, লতা—একটি করিতে সৃষ্টি,
উৎকট চিন্তায় মাথা ব্রহ্মার ঘামিয়া যায় ;
ক্ষুদ্র প্রাণী যত, তারা ভাল মন্দ বাছে সদা,
সৃষ্টির কৌশলে তারা পদে পদে দোষ পায় !

এত যে কষ্টের সৃষ্টি, হায় কি দুর্দ্দশা তার!
উলটি পালটি দৈত্য ভাঙ্গিয়া করিছে নাশ;
যেখানে পর্ব্বত ছিল, সেখানে করিছে হ্রদ,
যেখানে উদ্যান ছিল, সেখানে দৈত্যের বাস!

সৃষ্টির প্রধান অঙ্গ প্রাণিগণ, তরু-লতা,
মারিয়া কাটিয়া দৈত্য করিতেছে ছার খার;
ছোট-বড়, উচ্চ-নীচ, ভাল মন্দ, সমুদায়
ভাঙ্গিয়া চূর্ণিয়া দৈত্য করিতেছে একাকার।

ব্রাহ্মণের শুদ্ধাসন করিছে চণ্ডালে দান,
ধর্ম্মের করিছে হানি, অধর্ম্মের অভ্যুদয়,
দৈত্য-অত্যাচার যত, তাহার বিচার নাই,
ক্ষুদ্র অপরাধে পাপী অপরের প্রাণ লয়।

নারীর অমূল্য ধন সতীত্ব—স্বর্গের নিধি,
অনাদরে অবজ্ঞায় লুঠিছে দৈত্যের পায়;
হরিছে এহেন নিধি পাপিষ্ঠ দানব কত,
দিতে দণ্ড সমুচিত কেহ শক্ত নহে হায়!

স্মরিতে বিদরে হিয়া!—দানবের অত্যাচারে
পৃথিবীর ঘরে ঘরে উঠিছে ক্রন্দন-ধ্বনি,
ঘোর সেই অত্যাচার সহিতে অক্ষম হয়ে
করিতেছে আত্ম-হত্যা নর-নারী কত প্রাণী!

সহিতে না পারি আর, যায় সৃষ্টি রসাতলে,—
জম্ভারি দম্ভোলিহীন, শক্তিশূন্য শক্তিধর,
সমস্ত দেবের তেজঃ দৈত্য-বলে অবসন্ন,—
এত যে সাধের সৃষ্টি, কে রাখিবে এর পর ?—

দেখ দেব পঞ্চানন ! এসব তোমারি কৃত ;
তব বরে বলী দৈত্য হিতাহিত-জ্ঞানহীন ;
তব মন্ত্রে শক্তিশালী না হইলে, দেবতারে
পরাজিত করিবারে পারিত কি কোন দিন ?

যে করে নিজের লাগি জগতের উৎপীড়ন,
ধর্ম্মাধর্ম্ম হিতাহিত কিছু যার নাহি জ্ঞান,
বুঝি না, পিণাক-পাণি ! কি বুঝিয়া হেন জনে,
ত্রিলোক-বিজয়-মন্ত্র স্বেচ্ছায় করিলা দান !

সংহার স্বভাব তব, সংহারে সন্তুষ্ট তুমি,
সৃষ্টির যে ইষ্টানিষ্ট, কি ধার তাহার ধার ?
সংহার করিয়া বিশ্ব আনন্দে তাণ্ডবে মাত,
কি বুঝিবে সৃষ্টিনাশে কি যে কষ্ট বিধাতার ?

গঙ্গাজল-বিল্বদল পাইলেই, ভোলানাথ !
ত্রিলোকের আধিপত্য যারে তারে কর দান ;
যার তার মুখে স্তব শুনিলে ভুলিয়া যাও,
জগতের ইষ্টানিষ্টে নাহি রাখ প্রণিধান।

শুম্ভাসুরে দিয়া বর যে অনর্থ ঘটায়েছ,
দেখ না কি, মহেশ্বর! কি তার ফলেছে ফল?
রাখ বিশ্ব, দয়াময়! উদ্ধার-মন্ত্রণা কর,
নতুবা শুম্ভের দাপে যায় সৃষ্টি রসাতল।

আশুতোষ তুমি, দেব! সহজে হইয়া তুষ্ট,
একের কল্যাণ হেতু জগতের কর নাশ;
সেবক-বাৎসল্যে তব, সৃষ্টি যুড়ি অমঙ্গল,—
কি হয়েছে, কি করেছ, ভাবি দেখ, কৃত্তিবাস।"

আরম্ভিলা নীল-কণ্ঠ,—মূর্ত্তিমান ছয় রাগ
ছত্রিশ রাগিণীসহ কণ্ঠে নৃত্য আরম্ভিল;
পিয়া সে সুধার ধারা ব্রহ্মাণ্ড মূর্চ্ছিত যেন,
চিত্রার্পিত প্রায় তাহা দেব-সভা আকর্ণিল।

চিদানন্দ-রস-পানে সদা চক্ষুঃ ঢল ঢল,
প্রেমের আবেশে কণ্ঠে মৃদু গদ গদ ভাষ,
আনন্দের স্নিগ্ধ হাসি ওষ্ঠে প্রকটিত সদা,
মথি বাগমৃত-সিন্ধু আরম্ভিলা কৃত্তিবাস;—

"বৃথা এ গঞ্জনা মোরে কেন কর চতুর্ম্মুখ?
অশিব এ অভিসন্ধি শিবে কেন আরোপণ?
মঙ্গল স্বভাব যার, ব্রহ্মাণ্ড ভাঙ্গিয়া গেলে
ছাড়িতে স্বভাব নিজ পারে বল সে কখন?

আশুতোষ পঞ্চানন, ত্রিজগতে কে না জানে ?
গঙ্গাজল-বিল্বদল পাইলেই তৃপ্ত হই,
ভক্তিভরে প্রাণ খুলি কেহ যদি একবার
নীরবে হৃদয়ে ডাকে, তার কাছে বাঁধা রই।

ভক্তেরে করিতে দয়া নাহি জানি কৃপণতা,
চাহি না তাহার কাছে বহুমূল্য উপচার ;
কেবল হৃদয় চাই, কেবল নির্ভর চাই ;
মদর্পিত প্রাণ যার, চিরদিন সে আমার।

ভক্তেরে করিতে দয়া জাতি-ভেদ, বর্ণ-ভেদ,
পাত্র-ভেদ নাহি জানি, নাহি জানি আত্ম-পর ;
যার কাছে ভক্তি পাই, বিনা নিমন্ত্রণে যাই,
সর্ব্বলোকে খ্যাত তাই আশুতোষ মহেশ্বর।

ভক্ত সবে এক জাতি, কি জানি দৈত্য কি দেব ?
ভক্তি সদা এক বস্তু, কি জানি উদ্ভব-স্থান ?
জান না কি, পদ্মযোনি, কেহ কি ডাকে না তোমা ?
জান না কি ভক্ত লাগি কেমন যে করে প্রাণ ?

জাতি-বর্ণ বিচারিয়া অভীষ্ট করিলে দান,
ভক্তির মাহাত্ম্য কিছু রহিত কি এ জগতে ?
হে বিধাতঃ! বল দেখি, কোথা রহে বিধি তব,
কভু তুষ্ট কভু রুষ্ট হই যদি ইচ্ছা মতে ?

যার যে প্রকৃতি আর যেইরূপ কর্ম্ম যার,
সেই অনুরূপ তার যদি না ফলিত ফল,
বলত, চতুরানন, তাহলে কি সৃষ্টি তব
ঘোর বিশৃঙ্খলা ভুগি যাইত না রসাতল?

সহজে কি, পিতামহ! শুম্ভেরে করেছি দয়া?
করিয়াছে যে কর্ম্ম সে, লভিয়াছে ফল তার,—
এই যে ঐশ্বর্য্য দেখ, এত যে বিক্রম-বল,
এ সকল ফল তার ঘোরতম তপস্যার।

একক সে শুম্ভ নহে, একাকী নিশুম্ভ নহে,
করিল যে ঘোর তপঃ দৈত্য-কুলে স্ত্রী-পুরুষে,
অনাহারে, অনিদ্রায়, গ্রীষ্মে তাপে, হিমে জলে,
বল দেখি, অজন্মন্! ফল তার যাবে কিসে?

ঘোর অহঙ্কারে মত্ত যে সময়ে দেব-কুল,
অজস্র বিলাস-স্রোতঃ বহে যবে অমরায়,
বাসবের বজ্র-ভয়ে ত্রিলোক কম্পিত যবে,
সে সময়ে দৈত্য-কুল মগ্ন ঘোর তপস্যায়।

অমর অমৃত-পানে হয়েছে দেবতা-কুল,—
হায় নীলকণ্ঠ আমি হলাহল বিষ-পানে!—
বঞ্চিত অমৃত-পানে দানব অমর নহে,
এই গর্ব্ব, এই দর্প আছিল দেবের মনে!

তপস্যায় পিপীলিকা ধরে মাতঙ্গের বল,
মাতঙ্গ শশক হয় যদি না সাধনা থাকে,
হায় এ কঠোর সত্য, এ মধুর উপদেশ,
ছিল না বলিতে কেহ মদ-গর্ব্বী দেবতাকে।

দেবতার নিদ্রা নাই, কে বলিল ? মিথ্যা কথা !
জাতীয় নিদ্রায় দেব বহু যুগ বিচেতন ;—
তত্ত্ব ভুলি মত্ত থাকা নিদ্রা যদি নাহি হয়,
কি যে নিদ্রা তবে আর, বুঝি না, চতুরানন !

কি আছিল দানবের জগতে সম্পদ, বল,
দেব-ভয়ে ভীত দৈত্য বেড়াইত অন্ধকারে,—
আজি তার সাধনায় রবি-শশী গৃহ-দীপ,
আপনি চপলা দেখ অচলা তাহার দ্বারে !

দেবতা নিদ্রিত যবে, দানব জাগ্রত ছিল,—
নিদ্রিত শশকে ফেলি কচ্ছপ গিয়াছে আগে ;—
নির্দ্দোষের দোষারোপ নহে তার প্রতিকার,
যখন যেমন রোগ, তেমনি ঔষধ লাগে।

বর্ব্বর দানব-জাতি যে ঘোর সাধন-বলে,—
করেছে সম্পদ লাভ যে কঠোর তপস্যায়,
তুমি যে, চতুরানন, এ ভাবে নিন্দিছ মোরে,
তুমিও দেখিলে তাহা অভীষ্ট অর্পিতে তায়।

যে পথে শত্রুর গতি, বিঘ্ন চাই সেই পথে,—
তপস্যাই প্রতিকার ঘোরতর তপস্যার ;
তপোবলে দৈত্য-পতি ত্রিলোকের অধীশ্বর,
বাক্য-বলে পরাজয় কখন হবে না তার।

বংশগত বিলাসিতা, বংশগত অহঙ্কার,
বংশগত বল-গর্ব্বে দেবতার অধঃপাত ;
কর্ম্ম-বীর দেব-কুল বাক্য-বীর এবে হায় !
করিয়া কর্ম্মের পূজা শুম্ভ দৈত্য বিশ্ব-নাথ।

যত্ন করি দৈত্য-রাজ রোপিয়াছে কর্ম্ম-বীজ,
আনন্দেতে আজি তাই ভুগিছে সুমিষ্ট ফল ;
বৃথা হিংসা, স্বয়ম্ভব, কেন করিতেছ তারে ?
হিংসা-দ্বেষে ফল নাই, মনস্তাপ সে কেবল।

ফলাকাঙ্ক্ষী শিশু যথা বৃক্ষ আরোহিতে নারি,
ফল-লাভে শক্তিহীন, তরুবরে দেয় দোষ,
সেইরূপ, প্রজাপতি, দৈত্য-হস্তে পরাভবে,
বর-দাতা বলি তার করিছ আমাতে রোষ।

কেবল কি আমি দোষী ? দানবেরে দিয়া বর,
আমি শুধু অপরাধী দেব-নিগ্রহের তরে ?
কর্ম্ম অনুরূপ ফলে দানবে করিতে তুষ্ট
আর কি দেবতা হেন কেহ নাহি দেব-পুরে ?

উপস্থিত হুতাশন, জিজ্ঞাসিয়া জান দেখি,
দারুণ দৈত্যের হাতে কে অর্পিল অগ্নিবাণ ?
চক্ষের পলক-মাঝে ত্রিভুবন ঘুরিবারে
কাহার কৃপায় দৈত্য লভিল আগ্নেয় যান ?

আছেন বরুণ হেথা, জিজ্ঞাসিয়া জান দেখি,
কেমনে বরুণালয়ে দৈত্যের অবাধ গতি,—
কার বলে জলে স্থলে দানবের অধিকার,
কার আশীর্ব্বাদে দৈত্য চরণে দলিছে ক্ষিতি ?

স্বর্গ-শোভা ক্ষণপ্রভা কি বলেন শুন দেখি,
আছেন দানব-দ্বারে বাঁধা তিনি কি কারণে ?
দেবের কৌশল-বল দানবের হস্তগত,
অজেয় প্রভাব তার ত্রিভুবনে কার গুণে ?

আছেন ত বিশ্বকর্ম্মা, সভাতে বলুন দেখি,
কোথায় শিখিল দৈত্য অস্ত্র-শস্ত্র-বিনির্ম্মাণ ?
বলুন, ত্রিলোকজয়ী বজ্র, শক্তি, শূল, পাশ
চালাইতে, কে করিল দৈত্যেরে কৌশল দান ?"

নীরবিলা মহেশ্বর, ক্রোধহীন, শান্ত-মূর্ত্তি,
নির্ব্বিকার নেত্র-বক্ত্রে নাহি অসন্তোষ-লেশ ;
রাগিণী লইয়া সঙ্গে ছয় রাগ কণ্ঠে তাঁর
লুকাইল, নীরব সে চিত্রার্পিত সভা-দেশ।

শুনিয়া মহেশ-বাণী, ক্ষণেক নীরব থাকি,
নত শিরে, মৃদু ভাষে আরম্ভিলা হুতাশন,—
দেব-পরাভব স্মরি, বদন-কুহরে তাঁর
সপ্ত জিহ্বা অবসন্ন করিতে সে উচ্চারণ !—

আরম্ভিলা হুতবহ ;—"যা কহিলা দেব-দেব,
সকলি ত সত্য তার, প্রতিবাদ কে করিবে ?
পাইয়া দেবের বর, দেবতার আশীর্ব্বাদ,
হরিয়া দেবের তেজঃ দুর্জ্জয় দানব এবে !

ভক্তিতে করিয়া তুষ্ট, পূজি নানা উপচারে,
যে যাহা প্রার্থনা করে, তারে সেই বর দেই ;
জাতি-বর্ণ অনুসারে জানিনা ত পক্ষপাত,
'ভক্তাধীন ভগবান্,' দেবের প্রকৃতি এই ।

যবে শুম্ভ দৈত্য-রাজ বিজয়ের অভিলাষে
আরম্ভিল মহাযজ্ঞ ত্রিলোকের চমৎকার,
বল দেখি, দেবগণ ! সমস্ত অমরা-মাঝে
কোন্ দেব লয় নাই যজ্ঞে নিমন্ত্রণ তার ?"

যজ্ঞের আহুতি লয়ে হইয়াছি দোষী আমি !
তোষিতে রসনা সপ্ত আমিই কি সব খাই ?
বহ্নি-মুখে সমর্পিত লইতে যজ্ঞের ভাগ
ত্রিদিবের মাঝে হেন আর কি দেবতা নাই ?

সে আহুতি—সে উৎকোচ লই নাই একা আমি ;
দেবতার ঘরে ঘরে প্রেরিয়াছি অংশ তার,—
সত্য মিথ্যা, গন্ধবহ আছেন ত সমীরণ,
জিজ্ঞাসা করুন দেখি, তিনি সাক্ষী সে কথার।

রয়েছি নিযুক্ত আমি পরিবেশনের তরে,—
অগ্নিতে আহুতি দিলে সর্ব্ব দেব তৃপ্ত হয়,
এই মাত্র ; দৈত্য-সত্রে কি স্বার্থ আমার ছিল ?
করেছি কর্ত্তব্য কায, তাতে কিছু দোষ নয়।

আগে চলি, আগে লই দেবে সমর্পিত দান,
কিন্তু সে ত নিজে নহে, লই দেবতারি তরে,—
কুফল ফলিলে কাযে অগ্রগামী নিন্দাভাগী,
কেহ নাহি স্মরে তারে সুফল ফলিলে পরে !”

বৈশ্বানর-বাক্য শুনি চঞ্চলা চপলা দেবী,
হাস্যের প্রভায় ক্ষণ উদ্ভাসিয়া সভা-স্থল,
কহিলা ;—“আমিও দোষী সেই দোষে, দেবগণ !
দৈত্যে তোষি দোষী যদি মহেশ-বরুণানল।

একে ত রমণী আমি, জন্ম তাহে দেব-কুলে ;
মিষ্ট ভাষে তোষে যেই, অভীষ্ট পূরাই তার,
কাঁদিয়া করিলে স্তব দয়ায় গলিয়া যাই,
নাহি জানি ভাল মন্দ, নাহি বুঝি ফেরফার।

আছি এবে দৈত্য-পুরে, শুনিছি দৈত্যের কথা,
ধাইতেছি যথা তথা হইয়া দৈত্যের দূতী ;
অঙ্গুলী-সঙ্কেতে তার ছুটি উন্মাদিনী প্রায়,
পলকে লইয়া বার্ত্তা ঘুরিতেছি বসুমতী।

দৈত্য-পুরে অন্ধকার ঘুচাইছি দীপ-বেশে,
কখন সারথি হয়ে চালাইছি দৈত্য-রথ ;
দ্রুতগতি তুরঙ্গম ষণ্মাসে না যায় যথা,
নিমেষে দৈত্যের যান যাইছে সে দূর পথ।

সাধিছে অদ্যাপি দৈত্য করি কত অনুনয়,
যুদ্ধাস্ত্র আমারে দিয়া চালিতে বাসনা তার,—
দিন রাত্রি তপস্যায় যে ভাবে রয়েছে রত,
না দিয়া সে বর বুঝি থাকিতে পারি না আর !

কি করিব, সুরগণ ! থাকুক যাউক সৃষ্টি,
আপন প্রকৃতি কভু পারিনা ত ছাড়িবার ;
বিলাসে দুর্ব্বল দেব, দৈত্য বলী তপস্যায়,
নিজ দোষে দেব-কুল হত-গর্ব্ব ! দোষ কার ?

নিদ্রা নাই দেবতার শুধু তপস্যার লাগি,
বিশ্বের মঙ্গলে শুধু করিবারে আত্মদান ;
এখন বিলাসে মজি, অলীক সুখেতে মাতি
হারাইলা, দেবগণ, নিজ পদ, নিজ মান !

দানব দুর্ম্মতি ছাড়ি, বিশ্বের মঙ্গল-ব্রতে
মনঃ, প্রাণ, ধন, বল করে যদি বিসর্জ্জন,
দানবের আধিপত্য তবে কি ঘুচিবে আর,
হইবে কি দেবাধীন ত্রিদিবের সিংহাসন ?"

নিস্তব্ধ তড়াগ প্রায় সেই দেব-পরিষদে
নীরবিলা ক্ষণপ্রভা বর্ষিয়া অনল-হাসি,
আঁধার কন্দর-গর্ভ ক্ষণমাত্র উজলিয়া
নিমেষে বিলীন পুনঃ হাসির সে ঊর্ম্মি-রাশি।

শত সমুদ্রের মন্দ্র কণ্ঠে মিলাইয়া যেন
কহিতে লাগিলা ধীরে বরুণ জলধি-পতি,—
"দেবতার অধঃপাত, দৈত্য-কুল-সমুত্থান,
জানি না এ বিধাতার কি বিধান, কি নিয়তি!

যা কহিলা মহেশ্বর, বৈশ্বানর, ক্ষণপ্রভা,
সকলি ত সত্য কথা, সন্দেহ কি আছে তার ?
সত্য যদি তীব্র, তবু মানিয়া লইতে হয়,
সত্যের বিরুদ্ধে কার কিবা থাকে বলিবার ?

কঠোর তপস্যা করি কোন্ দেবতারে দৈত্য
নাহি করিয়াছে তুষ্ট, কেবা দিয়াছেন বর ?
তপস্যার এত শক্তি কে তারে করিল দান ?
মনে মনে বিচারিয়া দেখ দেখি, প্রজেশ্বর!

যে যা চায় সে তা পায় দেবতার আরাধনে,
বিধাতার এ বিধান রহিয়াছে পূর্ব্বাপর ;
স্বার্থের লাগিয়া আজ হবে কি অন্যথা তার ?
দেবের স্বভাবে আজ ঘটিবে কি রূপান্তর ?

কৃপা-বশ দেবগণ দৈত্যে করি বর দান,
হয় নাই অপরাধী, করে নাই অপকর্ম্ম,
ভক্তের বাসনা-পূর্ত্তি, কর্ম্ম-যোগ্য ফল-দান,
দেবের প্রকৃতি এই, দেবতার এই ধর্ম্ম।

বিশ্বের মঙ্গল কিন্তু দেবের জীবন-ব্রত,
অমঙ্গল দেবতার প্রকৃতির প্রতিকূল ;
শত্রু মিত্র যেই হয় অমঙ্গলে অগ্রসর,
সম্মিলিত দেব-শক্তি করে তারে ছিন্ন-মূল।

ছিল দৈত্য যত দিন দেব-ভক্ত, তপোরত,
দেবতা সন্তুষ্ট করি লভিয়াছে নানা বর,
ধন, জন, বুদ্ধি, শক্তি একে একে করি লাভ,
হইয়াছে অবশেষে ত্রিলোকের অধীশ্বর।

থাকিত পূর্ব্বের মত, তেমনি বিনয়শীল,
পুণ্য-ব্রত, দেব-ভক্ত, দেবতার প্রিয়কারী,
না হইত বিশ্বব্যাপী মঙ্গলের প্রতিকূল,
গো-স্ত্রী-ঘাতী, দ্বিজ-দ্বেষী, দেব-দ্রোহী, অত্যাচারী,

সুরভীর অশ্রু-পাতে, প্রকৃতির হাহাকারে,
দেবতার অপমানে ভ্রূক্ষেপ করিত যদি,
বিশ্বের কল্যাণে যদি উৎসর্গ করিত প্রাণ,
দৈত্যের প্রভুত্বে তবে কে হইত প্রতিবাদী ?

মঙ্গলের পরিপন্থী নাহি ছিল যত দিন,
অবাধে সৌভাগ্য ভোগ করিয়াছে দৈত্য-রাজ ;
মঙ্গলের প্রতিকূলে দাঁড়াইয়া অবশেষে,
পড়িল দেবের কোপে নির্ব্বোধ দুরাত্মা আজ।

কত ভক্তি, কত স্তুতি, বিনীত সেবায় কত,
আমারে সন্তুষ্ট করি চাহিয়া লইল পাশ ;
এখন সে পাশ-বলে গর্ব্বিত দেবারি দুষ্ট,
আমারেই বাঁধি চায় করিবারে সর্ব্বনাশ !

দৈত্যের সৌভাগ্য যত, দেব-দত্ত সকলি ত ;
দুরাত্মা সে কথা এবে মুখে নাহি আনে আর ;
বিশ্বের মঙ্গল তরে লয়েছিল যে সম্পদ্,
এখন তাহারি বলে জগতের অত্যাচার !

বৃথা বাক্য, অক্ষপাণি ! বৃথা নিন্দা, দোষারোপ,
যথা কর্ম্ম তথা ফল, নাহি তার পরিহার।
সৎকর্ম্ম সাধিয়া দৈত্য হইয়া সৌভাগ্যশালী,
এবে যে অধর্ম্মে রত, ভাব তার প্রতিকার।"

বরুণের বাক্য-শেষে আবার নীরব সভা।
অবশেষে আরম্ভিল খারব কর্কশ রবে,—
খারব অমরাপুরে আছিল নগর-পাল,
দেবের প্রভুত্ব-লোপে অলস নিষ্কর্ম্মা এবে।

"সকলে মিলিয়া কেন বৃথা এত গণ্ডগোল?
লুপ্ত-বুদ্ধি দেব-কুল দেখিতেছি দৈব-দোষে।
আছে ত দেবের শক্তি, দেব-মায়া বিদ্যমান,
তবে আর এত চিন্তা অসুরের তরে কিসে?

নিদ্রিত অসুর এবে মৃতপ্রায় বিচেতন;
অসুর-বিনাশ তরে এই ত মাহেন্দ্র ক্ষণ;
এই অবসরে দৈত্য সবংশে বিনাশ করি,
নির্ব্বিঘ্ন করিতে সৃষ্টি কি আপত্তি, দেবগণ?"

"দূর হ ছাড়িয়া সভা, অমর-কুলের গ্লানি!"
গর্জ্জিলেন শক্তিধর, সুর-কুল-সেনাপতি,—
"মন্ত্রণা-সভায়, মূঢ়, কে দিল আসন তোরে?
কুটিল নগর-পাল, ক্ষুদ্রাশয়, নীচ-মতি!

তস্কর, ঘাতক কি রে দেব-কুল, দেবাধম!
ন্যায়ের মর্য্যাদা কি রে জানে না দেবের প্রাণ?
বিপন্ন বলিয়া কি রে দেবতার হৃদয়েতে
শৌর্য্য-বীর্য্য-ধর্ম্ম-জ্ঞান নাহি আর পায় স্থান?

নিদ্রিত, রমণী, শিশু, আশ্রয়ের অভিলাষী,
হউক শত্রু বা মিত্র, অবধ্য এ চারি জন ;—
দেবের প্রকৃতি ছাড়ি, কেমনে বলিলে, মূঢ়,
থাকিতে নিদ্রার মোহে বধিতে অসুরগণ ?

বজ্রহীন বজ্র-পাণি, শক্তিশূন্য শক্তিধর,
বিধাতার বিপাকেতে দৈত্য-জিত সুর-পুরী ;
ছদ্ম বেশে প্রতারিয়া বধিতে হইবে রিপু,
নারকীয় এ কল্পনা তথাপি সহিতে নারি !

আমাদের বলেই ত অসুর হয়েছে বলী ;
আমরা অমর সবে, অসুর অমর নয় ;
তবে আর কেন ছল, তস্করতা, প্রতারণা,
অসুর-সমৃদ্ধি হেরি কেন তবে এত ভয় ?

যতই প্রবল দৈত্য, যতই মায়াবী রিপু,
দেব-মায়া দেব-শক্তি কভু কি আয়ত্ত তার ?
সৃজন-পালন-লয়, ত্রিশক্তি দেবের হাতে,
ত্রিজগতে দেবতার কি অভাব তবে আর ?

লইয়া দেবের শক্তি দৈত্য-রাজ শক্তিশালী,
মরিলে দেবতা বাঁচে, দানব ফিরে না আর,
এই ত প্রবল হেতু দেব-পক্ষে জয়াশার,
তবে আর দৈত্য-দাপে কি ভাবনা দেবতার ?

শূল, শক্তি, বজ্র, পাশ গিয়াছে দৈত্যের হাতে,
রাখিবে দানব আর সে সকল কত দিন ?
দেবের ঐশ্বর্য্য-ভোগ সহিবে না দানবের,
বিভবে বেষ্টিত থাকি হইবে সে শক্তিহীন।

দৈত্য-জয় দেব-পুরে এ নহে প্রথম বার ;
যুগে যুগে দৈত্য দেবে করিয়াছে পরাজয় ;
সে সব দৈত্যের এবে নাম মাত্র অবশেষ,
আজিও ব্রহ্মাণ্ডে কিন্তু অক্ষুণ্ণ দেবের জয়।

লভেছি অমর আত্মা, কভু ধ্বংস নাহি তার,
অসীম অনন্ত কাল আমাদেরি আছে হাতে,
অসীম জগৎ যুড়ি তপস্যার আছে স্থান ;
তবে আর দেবতার কি অভাব ত্রিজগতে ?

তপস্যায় পরাক্রান্ত হইয়াছে শুম্ভাসুর,
করিতে হইবে তার তপস্যায় পরাজয় ;
প্রতাপে প্রতাপ খর্ব্ব, সাধনে সাধন ক্ষীণ,
তপস্যার পরাভব তপস্যাতে সুনিশ্চয়।

সাবধান, সুরগণ ! অরিবের মন্ত্রণায়
কদাপি না টলে যেন দেবের পবিত্র মন ;
ন্যায়, ধর্ম্ম, পবিত্রতা, দেবের সর্ব্বস্ব-ধন,
বিপদে তাহাতে যেন নাহি হয় অযতন।

দেবতার মন্ত্রণায় দেবের মহত্ত্ব চাই ;
শৃগাল কুক্কুর সেই মহত্ত্বের কিবা জানে ?
ছিল যেই চির দিন দেব-পুরে প্রহরাতে,
মন্ত্রণা-সভায় সেই আসিল কি প্রয়োজনে ?"

"সেনানী, বিফল ক্রোধ," কহিলেন চক্রপাণি,
"যার ঘটে যাহা যোটে, বিপদে সে বলে তাই ;
অসঙ্গত মন্ত্রণার পরিহার পরামর্শ ;
লইয়া সে কথা কিছু বিবাদে ত ফল নাই।

একে ত প্রবল দৈত্য, তাহে যদি দেবতার
গৃহেতে বিচ্ছেদ ঘটে আত্ম-বিরোধের ফলে,
দেবের উদ্ধারে তবে থাকিবে না আশা আর,
অচিরে ব্রহ্মার স্মৃষ্টি যাইবেক রসাতলে।

কি দেবতা, কি মানব, সবারি বিপদ-কালে
একতা প্রধান বল, অনৈক্যেতে সর্ব্বনাশ ;
এখন দেবের দলে প্রবেশে অনৈক্য যদি,
তবে আর দেবতার ঘুচিবে না কারাবাস।

যাহার যেমন শিক্ষা, যাহার যেমন বোধ,
তাহা হ'তে উচ্চ কথা কে কবে বলিতে পারে ?
শিক্ষা দীক্ষা অনুসারে আত্মমত বলিবারে
সকলেরি অধিকার রহিয়াছে মন্ত্রাগারে।

ক্ষুদ্রেরে করিলে ঘৃণা মহত্ত্ব কোথায় থাকে ?
বিশেষ বিপদ-কালে ক্ষুদ্র কেহ ক্ষুদ্র নয় ;
ধরিলে সমষ্টিভাবে ক্ষুদ্র বড় চির দিন ;
অবজ্ঞা করিলে তারে অনিবার্য্য বল-ক্ষয় ।

মহান্ সৈনিক-সঙ্ঘে ক্ষুদ্র প্রতি পদাতিক ;
তাড়াইয়া দিলে তারে সৈন্য-সঙ্ঘ কোথা রয় ?
অবজ্ঞায় খসাইলে প্রত্যেক ইষ্টক-খণ্ড,
অট্টালিকা কোথা থাকে, কি তার দুর্দ্দশা হয় !

বিপদেতে শত্রুভাবে কেহ যদি বলে কিছু,
অবশ্য সে পামরের সমুচিত দণ্ড চাই ;
মিত্রভাবে যে যা' বলে, শ্রবণের যোগ্য তাহা,
থাকিলে বুদ্ধির দোষ হৃদয়ের দণ্ড নাই ।

আত্মীয়ের পরামর্শ, হউক ভাল বা মন্দ,
সমুচিত সমাদরে সর্ব্বদা শুনিতে হয়,
মনোমত নহে ব'লে করিলে অবজ্ঞা তায়,
দূরের বিপদ আসি নিকটে উদিত হয় ।

সহিতে পার না কথা হিত-ব্রত স্বজনের ;
কত না সহিছ, বল, দুর্দ্দান্ত দানব-হাতে !
দেবতার অপমান নিত্য-ব্রত দানবের !
প্রতিফল তাই তার, প্রতিকার কি তাহাতে ?

উঠিতে বসিতে দৈত্য করিতেছে তিরস্কার,
কথায় কথায় দেবে করিতেছে অপমান;
কটূক্তি ভ্রূকুটি কত করিছে প্রত্যেক পদে ;—
দেবতার হৃদয়ে ত সে সব পাইছে স্থান ?

নিন্দিছে গর্ব্বিত দৈত্য প্রতিপদে, প্রতিক্ষণে,
জাতি, ধর্ম্ম, শৌর্য্য, বীর্য্য, বল, বুদ্ধি দেবতার !—
নীরবে বহিছ প্রাণে তীব্র সে নরক-জ্বালা ;—
বল দেখি, সেনাপতি, কি করিছ প্রতিকার ?

কীট-পতঙ্গের দুঃখে ছিল দ্রব দেব-প্রাণ ;
দ্রবিত পরের অশ্রু হেরি চিত্ত দেবতার ;
দেবাঙ্গনা-অশ্রু-নীরে স্ফীত আজ মন্দাকিনী ;—
বল দেখি, শক্তিধর, কোথা তার প্রতিকার ?

মাতৃসমা সুরভী যে তনয়া নন্দিনী সহ
কাঁদিছেন আর্ত্তনাদে দানবের কশাঘাতে,
সে জ্বালা, সে তীব্র বিষ কেমনে সহিছ, দেব !
কেমনে বহিছ তাহা বৈর-দীপ্ত হৃদয়েতে ?

এই সৃষ্টি, এই রাজ্য, এ বিপুল অধিকার,
সকলিত দেবতার, তবে আজি কেন, হায়,
অস্ত্রহীন, বাক্যহীন, অবরুদ্ধ নিজগৃহে
অসহায় দেব-কুল, অপরাধী বন্দী প্রায় ?

অপমানে আছে বোধ, নীচতায় আছে ঘৃণা,
দেব-বীর্য্য, দেব-তেজঃ, দেব-দয়া আছে সব,
তবে কেন, সেনাপতি, সহিতেছ এ নরক,—
এত ঘৃণা, এত নিন্দা, এ লাঞ্ছনা, পরাভব ?

স্মারব নির্ব্বোধ যদি, তবু সে স্বজন বটে ;
দেব-তেজোবীর্য্য নহে স্বজন-দহন তরে ;
থাকে তেজঃ, থর শক্তি, সম্মুখ সমরে পশি,
দেব-তেজে কর ভস্ম মদ-গর্ব্বী দানবেরে।"

দেব-রাজ্যে যুবরাজ, শচীর অঞ্চল-নিধি,
সমরে অসুর-ত্রাস যুবক জয়ন্ত বীর,
লজ্জায় আরক্ত-গণ্ড নিরখিয়া ষড়াননে,
কহিলা কমলা-নাথে বিনয়ে নমিয়া শির ;—

"বাসুদেব ! আপনার অবিদিত কিছু নাই,
দেখেছেন স্বচক্ষে ত দেবতা-দৈত্যের রণ ;
কেমন সাহসে বীর্য্যে, কেমন কৌশলে বলে
পরিচালি সুর-সৈন্য যুঝিলেন ষড়ানন।

দেবতার এত তেজঃ, দেবতার তেজঃ বিনে
অন্যে যে সহিতে পারে, ছিল না আমার জ্ঞান ;
সহিতে নারিত কভু বিশ্ব-দাহী সে অনল,
দেব-তেজে দৈত্য-রাজ না হইলে বলীয়ান্।

এই বাহু—বালকের ক্ষমিবেন প্রগল্‌ভতা—
এই বাহু একদিন বধিয়াছে বৃত্র-সুতে ;
শুম্ভের সমরে কিন্তু, সিংহ-রণে মৃগ যেন,
যুদ্ধ ত দূরের কথা, পারি নাই দাঁড়াইতে !

অমর বলিয়া, হায়, সহিতে হইল এবে
দৈত্য-হাতে এত লজ্জা, পরাভব, অপমান ;
মরণ থাকিত যদি, সহিতে হ'ত না এত,
জনম হইত ধন্য সমরে ত্যজিয়া প্রাণ।

কিন্তু, দেব, মানি আমি, যা' কহিলা সেনা-পতি,
দেবতা মরণহীন, অসুর অমর নয়,
এই গুণে, এই বলে, লয়ে এই মূলধন
চলিলে, অবশ্য হবে অসুরের পরাজয়।

আপনি আছেন নিজে, আছেন চতুরানন,
উপস্থিত শূল-পাণি ভয়হারী মৃত্যুঞ্জয়,
দেব-পক্ষে ভাগ্যে আজি ত্রিগুণ মিলিত হেথা,
দৈত্যের প্রতাপে আর দেবতার কিসে ভয় ?

ত্রিগুণ মিলিত হয়ে মন্ত্রণা করিলে স্থির,
ভাঙ্গিয়া আবার বিশ্ব নূতন হইতে পারে ;
অসুর ত ক্ষুদ্র জীব, বাড়িয়াছে ভাঙ্গিবারে ;
হরি-হর-ব্রহ্ম-যোগে ত্রিভুবনে ভয় কারে ?

সহিয়াছি শতবার দৈত্য-হাতে অপমান,
সহিব সহস্রবার প্রয়োজন যদি হয় ;
জীবন্ত নরক সম কলঙ্ক ধরিয়া শিরে,
থাকিব না নিরুদ্যম দানবে করিয়া ভয়।

হারি জিনি দৈত্য-রণে, গণনা করিনা তারে,
এ সব অস্ত্রের খেলা, নহে জয় পরাজয় ;
সমরের শেষে যেই দাঁড়ায় তুলিয়া শির,
সেই বীর, সেই জয়ী, অগ্র মধ্য কিছু নয়।

এ জগতে ধর্ম্মাধর্ম্মে যখনি সংগ্রাম হয়,
প্রথমে ধর্ম্মের তরী ডুবি যেন যায় যায়,
পরিণামে দেখি কিন্তু ধর্ম্মেরি ঘটিতে জয়,
অধর্ম্মের অত্যাচার একদিন লোপ পায়।

দেব-দৈত্য-সংগ্রামেতে নিরখি দৈত্যের জয়,
বিজয়ে নিরাশ তবে দেব-কুল কি কারণে ?
কল্যাণ সহায় যার, ধর্ম্ম যার চির সাথী,
অসুর-বিজয় ভাবি ভয় কেন তার মনে ?

আদেশ করহ, দেব, আবার সংগ্রামে পশি
দেব-তেজে দেব-বীর্য্যে বিনাশি অসুর-কুল,
অপমান তিরস্কার সহিয়াছে দেবতা যত,
প্রতিশোধ লবে তার উপাড়ি প্রাণের শূল।"

দুর্ব্বার দেবারি প্রতি জাগাইয়া উদ্দীপনা
দেবের ব্যথিত প্রাণে, নীরবিলা জয়ন্তক ;
অনির্ব্বাণ স্মৃতি-বহ্নি পাইয়া সে ঘৃতাহুতি
জ্বলিয়া উঠিল যেন মেলি শিখা ধক্ ধক্।

বাসবের বামে বসি দেব-গুরু বৃহস্পতি
নীরবে নিবিষ্ট-চিতে শুনিতে ছিলেন কথা,
সম্মতি কাহারো বাক্যে, অসম্মতি কখন বা
করিতে ছিলেন দানু ধূনন করিয়া মাথা।

জয়ন্তের জ্বালাময়ী বক্তৃতা হইলে শেষ,
আরম্ভিলা বৃহস্পতি অনুচ্চ গম্ভীর স্বরে,
দেব-গুরু-রসনায় মধুর নর্ত্তনে মাতি
নাতাইলা বাগীশ্বরী দেব-দেবী সকলেরে।

কহিলেন বৃহস্পতি, "যা কহিলা জয়ন্তক,
দেব-রাজ্যে যুবরাজ, বাসব-তনয়া বীর,
বীরের বচন তাহা, অযুক্ত সে কথা নয়,
দেবের যে জয় হবে চরমে, সে কথা স্থির।

কিন্তু শুদ্ধ বাহু-বলে দানবের পরাজয়
হইবে না, হৃত রাজ্য ফিরিবে না বাহু-বলে ;
গত যুদ্ধে সমুচিত পরীক্ষা হয়েছে তার ;—
পরাভূত বাহু-বল দানবের তপোবলে।

তপোবলে তপোবল করিতে হইবে জয়,
জাতীয় উদ্ধারে ঘোর জাতীয় সাধন চাই ;
নির্জ্জিত দেবতা-কুল, জাতীয় সাধন বিনে
জাতীয় এ মহারোগে অন্য মহৌষধ নাই।

অন্তর্হিতা মহাশক্তি অদৃষ্টের অন্তরালে,
কঠোর সাধনে তাঁর করা চাই উদ্বোধন ;
মজ্জিত জাতীয় তরী দুর্দ্দশা-সিন্ধুর নীরে,
সমবেত শক্তি বিনে কে করিবে উত্তোলন ?

মহাশক্তি মহেশ্বরী দাঁড়াইয়া অন্তরালে,
দেবতার এ দুর্দ্দশা করিছেন নিরীক্ষণ ;
ঘুচাইতে এ দুর্দ্দিন হবে তাঁর আবির্ভাব,
সম্মিলিত তপোবলে কর যদি আবাহন।

যেমন হয়েছে রোগ তেমনি ঔষধ চাই ;
যেমন বিপদ্ তার সেইরূপ প্রতিকার ;
যেমন জাতীয় পাপ, প্রায়শ্চিত্ত তার মত ;
উচিত উপায় বিনে কোথা সিদ্ধি ঘটে কার ?

মহাশক্তি-আরাধনে জাতীয় সাধন লাগে,
জাতীয় হৃদয়, প্রাণ, জাতীয় কৌশল, বল ;
ব্যক্তিগত স্বাধীনতা, সুখ-দুঃখ, ক্ষতি-লাভ,
জাতীয় সাধনে চাই বলি-দান এ সকল।

স্বার্থ-ত্যাগ বড় পুণ্য, দেব-যোগ্য মহাতপঃ,
এই মহাতপস্যায় হও আগে সিদ্ধ-কাম ;
সুপ্রসন্না মহাশক্তি হইবেন দেব প্রতি,
অচিরে হইবে লুপ্ত জগতে দৈত্যের নাম।

আপনা বিস্মৃত কেন, দেবগণ ! দেখ স্মরি,
দুর্দ্দান্ত মহিষাসুর কি করিল, মনে হয় ?
দৈব-বলে স্বর্গজয়ী দুর্দ্দান্ত অসুর-হাতে
দেবতার পরাজয় এবার নূতন নয় !

অসুরের অত্যাচারে আকুল দেবতা-কুল
বিলাপিয়া জনে জনে ক্রন্দন করিলা কত,
ভয়ে ভীত দেবগণ স্বর্গ ছাড়ি লুকাইলা,
সুপ্রসন্না মহাশক্তি হইলা না তথাপি ত।

অবশেষে সুরগণ মিলিলা একত্র যদি,
জন্মিল অদ্ভুত তেজঃ তাঁহাদের সম্মিলনে ;
ভুবন ভস্মিতে ক্ষম ভীষণ সে তেজঃ হ'তে
আবির্ভূতা ভদ্রকালী উদ্ধারিতে দেবগণে।

সহস্র নয়নে চাহি, মেলিয়া সহস্র বাহু,
মুকুটে গগন স্পর্শি দাঁড়াইলা বিশ্বমাতা
পদ-ভরে নত ধরা, তেজোদীপ্ত দিগন্তর,
বিস্মিত সে রূপ হেরি কেশব, শঙ্কর, ধাতা।

জ্বলন্ত পর্ব্বত সম তেজঃপুঞ্জ সে মূরতি
নিরখিয়া অভয়ার নির্ভীক দেবতা-দল,
মহাশক্তি-আবির্ভাবে ত্রিলোক কাঁপিল ত্রাসে,
সংক্ষুব্ধ সাগর সপ্ত, বিকম্পিত নভস্তল।

সম্ভ্রমে অমর-বৃন্দ প্রণমিলা ভদ্রকালী,
সুতানে মিলিত-কণ্ঠে করিলা স্তবন তাঁর;
ভক্তিভরে দেবগণ বিপদ-বারিণী পূজি,
যাঁর যেই অস্ত্র শস্ত্র দিলা তাঁরে উপহার।

চক্রপাণি দিলা চক্র, শূলপাণি দিলা শূল,
ব্রহ্মা দিলা কমণ্ডলু, খড়্গ-চর্ম্ম দিলা যম,
যতনে জলধি-পতি দিলা শঙ্খ, দিলা পাশ,
দিলা শক্তি বৈশ্বানর ভুবন-দহন-ক্ষম।

দিলা ধনুঃ আর তূণ বাণপূর্ণ সমীরণ,
আপনি অমরাধিপ দিলা বজ্র ভয়ঙ্কর,
যাহার গম্ভীর রবে ত্রিভুবন আতঙ্কিত,
ঘোর সেই ঘণ্টা দিলা ঐরাবত গজবর।

অক্ষ-মালা প্রজাপতি সাদরে করিলা দান,
দিবাকর নিজ রশ্মি সমস্ত শরীরে দিলা,
রত্নাকর সমর্পিলা নূপুর, কেয়ূর, মণি,
বসন, গ্রৈবেয়-ভূষা, অম্লান পঙ্কজ-মালা।

মণিময় মুকুটেতে সাজাইয়া হিমবান্
দেবীর বাহন তরে কেশরী করিলা দান,
মহাবল, মহাবীর্য্য, ঘোরনাদী, ভয়ঙ্কর,
বজ্র-নখ, বজ্র-দন্ত, মৃত্যু যেন মূর্ত্তিমান্।

বিশ্বকর্ম্মা আনি দিলা অক্ষয় পরশুবর,
সাদরে মধুর পাত্র সমর্পিলা ধন-পতি,
নাগেন্দ্র আনিয়া দিলা নাগ-হার উপহার ;—
সাজি দেবী, সাট্টহাসে গর্জ্জিলা ভীষণ অতি।

শুনিয়া মহিষাসুর সে গর্জ্জন ভয়ঙ্কর,
সসৈন্যে আসিল রুষি, বাজিল তুমুল রণ ;
মাতিয়া সে রণোৎসবে ভয়ঙ্করী ভদ্রকালী
সসৈন্যে মহিষে মারি নিঃশঙ্কিলা সুরগণ।

আনন্দে বহিল বায়ু, প্রকাশিল রবি-শশী,
উঠিল পূরিয়া বিশ্ব "জয় ভদ্রকালী" রব ;
নিষ্কণ্টক দেব-রাজ্য, নিরাপদ হেরি ধরা,
আনন্দে অমর-বৃন্দ মিলিয়া করিলা স্তব।

মানব-মঙ্গল আর অমর-হিতের তরে,
স্তবে তুষ্ট বিশ্ব-ধাতা করিলেন বর দান,—
"দানবের অত্যাচার ধরায় যখনি হবে,
ডাকিলে আসিব আমি করিবারে পরিত্রাণ।"

দেবগণ! অভয়ার অভয় সে বর-দান
গিয়াছ ভুলিয়া, তাই ঘটিয়াছে অকল্যাণ,
ভুলিয়া সে মহাশক্তি আত্ম-বলে করি ভর
করিছ সংগ্রাম, তাই দৈত্য-হাতে অপমান।

আহ্বানিতে অভয়ারে এই ত সময় বটে,
ব্যতীব্যস্ত দেবগণ অসুরের অত্যাচারে;
জাতি-কুল-ধন-মানে নিরাপদ কেহ নাই;—
জগতের অমঙ্গল আর কি হইতে পারে?

এ বিপদে, দেবগণ! আবার ডাকিলে তাঁরে,
হরিবেন ভয়হরা ধরার এ গুরু ভার;
ডাকিলেই মহাশক্তি অনুকূল ভাগ্যে যার,
ভবের শঙ্কট ভাবি কি ভয়, কি চিন্তা তার?"

এতেক সম্ভাষি ধীরে বাণী-কণ্ঠ নীরবিলা,
নীরবিল বাজি যেন বাণীর বীণার তান,
বাল্যের বিস্মৃত প্রায় দূরাগত স্মৃতি যেন
দেব-গুরু উপদেশ স্পর্শিল দেবের প্রাণ।

লক্ষ্যহীন তৃণপ্রায় ভাসিয়া যাইতেছিলা
অকূল ভাবনার্ণবে আকুল দেবতা-কুল;
মগ্নগিরি পদ-লগ্ন সহসা হইল যেন,
অদূরে অসুর-রিপু, নিরখিলা যেন কূল।

ইতি মন্ত্রণানামক দ্বিতীয় সর্গ।

তৃতীয় সর্গ।

যামিনী গভীরতর ; নিদ্রিত দানব ;
ছাড়িয়া অমর-বৃন্দ মন্ত্রণা-কন্দর,
শক্তি ভূমি-উদ্দেশেতে চলিলা সকলে,
দেব-গুরু বৃহস্পতি আগে অগ্রসর।

বামদিকে চাহি ইন্দ্র দেখিলা অদূরে,
সমভূমে শুম্ভ-পুর ভীষণ আকার,
শত শত গৃহ-চূড়া স্পর্শিছে গগন,
স্পর্দ্ধিছে হিমাদ্রি তার উন্নত প্রাকার।

কহিলেন পুর-রিপু, "চল দেবগণ,
স্বচক্ষে দৈত্যের বল দেখি একবার ;
নিদ্রা-মোহে দৈত্য-কুল আছে অচেতন,
জাগিলে সুযোগ হেন মিলিবেনা আর।

শত্রু-বল না বুঝিয়া বিবাদে পশিলে,
বুঝিয়াছি পরিণাম কি যে ভয়ঙ্কর ;
দানবের বলাবল-পরীক্ষার তরে,
দিয়াছেন ভগবতী এই অবসর।"

অগ্রসরি দেব-বৃন্দ দেখিলা চাহিয়া,
ধরাধামে শুম্ভপুরে সুন্দর নগর,
নির্ম্মিলেন বিশ্বকর্ম্মা দৈত্যের আদেশে,—
ত্রিলোক-বিভব আজি ইহার ভিতর!

স্বর্গের তোরণ-চ্ছদ, স্বর্গের কবাট,
বাসবের মণিময় স্বর্গ-সিংহাসন,
হীরক-মণ্ডিত স্তম্ভ অমরা-বিচ্যুত,
দৈত্য-দরবার-শোভা করে সম্পাদন।

কিরীট, চামর, বজ্র, সেই ত সকল—
দৈত্যের সম্পদ এবে, বাসবের নয়!
দেবের সমৃদ্ধি হেরি দৈত্যের ভবনে,
ক্ষোভে রোষে দুঃখে দগ্ধ বাসব-হৃদয়।

সুদীর্ঘ নিশ্বাস ত্যজি কহিলা বাসব,—
"স্বজাতির এ কলঙ্ক হেরিয়া কি ফল?
চল যাই, দেবগণ, দুর্গে প্রবেশিয়া,
স্বচক্ষে দেখিয়া যাই দৈত্যের কৌশল।"

নিদ্রিত দেবারি-সৈন্য অস্ত্র করে ধরি,
নিদ্রার কৃপায় দুর্গে অবারিত দ্বার;
সদা ক্রুদ্ধ ক্রুরমতি যে দানব-চমূ,
নিদ্রা-বশে আজি তারা নহে আপনার।

সেনাপতি শক্তিধর আগে অগ্রসরি,
একে একে পরীক্ষিয়া দেখিলা সকল ;
চিত্র-পটু চিত্রগুপ্ত পাইয়া আদেশ,
দুর্গের লইলা লিখি চিত্র অবিকল।

সারি সারি অনলাস্ত্র দুর্গের প্রাকারে,
বজ্রনাদী, ভীম-গর্ভ, ভীষণ-দর্শন ;
ব্রহ্মাণ্ড দহিতে পারে মুহূর্ত্তের মাঝে,
একটি যদ্যপি অগ্নি করে উদ্গীরণ।

প্রসুপ্ত ভুজঙ্গ প্রায় শুষ্ক অগ্নি-কণা,
স্থানে স্থানে সারি সারি পর্ব্বত-প্রমাণ,
এই শুষ্ক অগ্নি-কণা করিয়া ভক্ষণ,
কালানল উদ্গীরণ করে অগ্নিবাণ।

শেল, শূল, শক্তি, গদা, পরিঘ, কুঠার,
সুসজ্জিত অস্ত্রাগারে কাতারে কাতারে ;
ভুশুণ্ডী, পট্টিশ, চক্র, আয়ুধ অশেষ,—
দেব বিনা দৈত্য-অস্ত্র কে গণিতে পারে ?

দুর্ম্মদ দানব-পতি সমরে বিজয়ী,
দেবের যে সব অস্ত্র লয়েছে কাড়িয়া,—
শেল, শক্তি, বজ্র, পাশ, ধনুঃ, দণ্ড আদি,—
রাখিয়াছে স্তূপাকারে সব সাজাইয়া।

প্রত্যেক স্তূপের পাশে, উজ্জ্বল অক্ষরে
প্রত্যেক অস্ত্রের বার্ত্তা লিখিত রয়েছে,—
কোন্ যুদ্ধে কি প্রকারে দেব পরাজিত,
কোন্ অস্ত্র যুদ্ধ-কালে ছিল কার কাছে।

ছল ছল নেত্রে চাহি কহিলা বাসব,—
"এ কলঙ্ক দেবতার পরাণে সহে না;
দেখ দেখি, মদ-গর্ব্বী দানব কেমনে
দেবতার পরাজয় করিছে ঘোষণা!

প্রতি অস্ত্র করাইয়া দিতেছে স্মরণ
প্রতি যুদ্ধ, মর্ম্মতল করিয়া পীড়িত;
প্রত্যেক অক্ষর যেন অঙ্গুলী-সঙ্কেতে
প্রতিশোধ প্রতিজ্ঞায় করিছে জাগ্রত!

ভুলিওনা, দেবগণ! এ দৃশ্য কখন,—
দেব-কুল-কলঙ্কের এই নিদর্শন;
সাগ্নিক ব্রাহ্মণ-গৃহে অনলের মত
চির-দীপ্ত রাখ প্রাণে এই হুতাশন।

মহাশক্তি যদি কৃপা করেন কখন,—
ললজিহ্ব অগ্নিসম এ কলঙ্ক-স্মৃতি
জ্বলিতে থাকিবে সদা ধক্ ধক্ করি,
উদ্ধত দানব-কুল লইতে আহুতি।

কহিলেন ষড়ানন বাসবে সম্বোধি,—
"ন্যায়-যুদ্ধে কিছু ভয় দানবে করি না ;
ন্যায়-ধর্ম্ম দানবের থাকিত যদ্যপি,
হইত না এত দূর দেবের লাঞ্ছনা।

ক্রূরতার প্রতিমূর্ত্তি দুরাত্মা দানব,
দেহই বুঝোনা তার কপট প্রকৃতি ;
বাহিরে সত্যের ভান, কথায় সাধুতা,
আচরণে দুরাচার ভয়ঙ্কর অতি।

কেমনে দানব-পতি সবে পরাজয়ি,
একে একে ত্রিভুবন লইল কাড়িয়া,
জানিতে বাসনা যদি থাকে, সুরপতি!
দৈত্য-জয়-ইতিহাস দেখুন পড়িয়া।

বন্ধুতা-কঞ্চুকে ঢাকি জঘন্য বাসনা,
পাতিল কাপট্য-জাল যুড়ি ত্রিভুবন,
ভুলাইল সকলেরে মুখের কথায়,
বিজয়ের অভিসন্ধি করিয়া গোপন।

সুর-লোক নাগ-লোক স্বরগে পাতালে,
গন্ধর্ব্ব-কিন্নর-লোক, সিদ্ধ-লোক আর,—
সর্ব্বত্র লভিয়া ভিক্ষা তপস্যার স্থান,
ক্রমশঃ কৌশলে রাজ্য করেছে বিস্তার।

কপটীর কপটতা কেহই তখন
বুঝিতে পারেনি, তাই পড়িয়াছে জালে ;
ব্যাঘ্রের বৈরাগ্যে ঘটে বিশ্বাস যাহার,
অবশ্য সে দগ্ধ হয় অনুতাপানলে।

উগ্র-বিষ বিষধর দংশিলে মানবে,
সর্ব্বাঙ্গ অবশ হয় ক্রমশঃ যেমন,
দৈত্যের সংস্রব-রূপ হলাহলে, হায়,
সেই রূপ সমাচ্ছন্ন এবে ত্রিভুবন।

আশ্রিত, শরণাগত, পতিত, মূর্চ্ছিত,
বিপন্ন কি ভীত, কিম্বা পলায়িত আর,
বৃদ্ধ, নারী, শিশু—রণে অবধ্য যাহারা,
দানবের হাতে তারা পায়না নিস্তার।

ভয়ে পলাইলে দৈত্য দৌড়াইয়া ধরে,
মূর্চ্ছিত মুমূর্ষু-শিরে করে অস্ত্রাঘাত,
নিদ্রিত শত্রুর যদি পায় সে দর্শন,
অমনি উল্লাসে তার করে রক্তপাত।

দ্বন্দ্ব-যুদ্ধে দানবের ন্যায়-বোধ নাই,
শত্রু এক ঘেরি মারে শতেক দানবে ;
ধর্ম্মাধর্ম্ম বলাবল নাই বিবেচনা,
যে কোন উপায়ে শত্রু পাইলে বধিবে।

যাহার উপরে জন্মে দৈত্যের আক্রোশ,
নির্দ্দোষ হ'লেও দৈত্য বধিবে তাহারে ;
নির্দ্দোষ বধিয়া পরে করে দোষারোপ,
এই ত বিচার-বিধি দৈত্য-অধিকারে।

কেহ কোথা উৎপীড়ন সহিতে না পারি,
দৈত্যের কেশাগ্র যদি পরশে কখন,
পশু-পক্ষি-নর-চিহ্ন রহেনা সে গ্রামে,
অগ্নিবাণে করে দৈত্য সমস্ত দাহন।

ন্যায়ের মর্য্যাদা রাখি দানবের সনে,
সমরে জয়ের আশা বৃথা, পুরন্দর !
কেমনে বা ন্যায়-ধর্ম্ম চরণে দলিয়া,
দেবতা হইয়া করি অন্যায় সমর।"

বৃহস্পতি হেন কালে কহিলা ডাকিয়া,—
"সময় বিস্তর নাই , চল দেবগণ,
বহুদূর শক্তি-ভূমি, বহু বিঘ্ন পথে,
তরিলে সে বিঘ্ন-তবে শক্তির সাধন।

সবে মিলি কর স্নান জাহ্নবী-সলিলে,
শক্তি-মন্ত্রে আজি সবে করিব দীক্ষিত ;
মন্ত্ররূপা মহাশক্তি, ভক্তাধীনা মাতা,
ভক্তি-মন্ত্র-যোগে তিনি প্রসন্না নিশ্চিত।

মন্ত্র তাঁর কৃপা-বীজ, মন্ত্র তার ভাষা,
মন্ত্রে তাঁর আরাধনা, মন্ত্রে পরিতোষ ;
বিনা মন্ত্রে অসম্ভব শক্তির সাধনা,
মন্ত্রহীন অনুষ্ঠানে ঘটে নানা দোষ।

কৃতকার্য্য দৈত্য-পতি মন্ত্রের সাধনে,
ত্রিভুবন-জয়ী শুম্ভ তপস্যা করিয়া ;
অমর অমিত-তেজাঃ অসুরারিগণ,
পরাজিত দৈত্য-করে মন্ত্র উপেক্ষিয়া।"

দেব-গুরু-বাক্য শুনি দেবতা-নিচয়,
নামিয়া জাহ্নবী-জলে করিলেন স্নান ;
স্নান-পূত বৃহস্পতি দেব-কর্ণ-মূলে,
একে একে মহামন্ত্র করিলেন দান।

মন্ত্র লভি শক্তি-ভূমি-উদ্দেশে আবার,
চলিলেন দেবগণ উল্লাসে ভাসিয়া ;
লুপ্তপ্রায় দেব-তেজঃ মন্ত্রের প্রভাবে,
দেবের শরীরে যেন আসিল ফিরিয়া।

সীমাশূন্য শৈল-মালা ভীষণ-আকার,
অতীতের ধ্রুব সাক্ষী আছে স্তরে স্তরে ;
যেদিকে নয়ন ফিরে, শৈল সেই দিকে,
শৈলের উপরে শৈল, শৈব তদুপরে।

অগ্রগামী বৃহস্পতি, সঙ্গে দেব-চয়,
আশে পাশে দৃষ্টি নাই, চলিছে সকলে ;
নিবিড় অচলাবলী সম্মুখে, পশ্চাতে,
আগে কত, পাছে কত, দৃষ্টি নাহি চলে।

সহসা দেবের মনে জন্মিল বিকার ;
প্রত্যেকে আপন মনে লাগিলা ভাবিতে ;—
"কেন বৃথা শুনি বৃদ্ধ ব্রাহ্মণের বাণী,
ছুটিয়াছি মোরা প্রায় তাহার পশ্চাতে ?

শক্তি আরাধিতে সবে, নির্ব্বোধের মত,
শক্তি-ভূমি অন্বেষিয়া চলিয়াছি, হায় ;
দেবতা কি শক্তিহীন ? শক্তির লাগিয়া,
ভুলিয়া এ বাহু-বল যাইছি কোথায় ?

যাউক দেবতা-কুল বৃহস্পতি সহ,
মজুক শুনিয়া সবে বৃদ্ধের মন্ত্রণা ;
আমি আর এ পথে হব না অগ্রসর,
বাহু-বলে মিটাইব বিজয়-বাসনা।"

ভাবিতে ভাবিতে দেব দেখিলা চাহিয়া,—
যূথ-ভ্রষ্ট মত্ত করী বিচরিতেছিল ;
যেমন ছাড়িয়া যূথ স্বতন্ত্র হইল,
অমনি কেশরী তারে সংহার করিল।

বিগত সে ভাব এবে। হাসি বৃহস্পতি
কহিলেন,—"বিঘ্ন এক হইল অতীত ;
এ স্থান অনৈক্য-ভূমি ; এখানে আসিলে,
সকলেরি হিত-বুদ্ধি হয় অন্তর্হিত।"

ভাবিয়া অতীত ভাব গুরু-বাক্য শুনি,
লজ্জিত দেবতাগণ নিজ নিজ মনে ;
দৃঢ়ভাবে ইষ্ট-মন্ত্র স্মরিতে স্মরিতে,
চলিলা নীরবে সবে দেব-গুরু সনে।

আবার বিকৃত ভাব। প্রত্যেকে ভাবিলা ;
"এত কষ্ট, এত ব্রত, এত সাধনায়,
উদ্ধারিয়া সুর-রাজ্য কি লাভ আমার ?
কি মম হইছে ক্ষতি দৈত্য-প্রভুতায় ?

দৈত্য হ'তে স্বর্গ-রাজ্য পাইলে উদ্ধার,
বাসব হইবে রাজা, শচী হবে রাণী ;
আমার কি সুখ তাতে ? স্বার্থ-সিদ্ধি কিবা
ছিলাম যেমন প্রজা রহিব তেমনি !

সুর-পতি পুরন্দর, আমি কেহ নই !
আমি কি পারি না রাজ্য করিতে শাসন,
পাই যদি উচ্চৈঃশ্রবা, বজ্র, ঐরাবত,
মন্ত্রী বৃহস্পতি, আর স্বর্গ-সিংহাসন ?

বিদ্যা, বুদ্ধি, রূপ, গুণ,—কিসে আমি কম ?
শৌর্য্যে, বীর্য্যে, পরাক্রমে নহি হীনবল ;
তবে যে সহিয়া থাকি বাসব-প্রভুতা,
ইচ্ছা আর উদ্যমের অভাবে কেবল ।

রাজ-শক্তি, রাজ-পদ, সে ত কিছু নহে,
শুধু মূর্খ কিম্বা শিশু ভয় তাহে পায় ;
মূষিক যদ্যপি বসে রাজ-সিংহাসনে,
বিক্রান্ত সিংহের মত তাহারে দেখায় ।

অদৃষ্টে রাজত্ব লেখা ছিল যত দিন,
শচী সহ শচী-পতি করিয়াছে ভোগ ;
দৈবে যদি সুর-পতি সিংহাসন-চ্যুত,
ছাড়িব না উপেক্ষিয়া এ শুভ সুযোগ ।

পুরুষ পৌরুষহীন, কি লজ্জার কথা !
সুযোগ ছাড়িলে কবে পৌরুষ সফল ?
পরিপুষ্ট বীজ হ'তে জন্মে না অঙ্কুর,
সময়ে না পায় যদি বাত-রৌদ্র-জল ।

বিদ্যা, বুদ্ধি, বাহু-বল, আমার এসব
হইল কি বাসবের প্রভুত্বের তরে ?
বাসবে বঞ্চিত করি, রাজত্ব লভিতে
পারি কিনা পারি, তাহা বুঝিব এবারে ।”

কুযুক্তি-কলুষ-চিত্ত দানবারিগণ
দেখিলা বিস্ময়ে চাহি, প্রমত্ত কলহে,
বিবাদী প্রাধান্ত-লোভী সারমেয়-দল
একে একে নিগৃহীত শৃগাল-বিগ্রহে।

আবার লজ্জিত সবে আত্ম-চিন্তা ভাবি।
কহিলেন বৃহস্পতি, "দানবারিগণ!
অতি ভীত যার তরে আছিলাম আমি,
অতিক্রান্ত ভীষণ সে সঙ্কট এখন।

ঈর্ষ্যা আর স্বার্থ নামে অতি ভয়ঙ্কর
মায়ার সাগর দুই করে হেথা বাস;
দেবতা, গন্ধর্ব্ব, সিদ্ধ, দানব, মানব,
যে পড়ে তাদের পাশে, তারি সর্ব্বনাশ!

এখানে আসিলে ঘটে বুদ্ধিতে বিকার,
আত্ম-গুণ বিনে কিছু কেহ নাহি দেখে;
রাজ-ভক্তি, পিতৃ-ভক্তি, ন্যায়, দয়া, ভয়,
স্বজাতি-বাৎসল্য, প্রেম, কারো নাহি থাকে।"

সরল-যুবক বীর, বাসব-তনয়,
জয়ন্ত কহিলা, "গুরো! বুঝিতে পারি না,
কি কারণে পিতামহ এসব সঙ্কট,
সাগরে কণ্টক ঘোর, করিলা রচনা।"

প্রসন্ন চতুরাননে হাসি চতুর্ম্মুখ
কহিলা, “অন্যায়, বৎস ! নহে এ বিধান ;
হইলে সঙ্কট হীন সাধনের পথ,
হইত না নিরাপদ এই অনুষ্ঠান।

সঙ্কটে শক্তির বৃদ্ধি, সে রহস্য গূঢ়,
এখনো বালক তুমি, বুঝিবে কেমনে ?
সর্ব্বত্র শ্রেয়ের পথে এত বিঘ্ন কেন,
জন্মিবে না সে ধারণা বালকের মনে।

বিনা ক্লেশে শক্তি-সিদ্ধি হইলে সম্ভব,
হইত, ভাবিয়া দেখ, কত অমঙ্গল,
শক্তির সাধনে সিদ্ধ হইত সকলে,
অভেদ হইত সব সবল দুর্ব্বল।

ধৈর্য্য, সহিষ্ণুতা, আর লক্ষ্যের স্থিরতা,
এ সকল গুণ নাই চরিত্রে যাহার,
নিতান্ত যে অপদার্থ, শক্তি সে পাইলে,
করিত নিমেষে এই বিশ্ব ছারখার।

আছে তাই শক্তি-ভূমি বিঘ্ন-সম্বেষ্টিত ;
হৃদয়ের দৃঢ়তায় দরিদ্র যে জন,
শক্তি-ভূমে পদার্পণ করিবার আগে,
পথেই তাহার হয় লীলা-সংবরণ।”

কহিলা জয়ন্ত পুনঃ, "এ কঠোর বিধি
সকলের প্রতি কেন হইল সমান?
নর-নাগ-দৈত্যে বাঁধি কঠোর নিগড়ে,
দেবের পারিত হ'তে স্বতন্ত্র বিধান।"

জয়ন্তের বাক্যে বিধি করিলা উত্তর,
"আমরা দানব নহি, আমরা দেবতা;
প্রবেশিলে পক্ষপাত দেবের বিধানে,
কোথা থাকে, ভাবি দেখ, দেবের শ্রেষ্ঠতা।

বিধানেতে পক্ষপাত কি যে মহাপাপ,
প্রত্যক্ষ প্রত্যহ তাহা দানব-শাসনে:
উচ্চপদ পুরস্কার দৈত্যের যে কাযে,
দণ্ডিত অদৈত্য তাহে হয় ধনে প্রাণে।

দৈত্যের শাসন-বিধি স্বার্থ-নামান্তর:—
আজি যাহা রাজ-বিধি, কালি তাহা নয়;
প্রতি বর্ষে, প্রতি মাসে, দিনে, দণ্ডে, পলে,
দৈত্যের বিধানে কত পরিবর্ত্ত হয়।

আজি বদ্ধ যেই বিধি, কালি যদি তাহে
একটি দৈত্যের মাত্র ঘটে অসুবিধা,
পরশ্বই পরিবর্ত্ত দেখিবে তাহার;—
লঙ্ঘিতে, ভাঙ্গিতে বিধি দৈত্যে নাহি বাধা।

জগতের হিতাহিত না করি বিচার,
কেবল স্বার্থের লাগি বিধান যাহার,
দানবীয় চরিত্রের উপযুক্ত তাহা ;
কিন্তু সে ত বিধি নহে, পূর্ণ স্বেচ্ছাচার।

দেবতার বিধানের জানিবে লক্ষণ,—
ত্রিকালে সমান তাহা সকলের প্রতি .
রবি, শশী, গ্রহ, তারা, আকাশ, ধরণী,
সর্ব্বত্র সে এক-ভাব—অখণ্ড নিয়তি।"

হেন কালে তীর্থ-যাত্রী আদিতেয়গণ,
অবসাদ অধিকারে উঠিলা আসিয়া ;
অবসাদে সমাচ্ছন্ন সে ভূমি-পরশে,
অমনি সমস্ত দেব পড়িলা বসিয়া।

প্রথমেই দেবেন্দ্রাণী,—"রাজ্য রাজ্য করি,
একি দায়, একি জ্বালা, আপদ, বালাই !
সাজিয়া তাপসী-বেশে পাইতেছি ক্লেশ
পাহাড়ে পর্ব্বতে, যেন বাড়ী ঘর নাই।

দরিদ্র রমণী সুখী ; স্বামি-পুত্র লয়ে
পরম আনন্দে তারা গৃহ-বাস করে ;
মাতিয়া রাজ্যের লোভে ছাড়ি বাড়ী ঘর,
ভ্রমে না তাহারা কভু গহন কান্তারে।

রমণীর চির সাধ স্বামি-পুত্র-সেবা,
দিয়া তাহে জলাঞ্জলি আপন ইচ্ছায়,
ভুগিতে অদৃষ্ট-ভোগ আমার মতন,
ক্ষেপিয়া রাজ্যের লাগি কে হেন বেড়ায় ?

পরিতৃপ্ত ভোগাকাঙ্ক্ষা ; চাহি না, বাসব !
ভুঞ্জিতে স্বর্গের সুখ হয়ে স্বর্গ-রাণী ;
জয়ন্ত লইয়া বুকে রহিয়া এখানে,
কাটাইব শম-সুখে দিবস-যামিনী।

যাও তুমি, লভ রাজ্য করি শত্রু জয়,
রাজত্ব পাইলে রাণী দুর্লভ হবে না ;
এ আরাম-ভূমে আমি শুইয়া বসিয়া
নিয়ত করিব তব মঙ্গল কামনা !”

এত বলি পুলোমজা স্নিগ্ধ শিলা-তলে,
অবসাদ-সমাচ্ছন্না, করিলা শয়ন ;
অবসন্ন জয়ন্তক বসি পদতলে,
করিতে লাগিলা পদে কর-সংবাহন।

ইন্দ্রাণীর এই দশা নিরখি বাসব
কহিলা, বসিয়া পাশে, অবসন্ন-স্বর ;—
“রাজ্যের বাসনা, প্রিয়ে ! আমারো মিটেছে
বিশ্রামের লাগি আজি ব্যগ্র পুরন্দর !

করেছি রাজ্যের লাগি সাধ্য ছিল যাহা ;
অসাধ্য উদ্ধার তার বুঝেছি এখন ;
সাধ্যের সাধনে হয় কামনা সফল,
অসাধ্য সাধিতে চাহে নির্ব্বোধ যে জন।

সাধ্য কি অসাধ্য ব্রত, বুঝিবার তরে,
খাটিয়াছি, প্রয়োজন ছিল যত দূর ;
কষ্টে লভি অভিজ্ঞতা বুঝিয়াছি এবে,
দেব-বলে পরাজিত হবে না অসুর।

যে বিভব, যে বিক্রম, যে প্রভুত্ব তার,
ভাবিতে শিহরে প্রাণ, যুদ্ধ বাতুলতা ;
যোগায়ে দৈত্যের মন থাকা তারি বশে—
সেই ত প্রশস্ত পথ, সেই ত বিজ্ঞতা।

দিয়া ভেট, দিয়া পূজা, তোষামোদে যদি
দৈত্য-দৈত্যানীর মন পারি তোষিবারে,
তাহা হ'লে, শরণাগে, সামন্তের মত,
স্বর্গ-সিংহাসন দৈত্য সমর্পিতে পারে।

ত্রিলোকের আধিপত্য আর ত পাবনা ;
দেখি, যদি পূজাদিতে প্রভুত্ব পাই,
ভিক্ষায় বা তোষামোদে, যে রূপেই পারি,
প্রভুর প্রসাদ-লাভে অপমান নাই।

দৈত্যের দাসত্ব-ভার পারিব সহিতে,
জ্ঞাতির প্রভুত্ব হবে অসহ্য বেদন ;
সেই জন্য দেখি, যদি স্বর্গ ফিরি পাই,
নতুবা রাজ্যের লোভে কিবা প্রয়োজন !

আমি যদি অগ্রগামী না হই এখন,
করিতে দৈত্যের সঙ্গে সন্ধি সংস্থাপন,
যে হইবে অগ্রগামী, স্বর্গ হবে তার,
জ্ঞাতির অধীন হবে ইন্দ্রের জীবন !

দিতি মাসী দৈত্যকুল করিলা প্রসব,
দানব নিতান্ত পর নহে দেবতার ;
বংশ-গত আভিজাত্যে তুল্য দুই কুল,
দানব হয়েছে হেয় করি কদাচার।

কদাচার সদাচার কিন্তু কিছু নয়,
প্রভুত্ব যাহার হাতে, সেই সদাচারী ;
প্রভুর আচারে যেই করে অনুকার,
লভে সে প্রভুর কৃপা, উচ্চ পদ তারি।

যাউক দেবতা সবে শক্তির সাধনে ;
আমরা এখানে থাকি লভিয়া বিশ্রাম,
যাইয়া শুক্রের কাছে, লইব মাগিয়া
অমরার আধিপত্য, বৈজয়ন্ত ধাম।"

বসিয়া অপর এক শিলার উপরে,
বরুণ বারুণী সহ লাগিলা ভাবিতে ;—
"অন্তর্হিত দেব-শক্তি ফিরিবে কি আর ?
দেবতা কি হবে জয়ী দানব-যুদ্ধেতে ?

অবশিষ্ট দেবতার কি আছে সম্পদ ?
তেজোহীন, শক্তিহীন, অস্ত্রহীন এবে !
ব্রাহ্মণের মন্ত্রণায় শক্তি উপাসিয়া,
রিক্ত-হস্ত দেব-কুল কবে কি করিবে ?

যখন সাধিলে মন্ত্র হইত সফল,
দৈত্যে উপেক্ষিয়া সবে ছিলাম বসিয়া ;
প্রবল-প্রতাপ দৈত্য এবে বিশ্বজয়ী :
বিপদ বাড়াই কেন শত্রুতা করিয়া ?

প্রবেশে তস্কর যবে গৃহস্থের ঘরে,
তখন জাগিলে বটে বিত্ত রক্ষা পায় ;
সর্ব্বস্ব হরিয়া চৌর পালাইয়া গেলে,
জাগিয়া সে হৃত ধন কে লভে কোথায় ?

অঙ্কুরে কণ্টক-তরু না করি সংহার,
ঔদাস্যে, আলস্যে, সুখে ঘুমায় যে জন ;
পাতাল ভেদিয়া মূল হইলে বিস্তৃত,
উপাড়িতে সে তরু কি পারে সে তখন ?

তীব্র-বিষ বিষধর করিলে দংশন,
বাঁচে রোগী, মন্ত্রে বিষ তখনি ঝাড়িলে ;
বাঁচিবার আশা বৃথা, তীব্র হলাহল
মিশিয়া শোণিত সহ হৃদয় স্পর্শিলে।

দেবারি-প্রভুত্ব-বিষে ব্যাপ্ত চরাচর,
মূর্চ্ছিত অমর-শক্তি তাহার জ্বালাতে ;
দৈত্যের প্রভুতা-মুক্ত তিল মাত্র স্থান
নাই বিশ্বে, নিরাপদে নিশ্বাস ফেলিতে।

ধন, ভূমি, তেজঃ, অস্ত্র, শক্তি, স্বাধীনতা,
সকলি দৈত্যের হাতে, দেবের কি আছে ?
রিক্ত হস্তে ব্যগ্র হলে স্বাধীনতা তরে,
অনিবার্য্য পরাভব দানবের কাছে।

যদিও লাঞ্ছিত আমি নিশুম্ভের হাতে,
এখনো পাতাল-রাজ্য আছে ত আমার ;
যদিও সর্ব্বত্র ফিরে দৈত্যের দোহাই,
আমি যে জলধি-পতি, সন্দেহ কি তার ?

হৃত শক্তি, হৃত পাশ, হৃত রত্ন-চয়,
হৃত তেজোগর্ব্ব, তবু আছে সিংহাসন ;
অপদার্থ এ রাজত্ব, তথাপি সময়ে
রাজত্বের ছায়া মাত্র সাধে প্রয়োজন।

দৈত্যের হইলে ইচ্ছা, যখন তখন
কাড়িয়া এ সিংহাসন দিবে যারে তারে,
জানি আমি ; কিন্তু রহি যত দিন বশে,
আমায় বঞ্চিবে দৈত্য কি লাভের তরে ?

রাজ্য, ধন, সিংহাসন চিরস্থায়ী নয়,
যখন আসিবে কাল, সব চলে যাবে ;
হাতে আছে যত দিন ক'রে লই ভোগ ;
কেবা রহে উপবাসী ভাবি অন্নাভাবে ?

স্বাধীনতা অধীনতা অদৃষ্টের লিপি !
ছিলাম স্বাধীন, এবে আছি দৈত্যাধীন ;
অবস্থা বুঝিয়া করে ব্যবস্থা যে জন,
বিপন্ন সে নহে কভু, সুখী চিরদিন।"

উপবিষ্ট সেনাপতি অপর শিলায়
ভাবিছেন ; "এ সঙ্কটে যাই কোন্ পথে ?
দেব-তেজে বলী দৈত্য ; কি আশায় যুঝি,
পুনঃ পুনঃ পরাজয় লভি তার হাতে ?

বুঝি নাই যত দিন, করেছি সংগ্রাম ;
অসাধ্য দেবের জয় বুঝেছি এখন ;
আহবে দানব-জয় নিশ্চিত যদ্যপি,
বৃথা এ যতনে তবে কিবা প্রয়োজন ?

দেব-সেনাপতি আমি, জানে তা' দানব :
আমার বীরত্ব তার অবিদিত নয় ;
দেব-পক্ষ ছাড়ি যদি যাই তার পাশে,
সে মম বিহিত পূজা করিবে নিশ্চয়।

সুবোধ প্রতীন্দ্র বীর, গতিক বুঝিয়া,
আগে ভাগে দেখিয়াছে আপনার পথ ;
দৈত্যের শরণ লয়ে, ইন্দ্র সহ যুঝি,
জ্ঞাতি-রক্ত-পাতে তার সিদ্ধ মনোরথ।

যখন যে হয় প্রভু সেই সর্ব্বময়,
ধর্ম্ম-অর্থ-যশোলাভ তাহারি সেবায় ;
জ্ঞাতি-তুষ্টি, স্বজাতির স্বার্থের লাগিয়া,
আপনার স্বার্থ-হানি কে করে কোথায় ?

প্রাণ-পণে বিরোধিয়া দানবের সনে,
যদি বা বিজয়ী হই, কি তাহার ফল ?
ইন্দ্রের রাজত্ব-লাভ, গর্ব্ব জয়ন্তের,
অস্ত্রাঘাত পুরস্কার মোদের কেবল !

অত্যাচারী বটে দৈত্য বিপক্ষের প্রতি :
স্বপক্ষে তেমন তার নাহি অত্যাচার ;
চির শত্রু দেবতারে পরাজিয়া রণে,
হইলে সে অত্যাচারী কি দোষ তাহার ?

পাইয়া নূতন শক্তি গর্ব্বিত দানব ;
অচিরে সে অত্যাচার যাইবে চলিয়া
অভিনব অত্যাচার অসহ্য যদ্যপি,
কালে তাহা দেবতার আসিবে সহিয়া।

যাইবনা যুদ্ধে আর, করিলাম স্থির ;
যাইয়া শুক্তের কাছে লইব আশ্রয় ;
অকর্ম্মণ্য ব্রাহ্মণের মন্ত্রণা শুনিয়া,
ব্যবস্থা করুন ইন্দ্র মনে যাহা লয়।"

অবসন্ন দেব-কুল হেরি বৃহস্পতি,
সঙ্কট ভাবিয়া ঘোর হইলা চিন্তিত।
নিরুৎসাহ জড়প্রায় উপবিষ্ট সবে :
কি মন্ত্রে বিষণ্ণ প্রাণ হবে উৎসাহিত ?

আরম্ভিলা ধীরে ধীরে ; "চল দেবগণ,
সম্মুখেতে শান্তি-ভূমি, নহে বহুদূর ;
শেষ বিঘ্ন এইবার চল অতিক্রমি,
লভিবে গন্তব্য স্থানে বিশ্রাম প্রচুর।

খর-বেগা স্রোতঃস্বতী তরিয়া সাঁতরি,
পাইয়া কূলের লাগ, কে আবার ফিরে ?
যত্নে সম্বর্দ্ধিত তরু পুষ্পিত যখন,
ফলেতে নিরাশ হয়ে কে কাটে তাহারে ?

পর্য্যটনে শ্রান্ত পান্থ ব্যাকুল ক্ষুধায়,
বহুকষ্টে সূপ অন্ন করিয়া রন্ধন,
বাড়িয়া লইতে ব্যাজ সহিতে না পারি,
নৈরাশ্যে অন্নের ভাণ্ড ছাড়ে কি কখন ?

বহুদিন জীর্ণ রোগে ভুগিয়া ভুগিয়া,
অবশেষে দেখে যবে আরোগ্য-লক্ষণ,
তখন নিরাশ প্রাণে অধৈর্য্য হইয়া,
উদ্বন্ধনে আত্মহত্যা করে কোন্ জন ?

কষ্টে করি উপবাস দিবস যামিনী,
বহুক্লেশে ব্রত-দ্রব্য করি আয়োজন,
অন্ন-লোভে ব্রত কভু ভাঙ্গে কি সংযমী,
উষা-রাগে পূর্ব্ব-গিরি রঞ্জিত যখন ?

কণ্টক আঘাতে ক্ষত করিয়া শরীর,
বহুকষ্টে কল্পতরু করি আরোহণ,
হস্ত প্রসারিলে ফল মিলে যে সময়ে,
অলভ্য ভাবিয়া তারে কে ফিরে তখন ?

বহুকষ্টে বহুবিঘ্ন অতিক্রম করি,
আসিয়াছ, দেবগণ, মহাশক্তি-দ্বারে;
ক্ষণ কাল চলিলেই লভ্য সে সুফল,
উপেক্ষিয়া তারে, সবে যাইবে কি ফিরে ?

দেবপ্রতি মহাশক্তি অনুকূল সদা,
প্রস্তুত সতত মাতা লয়ে বরাভয় ;
চাহিলেই বাঞ্ছা-সিদ্ধি ঘটে যাহাদের,
ঔদাসীন্যে তাহাদের কলঙ্ক নিশ্চয়।

অবসাদে, দেবগণ, হইয়া কাতর,
রাখিও না এ কলঙ্ক আপনার নামে ;
সহিয়াছ এত যদি, আর ক্ষণ কাল
সহিয়া পথের কষ্ট চল শক্তি-ভুনে।"

উত্তরিলা কার্ত্তিকেয়, দেব-সেনাপতি :—
"কি কারণে, গুরুদেব ! সহি এত ক্লেশ ?
আশঙ্কা জয়ের তরে প্রাণান্তে যুঝিয়া,
দেবতা-কুলের লাভ কি হইবে শেষ ?

স্বাধীনতা জীবনের স্থায়ী ধর্ম্ম নহে ;
কালি যে স্বাধীন ছিল, আজি সে অধীন ;
সে স্বাধীন দেব-কুল অদৃষ্টের দোষে।
পারে যদি ভাবী বংশ হইবে স্বাধীন।"

"কি আক্ষেপ ! সেনা-পতি," আরম্ভিলা গুরু,-
"সেনা-পতি, একি কথা শুনি তব মুখে ?
তারক-বিজয়ী তুমি, অমর-ভরসা,
নৈরাশ্যের এ বচন শোভে কি তোমাকে ?

'পারে যদি ভাবী বংশ হইবে স্বাধীন!'
এমন অসার কথা কেমনে বলিলে?
দেব-তেজ, শৌর্য্য, বীর্য্য কেমনে ভুলিলে?
কেমনে সম্মান-বোধে জলাঞ্জলি দিলে?

স্বাধীনতা দেবতার আত্মার ভূষণ:
দৈত্য-করে সমর্পিয়া এ হেন রতনে,
দাসত্বের ধ্রুব চিহ্ন ললাটে ধরিয়া
জীবন-নরক-ভার বহিবে কেমনে?

সুর-সেনাপতি তুমি, পার্ব্বতী-নন্দন।
তুমি যদি এত ভীত দানবের ভয়ে,
কার তবে বাহু-বলে করিব নির্ভর,
কে পশিবে দৈত্য-যুদ্ধে দেব-সেনা লয়ে?

আজিও দেবতা ব'লে করিছ গৌরব,
দৈত্যের দমনে যত্ন করিতেছ বলে;
কোথা রবে সে গৌরব, ভাবি দেখ মনে,
কোথা রবে সে দেবত্ব স্বাধীনতা গেলে?

সবে মাত্র দেব-কুল হয়েছে বিজিত,
প্রদীপ্ত এখনো প্রাণে স্বাধীনতা-আশা;
এই বেলা দৈত্য-দর্প চূর্ণ না করিলে,
স্বাধীন যে হবে পুনঃ, কি তার ভরসা?

বলে তার মুষ্টি-বদ্ধ না করিলে শির,
বিষধর করে যবে শরীর বেষ্টন,
বৃথা চেষ্টা, নাগ-পাশে সর্ব্বাঙ্গ কসিয়া
ললাটে ভীষণ ফণী করিলে দংশন।

ভাবিতেছ, ভাবী বংশ হইয়া স্বাধীন,
দেবতার মুখ পুনঃ করিবে উজ্জ্বল ;
কিন্তু, বল, কি রহিছে সম্ভাবনা তার ?
অশ্রু বিনা কি রাখিছ তাদের সম্বল ?

স্বাধীন দেবতা হয়ে, আপনার দেশে,
বিসর্জ্জিতে বসিয়াছ যে অমূল্য ধন,
থাকিতে সুযোগ, হায়, শক্তি আরাধিয়া,
রাখিলে না যে রতন করি প্রাণ পণ ;—

জন্মিয়া দাসীর গর্ভে, দৈত্য-কারাগারে,
আজন্ম কাঁদিয়া বহি দাসত্ব-শৃঙ্খল,
পাইবে যে ভাবী বংশ আবার সে ধন,
সে ভরসা, সেনাপতি, দুরাশা কেবল !

দেবের দাসত্ব স্থির রাখিবার তরে,
দেখিছনা, সেনাপতি, শুম্ভের যতন ?
নির্জ্জিত, নির্জ্জীব দেব, তবু তার প্রতি,
কি ভাবে উদ্যত সদা দৈত্য-প্রহরণ ?

দেবাঙ্গনা-অঙ্গে শুনি ভূষণ শিঞ্জিত,
অস্ত্র-রব ভাবি দৈত্য উঠে চমকিয়া ;
তন্ত্রীর ঝঙ্কারে ভাবি শিঞ্জিনী-টঙ্কার,
রণ-সজ্জা করে দৈত্য হুঙ্কারে গর্জ্জিয়া।

জন দুই দেব কভু একত্র মিলিলে,
অমনি দুয়ারে বসে দৈত্যের প্রহরা ;
নৈমিত্তিক প্রয়োজনে দেব-সমাগমে,
সশস্ত্র দৈত্যের চরে রহে পুরী ঘেরা !

বল দেখি, ষড়ানন, মনে বিচারিয়া,
দৈত্যের এ ব্যবহার কি করে জ্ঞাপন ?
স্বাধীনতা তরে দৈত্য দিত না কি প্রাণ,
হইলে কঠোর এত দেবের শাসন ?

জানে দৈত্য, লৌহদণ্ড-শাসনে তাহার,
দিবা নিশি কি হইছে দেবতার প্রাণে ;
বুঝে দৈত্য, হয় যদি এত অত্যাচার,
পিপীলিকা ক্ষিপ্ত হয় বৈর-নির্যাতনে :

আপনার অত্যাচার আপনি বুঝিয়া,
সসজ্জ সর্ব্বদা দৈত্য সমরের বেশে ;
প্রদীপ্ত অনলে তারে করে ভস্মশেষ,
অত্যাচারে অসন্তোষ যে কেহ প্রকাশে।

অসহ্য এ অত্যাচার দানবের হাতে,—
জাতীয় চরণে এই কঠোর শৃঙ্খল,
না ছিঁড়িলে এই বেলা, ছিঁড়িতে তাহারে;
সেনাপতি, ভাবী বংশ কোথা পাবে বল?

পরিশোধ্য পিতৃ-ঋণ অবশ্য পুত্রের,
এ কর্ত্তব্য বিশ্ববাসী সকলেই জানে;
প্রাণ দিয়া পিতৃ-বন্ধু রক্ষিয়া সঙ্কটে,
পিতৃ বৈর প্রতিশোধ সাধে প্রাণ পণে।

পিতৃ-ধর্ম্ম, পিতৃ-নাম, পিতৃ গুণাবলী
যে সন্তান করিতে না পারে অধিকার,
বিধর্ম্মী, নির্গুণ, আর অযশক নামে
তিরস্কৃত হয় সদা সেই কুলাঙ্গার।

কিন্তু, কহ, সেনাপতি, পিতৃ-পুরুষের
নাহি কি কর্ত্তব্য কিছু সন্তানের প্রতি?
পিতৃ-ঋণে সন্তানের সর্ব্বাঙ্গ জড়িত;
পিতার কি পুত্র-ঋণ নাহি এক রতি?

পিতৃ-ধর্ম্ম-পালনেতে অক্ষম যে জন,
নিঃসন্দেহ বটে সেই কুপুত্র পিতার;
কিন্তু, দেব, কুপিতা কি বলিব না তারে,
সন্তান-মঙ্গলে রহে ঔদাস্য যাহার?

অধীনতা-নরকের অসহ্য দাহন,
পারিছ না আপনারা সহিতে যাহারে,
কোন্ প্রাণে, সেনাপতি, সে নরকানল
রাখিবে প্রদীপ্ত করি সন্তানের তরে ?

দাসত্ব-নিগড়ে লভি উত্তরাধিকার,
যখন সহিবে বুকে দৈত্য-পদাঘাত ;
ভাবী সেই দেব-বংশ কি ভাবিবে মনে,
দানব-দৌরাত্ম্যে করি নিত্য অশ্রু পাত ?

ধন জন চিরদিন রহেনা কখন
জানে সবে, এ সকল অস্থায়ী বৈভব ;
অমূল্য, তুলনাহীন, অপার্থিব ধন
সন্তানের,—পিতৃধর্ম্ম, পিতার গৌরব !

সেই ধর্ম্মে, সে গৌরবে জলাঞ্জলি দিয়া,
করে যেই সন্তানের শিরঃ অবনত,
কাপুরুষ, কুল-গ্লানি, কর্ত্তব্য-বিমূঢ়,
বল, দেব, আর কেবা সে পিতার মত ?

যে করে গৌরব-বৃদ্ধি, উত্তম সে পিতা ;
মধ্যম, যে রাখে স্থির কৌলিক গৌরব ;
হতভাগ্য পিতা সেই সবার অধম,
সেই মূলধনে যেই ঘটায় লাঘব।

কি ভাবিবে ভাবী বংশ, দানব যখন
কুপিতার পুত্র বলে টিটকারী দিবে ?
তোমাদের এ অকার্য্য জাগিলে হৃদয়ে,
পিতৃ-ভক্তি কৃতজ্ঞতা কোথা স্থান পাবে ?'

মহেন্দ্র গীষ্পতি-বাণী করিয়া শ্রবণ,
কহিলেন ওষ্ঠে মাখি বিদ্রুপের হাসি :—
"গুরুদেব ! শুনিলাম শ্রুতি-সুমধুর,
উত্তেজনাময় তব উপদেশ-রাশি।

বীরত্বের চিহ্ন কিন্তু নহে উপদেশ,
চলেনা অস্ত্রের খেলা মুখের বচনে :
বুঝিতাম বাক্য ছাড়ি লইয়া কৃপাণ,
আপনি পশিতা যদি দানবের রণে !

যুদ্ধ হতে ভয়ে ভয়ে দাঁড়াইয়া দূরে,
নিতান্ত সহজ বটে উপদেশ-দান :
বুঝিতাম, বীর-বেশে, দৈত্যের সমরে,
বিপন্ন করিতা যদি আপনার প্রাণ !

যাহাদের বাহু-বলে করিয়া নির্ভর,
বর্ষিছেন উপদেশ মুখে অনর্গল,
তারা, কিন্তু, পুনঃপুনঃ অস্ত্র পরীক্ষায়
বুঝিয়াছে ভাল মতে দানবের বল।

একবার দুইবার নহে, বহুবার,
মহেন্দ্র, বরুণ, যম, বলী ষড়ানন
পশি রণে, পরাজিত, হতাস্ত্র হইয়া,
বাঁচিয়াছে প্রাণে প্রাণে করি পলায়ন।

বলী সহ বিবাদিলে কি যে পরিণাম—
বুঝিয়াছি, দুর্ব্বলের কি যে সর্ব্বনাশ ;—
বলহীন, তেজোহীন, ত্রিদিব-বিচ্যুত,
অস্ত্রহীন, অবশেষে শিলা-তলে বাস !

ক্ষমা কর, গুরুদেব ! হইত যদ্যপি
মুখের কথার মত সহজ সংগ্রাম,
সহিত না দেব-কুল এ ঘোর লাঞ্ছনা,
ঘটিত না ত্রিদিবের হেন পরিণাম।

কিসে মান, অপমান, যশঃ, অপযশঃ,
বীরের সে সব কথা, বীর তাহা জানে ;
জপ-তপ, মন্ত্র-তন্ত্র ব্যবসায় যার,
টলে না বীরের চিত্ত তার উত্তেজনে।

কল্পনার কল্পতরু, গর্ব্বের ভাণ্ডার,
উপদেশে চির দক্ষ ব্রাহ্মণ পণ্ডিত ;
যেখানে যে জাতি চলে ব্রাহ্মণ-শাসনে,
মজে তারা না বুঝিয়া আপনার হিত।

দেব-রাজ্য গেলে ঘুচে বিপ্রের প্রভুতা ;
উত্তেজনা, উপদেশ সেই ত কারণে ?
ব্রাহ্মণ-গৌরব-বল অক্ষুণ্ণ রাখিতে,
যাবে না দেবতা আর অসুরের রণে।

বিনা শ্রমে, বিনা যুদ্ধে, বিনা রক্ত-পাতে,
ভুঞ্জিয়াছ সুখ, ভাগ্যে ছিল যত দিন ;
কেবল ভাগ্যের বল রহে কত কাল ?
দেব-সঙ্গে হও এবে দৈত্যের অধীন।"

"মূর্খ তুমি, পুরন্দর !" গর্জ্জিলা গীষ্পতি,
কাঁপিতে লাগিল ক্রোধে সমস্ত শরীর ;
উদ্দীপিত ব্রহ্ম-তেজঃ বিদ্যুতের বেগে,
ললাটে, নয়নে, কর্ণে হইল বাহির :—

"মূর্খ তুমি, শচীপতি, বিপদের কালে
বুদ্ধি-বিপর্য্যয়, তাই নিন্দিলে ব্রাহ্মণ :
কিম্বা, নহে তব দোষ, মাটির এ দোষ,—
দেহ-বুদ্ধি দেবতার অবশ এখন !

তোমাদের যে দুর্দ্দশা হয়েছে এখন,
আমারো হইত, তাহা ব্রহ্ম-তেজঃ বিনে ;
না থাকিলে-সে সম্পদ, তোমাদেরি মত
নমিতে হইত ইচ্ছা দৈত্যের চরণে !

ব্রাহ্মণের নিন্দা নহে নূতন ব্যাপার ;
যখনই অধঃপাতে যায় যেই জাতি,
পাপে মগ্ন, দুঃখে দগ্ধ, কাণ্ড-জ্ঞানহীন,
ব্রাহ্মণে নিন্দিয়া পাপে দেয় পূর্ণাহুতি।

পাপের অমোঘ ফল বিপদ আসিলে,
না রহে বিবেক স্থির, জনমে অন্ধতা ;
আরোপে অন্যের স্কন্ধে আপনার পাপ,—
ঈশ্বরের করে নিন্দা, অন্যের কি কথা ?

লঙ্ঘিয়া শাস্ত্রের বিধি, হরি পর-ধন,
নির্ব্বোধ তস্কর যবে যায় কারাগারে,
নিন্দে সে গৃহস্থ, বিধি, দণ্ড, বিচারক,
দর্শক, প্রহরী, কারা, নিন্দে সে ঈশ্বরে।

দৈবের নির্ব্বন্ধে, কিম্বা নিজ দোষে যবে
গৃহের পালিত পশু দাঁড়ায় ক্ষেপিয়া,
স্নেহশীল ভক্ষ্যদাতা গৃহস্থের করে
দংশন করে সে মূঢ়, ভক্ষ্য বিসর্জ্জিয়া।

আপনার অপরাধ কে দেখিতে চায় ?
বিপদ-সময়ে তাই অহঙ্কার জাগে ;
বিপদে পড়িলে, তাই, আত্মীয়ের কথা,
হিতার্থীর উপদেশ বড় তিক্ত লাগে।

বলহীন, তেজোহীন, ত্রিদিব-বিচ্যুত—
ঘটিয়াছে এ সব কি ব্রাহ্মণের দোষে?
আত্ম-দোষে, সুরপতি, বিপন্ন দেবতা,
ব্রাহ্মণ তাহার লাগি নিন্দা-ভাগী কিসে?

সঞ্চয় না করি বল শক্তির সাধনে,
না বুঝিয়া বলাবল, না করি মন্ত্রণা,
প্রবল শত্রুর সঙ্গে করিলে বিবাদ,
পরিণামে লাভ হয় এমনি লাঞ্ছনা!

ব্রাহ্মণের মন্ত্রে বল, মন্ত্র ব্যবসায়;
লয়েছিলা সে মন্ত্র কি বিবাদের কালে?
অবিমৃষ্যকারিতার ভুগিতেছ ফল,
যাবে না তীব্রতা তার ব্রাহ্মণ নিন্দিলে।

বীর জাতি, বীরত্বের রাখ অহঙ্কার,
বীর বলে কর গর্ব্ব কথায় কথায়;
ফলায়েছ যে বীরত্ব দানবের রণে,
না যাইতে রণ-ক্লান্তি ভুলিয়াছ তায়!

বাহু-বল পশু-বল, বল তাহা নহে;
মন্ত্র-বল, তপোবল, ব্রহ্ম-বল বল;
আছিল দেবত্ব, তাহা ছিল যতদিন;
ইন্দ্রের দেবত্ব এবে গর্ব্বই কেবল!

কি আশ্চর্য্য, দেবরাজ ! সর্ব্বস্ব হারায়ে,
এখনো মাতিছ গর্ব্বে, বৃথা অহঙ্কারে ?
এখনো কি দেখিছ না ভবিষ্য চাহিয়া,
দেবের অদৃষ্ট ঢাকা কি গাঢ় আঁধারে ?

এ রোগের মহৌষধ শক্তির সাধন।
সাধন-সর্ব্বস্ব হয়ে হও অগ্রসর ;
রাজ্য-ধন তেজোবল মিলিবে সাধনে,
হইবে বাসব পুনঃ ত্রিদিব-ঈশ্বর।

নাহি পার, ছাড়ি পথ সরিয়া দাঁড়াও ;
কাপুরুষ-কার্য্য নহে স্বর্গের শাসন ;
স্বাধীনতা বিসর্জ্জনে উদ্যত যে ভীরু,
উপভোগ্য নহে তার স্বর্গ-সিংহাসন।

ছাড় পথ, দেখ চাহি ব্রাহ্মণ-প্রভাব :
তন্ত্র-মন্ত্র তপোবল দেখ পরীক্ষিয়া ;
এই মাত্র উপহাস করিলে যাহারে,
দেখ সে ব্রাহ্মণ-বল দূরে দাঁড়াইয়া।

ভাবিয়াছ, তুমি বিনে ইন্দ্র নাহি আর !
সে তব বিষম ভ্রম, দেব সুরপতি !
শক্তি যদি দেবতার থাকেন সহায়,
ইন্দ্রের অভাবে তবে হবে না দুর্গতি।

বীর গেলে বীর শূন্য রহেনা জগৎ ;
সম্ভব বীরের সৃষ্টি ব্রহ্ম-তেজোবলে ;
ব্রাহ্মণের স্থান, কিন্তু, হবেনা পূরণ,
একবার ব্রাহ্মণত্ব বিলুপ্ত হইলে।

সম্মুখ-সমরে পশি শত্রু-রক্ত-পাত
করে না ব্রাহ্মণ, তাই কর উপহাস ;
মনে কর ব্রাহ্মণের ভীরুতা স্বভাব,
কৃপাণ-দর্শনে তার প্রাণে জাগে ত্রাস ;—

ভ্রান্তি আর কারে বলে, বুঝিনা বাসব !
ব্রাহ্মণে ভীরুত্ব বল কোথায় দেখিলে ?
ব্রাহ্মণের ব্যবহার প্রত্যক্ষ করিছ
প্রত্যহ, তথাপি হেন কেমনে ভাবিলে ?

বিলাসে ভ্রুক্ষেপ নাই, সুখে নাই স্পৃহা ;
ধন-জনে, যশোমানে সদা তৃণজ্ঞান ;
ইহকাল-পরকালে ভেদ-জ্ঞানহীন ;
কণ্ঠ-লগ্ন মহামন্ত্র, ব্রহ্ম-গত-প্রাণ।

এমন ব্রাহ্মণে তুমি নিন্দিলে, বাসব !
ভীরুত্বের অপবাদ অকারণে দিলে ;
দৈত্য-জিত, দিব-চ্যুত, দেবত্বে বঞ্চিত,
ব্রাহ্মণ-মহত্ব তুমি বুঝিবে কি বলে ?

রাজ্য, ধন, সুখ, কিম্বা প্রাণ যাবে ব'লে
সতত শঙ্কিত রহে যাহাদের মন,
পদে পদে তাহারাই ভয়ে কম্পমান ;
ব্রাহ্মণে ভীরুতা নাহি সম্ভবে কখন।

রাজ্য যার, যুদ্ধ তার ; অস্ত্র-সঞ্চালন
বীরের সে ব্যবসায়, ব্রাহ্মণের নয় ;
তপস্যা-সম্বল বিপ্র জগতের হিতে,
ছাড়িলে সে তপোবল সৃষ্টি নাহি রয়।

হয় যদি বীর-কুল সবংশে নির্ম্মূল ;
ধর্ম্মাচারে, তপোব্রতে যদি বিঘ্ন ঘটে ;
না রহিলে অন্য পথ অশুভ-দমনে,
অস্ত্র-ধারণের ভার ব্রাহ্মণের বটে।

জগতের হিত-ব্রত বিস্মৃত হইয়া,
কভু যদি ক্ষত্র-কুল অত্যাচারে মাতে,
তখন ক্ষত্রিয়-রক্তে করিয়া তর্পণ,
জগৎ রক্ষিতে ভার ব্রাহ্মণের হাতে।

ব্রাহ্মণ প্রস্তুত সদা করিতে সাধন
জগতের কল্যাণার্থ যে কোন ব্যাপার ;
শুধু নহে মন্ত্র-তন্ত্র, জগতের হিতে
যাহা কিছু প্রয়োজন, তাই কার্য্য তার।

অস্থিময় এই বাহু জানে অস্ত্র-খেলা ;
সমর-তাণ্ডবে পদ অনভিজ্ঞ নয় ;
এ ললাট লীলা-ভূমি কঠোর চিন্তার ;
বিশ্ব-হিত-ধ্যান-মগ্ন সদা এ হৃদয়।

প্রয়োজন উপস্থিত হইবে যখন,
কোষা-কোষী ছাড়ি বাহু ধরিবে কৃপাণ ;
ক্ষুদ্র পিপীলিকা-বধে আজ যে কাতর,
অনায়াসে শত্রু-রক্তে করিবে সে স্নান।

যাহাতে বিশ্বের হিত তাহাই মঙ্গল ;
ব্রাহ্মণের তপোব্রত অন্য কিছু নয় ;
মঙ্গলের অন্তরায় করিতে সংহার,
ব্রাহ্মণ করুণাহীন, নির্ভীক-হৃদয়।

ভাবি দেখ, ত্রিদিবেশ ! ত্রিভুবন-ত্রাস
বৃত্রের বিগ্রহে তব নিগ্রহ যখন,—
ছদ্মবেশে দেশে দেশে ছিলে বেড়াইতে,
ছাড়িয়া ত্রিদশালয়, শচী, সিংহাসন ;—

ব্রাহ্মণের স্বার্থ-ত্যাগ, ব্রাহ্মণের দয়া,
প্রাণ-দানে ব্রাহ্মণের নির্ভয় হৃদয়,
না দিলে আপন বাহু দম্ভোলি-নির্ম্মাণে,
থাকিত ইন্দ্রত্ব তব কোথা সে সময় ?

দানব কল্যাণ-ব্রতে হইয়া দীক্ষিত,
শাসিত ত্রিলোক যদি ছাড়ি অত্যাচার,
তবে কি, দেবেন্দ্র! আজ ব্যগ্র এত আমি,
ইন্দ্রের ইন্দ্রত্ব পুনঃ করিতে উদ্ধার?

দেব-দ্বিজ-গো-মানবে অত্যাচার করি,
ব্রাহ্মণের ক্রোধ-বহ্নি জ্বালিছে দানব;
তাই আজ দৈত্য-কুল দগ্ধ করিবারে
প্রজ্জ্বলিত ব্রহ্ম-তেজঃ দেখিছ বাসব!

পরাজিত দেব-বল দানবের হাতে;
তপোবলে দৈত্য-কুল দহিব নিশ্চয়;
থাকে আশা, সিদ্ধি-পথে হও অগ্রসর;
ছাড় পথ, দৈত্য-ভীত যদ্যপি হৃদয়।

জল-পতি!—ষড়ানন!—কি লজ্জার কথা!
হেন লজ্জাকর ভাব তোমাদের মনে?
ছাড়িয়া বাসব-পক্ষ, ভুলি স্বাধীনতা,
শরণ লইতে সাধ দৈত্যের চরণে?

দেব প্রতি দানবের বিজাতীয় ঘৃণা
যাইবে কি, পদে তার লইলে শরণ?
পদে পদে অপমান, নিন্দা, উপহাস
সহিয়া, কেমনে, বল, ধরিবে জীবন?

দেব-গর্ব্বে দেব-পদে অধিষ্ঠিত থাকি,
লভিয়াছ চিরদিন ত্রিলোকের পূজা ;
স্বাধীনতা-বিমণ্ডিত কিরীট খুলিয়া,
কেমনে বহিবে শিরে দাসত্বের বোঝা ?

নিষ্কৃতি পাবে না ভুগি দাসত্ব-দুর্ভোগ ;—
পরাজিত বৈরী নহে প্রজার মতন ;
প্রজা যাহা লাভ করে মুখের কথায়,
জিত বৈরী পায় না তা' করিয়া ক্রন্দন।

করিলে সামান্য প্রজা গুরু অপরাধ,
দৈত্যের নিকটে সেও পায় সুবিচার ;
জিত জাতি অপরাধ নাহি করে যদি,
সন্দেহে ঘটায় দৈত্য সর্ব্বনাশ তার।

যাহাতে মহত্ত্ব বাড়ে, যাহাতে গৌরব,
যে কাযে স্বাধীন জাতি লভে পুরস্কার,
জিত জাতি সেই কাযে পাইলে প্রয়াস,
নিগ্রহ-লাঞ্ছনা-লাভ অদৃষ্টে তাহার।

নিয়ত কর্ণের কাছে, শত দৈত্য মুখে,
স্বজাতির মিথ্যা নিন্দা হইবে কীর্ত্তন ;
থাকিয়া হৃদয়হীন, মাটির মতন,
পারিবে কি সহিতে সে সন্দংশ-দংশন ?

দৈত্যের ইঙ্গিত লভি, বিনা অপরাধে,
পদাঘাতে নিগ্রহিবে ভৃত্যগণ তার ;
দাঁড়াইয়া চিত্তহীন পুত্তলিকা প্রায়,
পারিবে কি সহিতে সে চরণ-প্রহার ?

দণ্ডে দণ্ডে, পলে পলে, পলকে, পলকে,
এ ঘোর নরক-জ্বালা সহ্য করিবার
থাকে যদি শক্তি, দেব ! নাহি কি কেবল
প্রাণে বল, আত্ম-বলি সংগ্রামে দিবার ?

দাসত্বে নিষ্কৃতি নাই ; বিনা রণে যবে
করিবে দৈত্যের পদে আত্ম-সমর্পণ,
জাতি-বৈর-প্রতিশোধ লইবে দানব,
নিত্য নব অত্যাচার করি উদ্ভাবন।

জাতি-বৈর, জাতি-গর্ব্ব ঘুচে না কখন ;
জাতীয় শোণিত-স্রোতঃ যতদূর বহে,
সে বৈর, সে গর্ব্ব-স্রোতঃ চলে তত দূর,—
যথা তথা হুতাশন তৃণ-কাষ্ঠ দহে।

ভাবিয়াছ নিরাপদ দৈত্যের শরণ ;
ছাড়, দেব ! অন্তরের সে ঘোর দুরাশা ;
প্রথমে আদর পাবে; ঔদাস্য তৎপরে,
অবশেষে হবে লাভ অশেষ দুর্দ্দশা।

সকলে একত্র হয়ে যুঝিলে, দানব
এখনো কাঁপিতে প্যারে শুনি দেব-নাম ;
শরণ লইলে কিন্তু একে একে একে
দেবের নিপাতে দৈত্য হবে সিদ্ধ-কাম।

নিরীহ মেষের পাল হন্তার পাশেতে
জড়প্রায় দাঁড়াইয়া জ্ঞাতি-বধ দেখে ;
রক্তাক্ত যে অসি করে নির্ভয়ে লেহন,
অবশেষে সেই অসি হত্যা করে তাকে।

সেইরূপ স্বাধীনতা উপেক্ষা করিয়া,
দৈত্যের চরণে যারা লইবে শরণ,
একে একে তাহাদের হইবে নিপাত,
জড়বৎ নিরুদ্যম মেষের মতন।

বাসবে বিরক্তি ! তার অপরাধ কিসে ?
দৈত্য-হাতে পরাজয়ে অপরাধ কার ?
জাতীয় পাপের ফল দেব-পরাভব,
একের নিগ্রহ নহে প্রায়শ্চিত্ত তার।

জাতীয় শক্তির কেন্দ্র চাই এক জন ;
দেব-কুলে ইন্দ্র সেই শক্তির আশ্রয় ;
ছাড়িয়া সে শক্তি যেই স্বাতন্ত্র্য অন্বেষে,
আপনি সে আনে ডাকি আপনার ক্ষয়।

দুর্ম্মতি করিয়া দূর হও অগ্রসর ;
বাসব-সহায় সবে চিরদিন থাক :
অদূরেতে শক্তিভূমি : শক্তি আরাধিয়া
জাতীয় সৌভাগ্য-গর্ব্ব নিরাপদ রাখ।”

এত বলি দেব-গুরু হইলা নীরব,
উদ্দীপিত ক্রোধ-বহ্নি হইল নির্ব্বাণ :
বিশ্বের মঙ্গল-ব্রত স্থির লক্ষ্য করি,
দেবের উদ্ধার তরে আরম্ভিলা ধ্যান।

হইল নিস্পন্দ দেহ, স্তিমিত নয়ন :
বাহিরের রবি-শশী রহিল নিবিয়া ;
কুণ্ডলিনী সহস্রারে উঠিলা যখন,
অন্তরে অনন্ত জ্যোতিঃ উঠিল জ্বলিয়া।

ক্ষণপরে সেই জ্যোতিঃ বিশ্ব-বিভাসন,
দেব-গুরু-দেহ ভেদি হইল বাহির,
প্লাবিত হইল তাহে নিখিল ভুবন,—
অবসাদ-পরিমুক্ত দেবের শরীর।

স্বপ্ন-ভঙ্গে রোগী যথা উঠে শিহরিয়া,
উঠিলেন দেবগণ ছাড়ি শিলাসন ;—
লজ্জার রক্তিমা গণ্ডে, বিবশা রসনা,—
সম্ভ্রমে বন্দিলা ইন্দ্র গুরুর চরণ।

ধ্যান ভাঙ্গি সুর-গুরু কহিলা আশীষি,—
"দৈত্য-জয়ী হও, বৎস! লভ সিংহাসন;
অতিক্রান্ত অবসাদ শক্তির প্রসাদে;
নির্ব্বিঘ্নেতে কর এবে শক্তির সাধন।"

ইতি বিঘ্ন-বিজয় নামক তৃতীয় সর্গ।

চতুর্থ সর্গ।

ভূঃ, ভুবঃ, স্বঃ, মহঃ, জন, তপঃ, সত্য,
ছাড়ি সপ্ত লোক তার পর পারে,—
ছাড়ি বিষ্ণু-লোক, সপ্তর্ষি-মণ্ডল,
ছাড়ি ধ্রুব-লোক তাহারো উপরে,—

জড় জগতের মধ্য-বিন্দু-রূপে
ব্রহ্মাণ্ডের কেন্দ্রে শক্তি-লোক শোভে ;
বিশ্ব-পিতা সহ বিশ্বের জননী
বিরাজেন তথা সদা দ্বন্দ্ব-ভাবে।

অনাদি, অনন্ত, পরম পুরুষ,
নিষ্ক্রিয়, নির্ম্মম, নির্ব্বিকল্প জ্ঞানে,
নির্ম্মল, নির্লেপ, নিরীহ, নির্গুণ,
মগ্ন মহাকাল আপনার ধ্যানে।

অনাদি অনন্ত মহাশক্তি তাঁর,
বিরাজিত বক্ষে সদা মহাকালী,
দ্বন্দ্ব-ভাবে নিত্য থাকিয়া জাগ্রত
করিছেন লীলা লয়ে গুণাবলী।

চরণ হইতে তাড়িত-প্রবাহ
বহিছে যুড়িয়া অনন্ত গগন,
সত্ত্ব রজঃ তমঃ ত্রিধারায় সদা
বহিছে, ব্রহ্মাণ্ড-স্থষ্টির কারণ।

বহিতেছে মায়া, বাসনা, কল্পনা ;
প্রেম-প্রীতি-ধারা বহে সারি সারি ;
অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড করিয়া প্লাবিত
বহে মাতৃ-স্নেহ—অমৃত-লহরী।

বহে আকর্ষণ সহ বিকর্ষণ,—
শক্তির প্রবাহ বিপরীত মুখে—
একে চায় সবে নিক্ষেপিতে দূরে,
অন্যে সমুদায় আকর্ষিয়া রাখে।

হৃদয় হইতে নিয়ত প্রবাহে
রক্ষিছে সর্ব্বাঙ্গ শোণিত যেমন,
বহিয়া শক্তির অনন্ত প্রবাহ
অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড রক্ষিছে তেমন।

অস্থির তরল পরমাণু-রাশি
আছে শক্তি-লোক চৌদিকে বেড়িয়া ;
তরল পয়োধি দ্বীপ বেড়ি যথা
রহে তট-ভূমি সাদরে চুম্বিয়া।

অণিমা-প্রমুখ অষ্ট পরিচর,
সাজাইছে সদা সিদ্ধির পসার;
গড়িছে, ভাঙ্গিছে, যুড়িছে, ছিঁড়িছে,
পাইয়া ইঙ্গিত ইচ্ছাময়ী মার।

শোভে এক পাশে সৃষ্টির বিভাগ;
নির্ম্মাণ-ব্যাপার নিয়ত তথায়,—
গ্রহ, উপগ্রহ, নক্ষত্র, ভাস্কর,
উল্কা, ধূমকেতু অগণ্য সংখ্যায়।

কেহ বাষ্পাকার, কেহবা তরল,
সদা প্রজ্বলিত কেহ অগ্নিময়,
অণু-নিবহের কঠিন সংঘাতে
কেহবা সুদৃঢ় জীবের আলয়।

কেহ শ্বেত-কান্তি, রক্ত-কান্তি কেহ,
জ্বলিয়া জ্বলিয়া কেহবা নিবিছে,
অতি পুরাতন কেহ বা আবার,
ভাঙ্গিয়া চুরিয়া অণুতে মিশিছে।

সুবিশাল সেই সৃষ্টির ব্যাপারে
কোথা বা হইছে জীবের সৃজন,
বিন্দু-পরিমাণ পরমাণু হ'তে
সুন্দর দেহের ক্রম-বিবর্ত্তন।

পশিছে চেতনা জড়ের ভিতরে,
জাগিছে ইন্দ্রিয়, জ্ঞান-ভক্তি-রাশি,
বহে জড়-কণ্ঠে অমৃত-লহরী,
ফুটে জড়-মুখে আনন্দের হাসি।

বিষম ঔদাস্য আছিল যথায়,
দিব্য অনুরাগ জাগিছে সেখানে ;
জড়দেহে জাগি স্বর্গীয় হৃদয়
ভিজাইছে মরু স্নিগ্ধ প্রস্রবণে।

রক্ত-মাংসময় স্তনের ভিতরে
অমৃতের ধারা বহে সুকৌশলে ;
মাতৃ-রূপ ধরি নিজে মহাকালী
প্রত্যেক সন্তানে রাখিছেন কোলে।

ভাবিছে প্রত্যেকে, "জননী আমার
সবিশেষ স্নেহ করেন আমারে ;"
জানে না মাতা যে অনন্ত-রূপিণী
পালেন সন্তান থাকি ঘরে ঘরে !

কোথা বা জননী, কোথা বা ভগিনী,
কোথা বা বনিতা, কোথা বা দুহিতা,—
অনন্ত মূর্ত্তিতে নিখিল জগৎ
করেন পালন এক বিশ্ব-মাতা।

অন্ন, জল, দুগ্ধ, কন্দ, মূল, ফল,
অনন্ত রসের অনন্ত আধার,—
বহি মাতৃ-স্তন অনন্ত ধারায়,
অনন্ত জীবের দিতেছে আহার।

উদ্ভিদের সৃষ্টি হইছে কোথা বা
জড়-জীবনের শুভ সম্মিলনে;
বহিছে অপার শোভার লহরী
ফল-ফুলময়ী প্রকৃতি-বদনে।

অনন্ত পদার্থ, অনন্ত প্রকৃতি,
অনন্ত নিয়মে, অনন্ত ভাবেতে,
চলিছে নাচিয়া নিজ নিজ পথে,
কেহ সংঘর্ষিত নহে কারো সাথে।

বিশ্বময় সেই সুন্দর নর্ত্তনে
কেহই কাহার নহে অন্তরায়;
এক গুণে বাঁধা বিশ্ব চরাচর,
সে নর্ত্তনে সবে সবার সহায়।

সে ঘোর তাণ্ডবে যদি কেহ ক্ষণ
ছাড়িয়া নর্ত্তন ফিরিয়া দাঁড়ায়,
তখনি সে পড়ি ভাঙ্গিয়া চূর্ণিয়া
পরমাণু-পুঞ্জে মিলাইয়া যায়!

কোটি কোটি ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বর,
নানা প্রকৃতির অসংখ্য সন্তান,—
এখনো অনেকে দুগ্ধ-পোষ্য শিশু,
হাসে, কাঁদে, খেলে, করে স্তন পান।

অনন্ত সন্তান প্রসবিয়া মাতা
সন্তান-পালনে বিব্রত সদাই ;—
স্বামিসেবা আর সন্তান-পালন,
ইহা ভিন্ন বুঝি অন্য কার্য্য নাই !

কহিলা জননী বিজয়ারে ডাকি,—
মধুর প্রবাহে বহিল সে স্বর ;
মাতৃ-কণ্ঠ-ধ্বনি করি আকর্ণন,
পুলকে পূরিল বিশ্ব চরাচর।

কহিলা জননী, "কোথালো বিজয়ে,
কোথা গেল জয়া, শীঘ্র তোরা আয় ;
ছাড়িয়া দুজনে মহাকাল-সেবা,
অভাগিনি ! তোরা থাকিস্ কোথায় ?

নাহি অনুরাগ, নাহিক বিরাগ,
সদা উদাসীন প্রাণেশ আমার ;
কিন্তু তৃপ্ত নহে আমার হৃদয়,
সোপচার পূজা না হইলে তাঁর।

আন্ তোরা ধূপ, দীপ, গঙ্গা-জল ;
আন্ বিল্ব-দল, আন্ ফুল, ফল,
সাজায়ে অঞ্জলি, চন্দনে চর্চ্চিয়া,
পূজি প্রাণেশের চরণ-কমল।

রুষ্ট তুষ্ট নাহি হন মহাকাল,
পূজায় পীরিতি নাহি বাড়ে তাঁর ;
কিন্তু সমাদরে পূজিলে তাঁহারে,
উথলে হৃদয়ে আনন্দ অপার।"

আদেশ পাইয়া ছুটিলা উভয়ে,—
চামর ধরিয়া দাঁড়াইলা জয়া ;
মহাকাল-পদ-কমল পূজিতে
যত্নে আয়োজন করিলা বিজয়া।

করিয়া সজ্জিত পূজার সম্ভার,
হরষে বিজয়া জ্বালাইলা ধূপ,
জগত-জননী লইয়া অঞ্জলি
আনন্দে অর্চ্চিলা পতি বিশ্বরূপ।

জগতের পিতা, জগতের মাতা,
কে ছোট, কে বড় ? উভয়ে সমান ;
পরস্পর পূজা, নিত্য দ্বন্দ্ব-ভাব,
ভাবিয়া অবাক্ অবোধ সন্তান !

কহিলা জননী আবার সখীরে,—
"শুন্ লো বিজয়ে! দেখ্ লো চাহিয়া,
বিপন্ন সন্তান ডাকিতেছে, তাই
উঠিছে বাৎসল্য বেগে উছলিয়া!

মায়ের কি জ্বালা, কি সুখ, কি ভাব,
জানিস্ না সে যে আনন্দ কেমন,—
আনন্দের মাঝে আশঙ্কা উদ্বেগে
কেমন যে করে জননীর মন।

জানিস্ না তোরা—হয়নি সন্তান—
সে ডাকে জননী কেমন পাগল;
সে ডাকে জননী ব্রহ্মাণ্ড বিস্মরি
হেরে চিত্ত-পটে সন্তান কেবল!

বৃক্ষ-নীড়ে শিশু রাখিয়া পক্ষিণী
আহারান্বেষণে দূরে যবে যায়,
তখন সে শিশু ভয়ঙ্কর কিছু
দেখিয়া শুনিয়া যদি ভয় পায়;

অমনি তাহার ক্ষীণ কণ্ঠ-স্বর
তুলিয়া সে মায়ে ডাকে প্রাণ-পণে,
অস্ফুট সে ক্ষীণ শিশুর চিৎকার
প্রবেশে তখনি জননীর কাণে।

ছাড়িয়া আহার, ভুলিয়া দুর্ম্মতা,
উপেক্ষি প্রবল প্রতিদ্বন্দ্বি-বল,
স্নেহের আবেগে ছুটে বিহঙ্গিনী,
ভাবে না আপনি কত যে দুর্ব্বল !

গৃহে বৎস রাখি, নব-প্রসবিনী
গাভী যদি কভু গো´ -ভূমে যায়,
পলকে পলকে কবল ভুলিয়া
দণ্ডে শত বার গৃহ পানে চায় ;

হম্বারব করি ডাকিলে তনয়,
ঊর্দ্ধ-কর্ণে গাভী সেই দিকে ধায় ;
স্নেহের আবেগে, উধস ভেদিয়া
দুগ্ধ-ধারা তার ধরণী ভিজায় !

সন্তানের সনে জননীর প্রাণে
আছে কি যে এক অভেদ্য বন্ধন,
বিশ্ব যদি থাকে মধ্যে ব্যবধান,
তবু তাহে দোঁহে করে আকর্ষণ !

অনন্ত সম্বন্ধ সৃষ্টিতে আমার,
আছে বিশ্ব যুড়ি অনন্ত বন্ধন,
কিন্তু মাতৃ-সুত-সম্বন্ধের মত
নাহি আর কিছু মধুর এমন !

বহু জপ, তপঃ, যজ্ঞ, পরিশ্রমে
অন্য সাধনেতে সিদ্ধি-লাভ হয় ;
ডাকিলেই সিদ্ধি মাতৃ-সাধকের,
জন্মিয়াই শিশু লভে সে প্রত্যয়।

থাকিতে জগতে অসংখ্য আহার,
অমৃতের সৃষ্টি করেছি যেমন,
থাকিতে তেমনি অসংখ্য মূরতি,
এই মাতৃ-মূর্ত্তি করেছি ধারণ।

গগনের এক অতি দূর কোণে,
দেখ নিরখিয়া, ধ্রুবের দক্ষিণে,
গ্রহ-উপগ্রহে হইয়া বেষ্টিত
ক্ষুদ্র এক রবি আছে সেই খানে।

ভূর্ভুবঃ স্বঃ নামে, অন্তর্গত তার,
আছে তিন লোক বিখ্যাত জগতে,
দেবতা, মানব, গন্ধর্ব্ব, কিন্নর,
যক্ষ, রক্ষঃ, সিদ্ধ নিবসে তাহাতে।

ক্ষুদ্র সেই স্থান, কিন্তু মম প্রিয় ;
প্রকৃতির রাজ্যে বড় সে সুন্দর ;
কি দিন কি রাতি, নিয়ত তাহারে
রাখে উদ্ভাসিত রবি-শশি-কর।

জীব-পুঞ্জ তথা মৃত্যুর অধীন ;
কেবল সে দেশে দেবতা অমর ;
চলিতেছে সদা দেবের শাসনে
দূর সে লোকের ক্ষুদ্র চরাচর।

বিষম বিপত্তি উপস্থিত এবে
সৌর সে জগতে দেবের শাসনে ;
অসুর-বিক্রমে পরাস্ত দেবতা
নাহি পায় স্থান ত্রিদিব-ভবনে।

দেব-সিংহাসনে দৈত্য সমাসীন ;
দেবতা এখন ত্রিদিব-বিচ্যুত ;
অসহ সে পীড়া সহিতে না পারি
মম আরাধনে সকলে মিলিত।

দেখিতে সে দুঃখ পারি না ত আর ;
দেবতার দুঃখে ব্যথা বড় পাই ;
দুর্ব্বল রক্ষিতে, প্রবল শাসিতে,
আমি বিনে বিশ্বে আর কেহ নাই।

যাইতে হইল কর্ম্ম-ভূমে এবে,
করিবারে দূর দেবের দুর্দ্দিন ;
নাহি যদি যাই, হবে অমঙ্গল,
থাকিলে দেবতা দৈত্যের অধীন।

আছি বরে বাঁধা দেবতার কাছে,
যখনি তাহারা বিপন্ন হইবে,
আপন উদ্ধারে, বিশ্বের মঙ্গলে,
ডাকিলে আমারে তখনি পাইবে।”

কহিলা বিজয়া যুড়ি দুই কর,
“কি জানি মা! তব বুঝি না বিধান!
এত দয়া তব দেবতার প্রতি;
দানব কি তব সপত্নী-সন্তান?

বিশ্বে যত জীব, দেব, যক্ষ, নর,
কীট, পতঙ্গম, তোমারি সন্তান;
সুখ, দুঃখ, জ্ঞান, সুকৃতি, দুষ্কৃতি,
তুমিই সবার করেছ বিধান।

সুধাংশুর স্নিগ্ধ কিরণের মত
জননীর স্নেহ সর্ব্বত্র সমান;
তবে কেন, মা গো! দানবে না চাহি,
দেবতার লাগি কাঁদে তব প্রাণ?

দানব কি কভু ডাকে না তোমারে?
মাগো! সে কি পদে অর্পে না অঞ্জলি
পড়িলে বিপদে, দানবের প্রাণ
কাঁদে না কি ডাকি বিশ্ব-মাতা বলি?

বিশ্ব যুড়ি জীব পায় ও চরণ
ডাকিলে বিপদে হইয়া কাতর ;
সকলেই তব আদরের ধন,
শুধু কি, জননি ! দৈত্য তব পর ?"

হাস্যের ছটায় বিশ্ব উদ্ভাসিয়া,
কহিলা জননী চাহি জয়া পানে,—
"কিলো জয়া, কিছু বলিবি না তুই ?
দেখ্ ত বিজয়া কত কথা জানে !"

"জানিনা রে বাছা !" উত্তরিল জয়া,
"বচন-বিন্যাস বিস্তর জানি না ;
খাই দাই সুখে, থাকি মার কোলে,
বিশ্বের সংবাদ কিছুই রাখি না ।

দয়া মায়া মার আছে কি বা নাই,
বিচার করিতে আমি তার কে ?
ধরিল যে বিশ্ব আপন উদরে,
ভাল মন্দ তার জানে না কি সে ?

সন্তানের কায, খাই দাই, খাটি,
ব্যাকুল হইলে মা বলিয়া ডাকি,
আনন্দময়ীর আনন্দ-বদনে
আনন্দের হাসি প্রাণ ভরে দেখি ।"

হাসিয়া কহিলা জগত-জননী,
"হইল না বুদ্ধি অবোধ জয়ার,
সৃষ্টির ব্যাপারে ভাল মন্দ বাছি
জন্মিল না বুদ্ধি সমালোচিবার !

বিজয়া আমার বড় বুদ্ধিমতী,
প্রত্যেক কাযে সে ভাল মন্দ বাছে ;
সৃষ্টির ব্যাপারে যুক্তিহীন কিছু
করিলে, নিস্তার নাই তার কাছে !—

শুন তবে, বলি, বিজয়ে ! আমার
নিজ পর বলি নাই ভেদ-জ্ঞান ;
আমিই করেছি সৃষ্টি সবাকার,
সকলেতে মম মমতা সমান।

দেবতা, দানব, গন্ধর্ব্ব, মানব,
পশু, পক্ষী, কীট, কেহ পর নয় ;
পরের লাগিয়া, কহ লো বিজয়ে !
এমন ব্যাকুল কাহার হৃদয় ?

বিশ্বের ভিতরে হেন কেহ নাই,
ডাকিলে যে জন আমারে না পায় ;
চিনে না শুনে না, ডাকিতে জানে না,
এমন জনে বা ছেড়েছি কোথায় ?

জননীর সঙ্গে সন্তানের কভু
চলিতে পারে না স্নেহ-বিনিময় ;
জানে বা না জানে, ডাকে বা না ডাকে,
জননীর স্নেহে বঞ্চিত সে নয়।

তবে কেহ সুখী, কেহ দুঃখী কেন ?
কেন ছোট বড় একই জাতিতে ?
কেন এ বৈচিত্র্য, কেন এত ভেদ,
এমন বৈষম্য কেন এ জগতে ?

কারণ ইহার শুধু কর্ম্ম-ফল ;
কর্ম্ম-ডোরে বাঁধা রয়েছে জগৎ ;
কর্ম্ম-অনুসারে সুখ-দুঃখ-ভোগ,
কর্ম্মে ক্ষুদ্র কেহ, কেহ বা মহৎ।

জাতি-মধ্যে শ্রেষ্ঠ দেব, দৈত্য, নর,
কর্ম্মে ইহাদের আছে স্বাধীনতা ;
পারে বা না পারে, আছে ইহাদের
বিশ্বের মঙ্গলে খাটিতে ক্ষমতা।

ভাল মন্দ কর্ম্মে সঙ্কল্পই মূল ;
মঙ্গল-সংকল্পে খাটে যেই জন,
অক্ষয় মঙ্গল করি তারে দান,
দেখি না, কার্য্য সে করিল কেমন।

শুভ সঙ্কল্পের এই স্বাধীনতা
দেব-দৈত্য-নরে করিয়াছি দান ;
না পাইলে তাহা, হইত ইহারা
পশু-পক্ষি-কীট-পতঙ্গ-সমান।

এই স্বাধীনতা পৌরুষ-জননী ;
শুভাশুভ দুই পৌরুষের ফল ;
পরম পৌরুষ আত্ম-বিসর্জ্জন ;
পরম সাধন বিশ্বের মঙ্গল।

স্বাধীনতা দৈত্যে করিয়াছি দান ;
জীব-নাশ তরে সৃজি নাই তারে ;
তথাপি, দেখ না, নিত্য সে করিছে
কত অত্যাচার জীবের উপরে।

আহারে, বিহারে, আমোদের তরে,
জীব-হত্যা নিত্য করিছে দানব ;
অত্যাচার তার সহিতে না পারি
অস্থির হয়েছে দেবতা-মানব।

করিয়া দৈত্যেন্দ্র স্বাধীনতা লাভ,
করেছে তপস্যা সৌভাগ্যের তরে ;
করিতেছে ভোগ পুরুষার্থ-ফল,
অতুল ঐশ্বর্য্য দিয়াছি তাহারে।

অকারণে জীব হিংসিয়া দনুজ
করিছে যখন বিশ্বের পীড়ন,
সহিয়া থাকিতে পারি না ত আর,
শুনিতে পারি না জীবের ক্রন্দন।

জীবের মঙ্গলে বিশ্বের মঙ্গল ;
বিশ্বের মঙ্গল অন্য কিছু নয় :
জীব-রক্ত-পাতে কলঙ্কিত যেই,
বিশ্ব-হিত তা'তে সম্ভব কি হয় ?

বিশ্ব-হিতে জাগে প্রবৃত্তি যাহার ;
আমাপ্রতি ভক্তি জাগে যার প্রাণে ;
পারে না সে কভু নির্দ্দয় হইতে,
পারে না সে কষ্ট দিতে অন্য জনে।

পশু, পক্ষী, কীট, কেহ নহে পর,
দেবতা-মানবে অনুরাগ তার,
পরের লাগিয়া সতত ব্যাকুল,
বিশ্ব-হিতে মত্ত অন্তরাত্মা যার।

বিশ্ব-হিত সদা বিস্মৃত দানব,
পর-হিংসা তার হয়েছে প্রকৃতি ;
না করিলে রক্ষা দৈত্য-অত্যাচারে,
বিপন্ন বিশ্বের কি হইবে গতি ?

আছি প্রতিশ্রুত দেবতার কাছে,-
দানবে বিপত্তি ঘটাবে যখন,
নিজে অবতীর্ণ হইয়া ধরায়
করিব সে ঘোর বিপত্তি-মোচন।

ডাকিছে দেবতা, কাঁদিছে মানব,
উঠিতেছে সদা শূন্যে হাহাকার ;
হইয়া একাংশে অবতীর্ণ তথা,
এ বিশ্ব-কণ্টক করিব উদ্ধার।"

আবার বিজয়া, হয়ে কৃতাঞ্জলি,
কহিলা, "জননি ! বুঝিলাম সব ;
কিন্তু বুঝি নাই, অবতীর্ণ হয়ে
কেন বাড়াইবে দৈত্যের গৌরব।

ইচ্ছাময়ী তুমি, ইচ্ছায় তোমার,
ব্রহ্মাণ্ড-ভিতরে কিবা সাধ্য নয় ?
ব্রহ্মাণ্ডের সৃষ্টি হয়েছে ইচ্ছায়,
ইচ্ছায় আবার হবে তার লয়।

দানব যদ্যপি দুর্দ্দান্ত এমন,
আপনি কি হেতু অবতীর্ণ হবে ?
বারেক তোমার ইচ্ছা যদি হয়,
নিমেষে দানব প্রতিফল পাবে।

কেন মা ব্রহ্মাস্ত্র মশক বধিতে ?
ক্ষুদ্র কাযে কেন এত আয়োজন ?
ছাড় অগ্নি-কণা নয়ন হইতে,
দৈত্য-কুল দগ্ধ হইবে এখন।”

বিজয়ার বাণী শুনি লোক-মাতা
কহিলা-“বিজয়ে ! সত্য, যা কহিলে ;
দৈত্য কোন্ ছার, মুহূর্ত্তেকে পারি
ব্রহ্মাণ্ড দহিতে চক্ষের অনলে।

কিন্তু নহে, বাছা, লীলার এ রীতি ;
সৃষ্টি নাই বিশ্ব দহিবার তরে ;
যে পথে যে জন করে বিচরণ,
চলি সেই পথে শাসিতে তাহারে।

মাটির পুতুল লইয়া সাদরে,
খেলে শিশু বসি জননীর কোলে ;
শিশুর মতন হইয়া তখন
জননী শিশুর সঙ্গে সুখে খেলে।

মৃদু মৃদু হাসে, আধ আধ ভাষে,
মাতৃ-কোলে শিশু আলাপে যখন,
জননী তখন বেদের ভাষায়
আলাপিলে, শিশু বুঝে না কখন।

শিশুর প্রকৃতি, শিশুর শকতি
না বুঝি যে মাতা করে শিক্ষা দান ;
শিক্ষায় তাহার প্রযত্ন বিফল,
পারে না সে কভু পুষিতে সন্তান।

বাহু-বলে এবে গর্ব্বিত দানব,
অহঙ্কারে বিশ্ব দেখিছে আঁধার ;
বাহু-বলে তারে দমিলেই তবে
হবে উপযুক্ত শিক্ষা-লাভ তার।

যে যে ভাবে চলে, যে যাহাতে বুঝে,
সেই ভাবে আমি তাহারে বুঝাই ;
বাহু-বল- মদ-গর্ব্বিত দানবে
ধর্ম্ম-কথা বলি কিছু লাভ নাই।

বাহু-বলে জয় করিয়া দানবে,
ত্রিদিব আবার দেবে সমর্পিব ;
সংগ্রাম-পাবকে বিদগ্ধ করিয়া
পাপিষ্ঠ দানবে পবিত্র করিব।

সৃজিয়াছি বিশ্ব লীলার লাগিয়া,
লীলায় পালন, লীলায় সংহার ;
সৃষ্টি-রক্ষা তরে অবতীর্ণ হয়ে
দেখাব দানবে লীলা চমৎকার।

নীরবিলা মাতা, নীরবিল যেন
বিশ্ব মুগ্ধ করি মধুর সংগীত ;
অবোধ বিজয়া পাইল প্রবোধ,
প্রণমিল হয়ে আনন্দে মোহিত।

হেথা শক্তি-ভূমে হয়ে উপনীত
সর্ব্ব দেব সহ দেবেন্দ্র বাসব,
ব্রহ্মা, বিষ্ণু, রুদ্র, বৃহস্পতি আদি
আরম্ভিলা সবে সমস্বরে স্তব ;—

"মা, তুমি মঙ্গলময়ী, মহাশক্তি, মহাদেবী,
প্রকৃতি-স্বরূপা তুমি, পালয়িত্রী সবাকার :
রৌদ্রা তুমি, নিত্যা তুমি, গৌরী তুমি, ধাত্রী তুমি,
সূর্য্য, জ্যোতিঃ, চন্দ্র তুমি, তব পদে নমস্কার।

মা, তুমি কল্যাণী-রূপা, সিদ্ধি, বৃদ্ধি, রাজ-লক্ষ্মী,
অলক্ষ্মী-রূপিণী তুমি, সর্ব্বাণী সংসার-সার ;
দুর্গা, দুর্গপারা তুমি, সারা, সর্ব্ব-সম্পাদিনী,
খ্যাতি, কৃষ্ণা, ধূম্রা তুমি, তব পদে নমস্কার।

অতি সৌম্য-রূপা তুমি, অতি রৌদ্র-স্বরূপিণী,
তুমি, দেবি ! আদি হেতু এ জগত-প্রতিষ্ঠার ;
অনন্ত সৃষ্টির, মাতঃ ! বিঘ্ন-বিদারিণী তুমি,
তোমার চরণে মোরা প্রণমিছি বার বার।

বিষ্ণু-মায়া-রূপে তুমি সর্ব্বভূতে বর্ত্তমান ;
ক্ষুধা-রূপে করিতেছ সংরক্ষণ সবাকার ;
ছায়া-রূপে সর্ব্বভূতে করিতেছ শান্তি দান ;
শান্তিময়ি ! তব পদে অগণিত নমস্কার।

শক্তি-রূপে ! শক্তি-রূপে সর্ব্ব ভূতে স্থিত তুমি
তৃষ্ণা-রূপে অবস্থিত অন্তরেতে সবাকার ;
ক্ষমা-রূপে সর্ব্বভূতে বিরাজিছ সর্ব্বক্ষণ ;
ক্ষমাদাত্রি ! তব পদে কোটি কোটি নমস্কার।

জাতি-রূপে ! সর্ব্বভূতে কর জাতি নিরুপণ ;
লজ্জা-রূপে সর্ব্বভূতে অতুলিত অলঙ্কার ;
শান্তি-রূপে সকলেরে করিতেছ শান্তি দান ;
শান্তি-প্রদায়িনি ! করি তব পদে নমস্কার।

শ্রদ্ধা-স্বরূপিণী তুমি মঙ্গলের মহাঙ্কুর ;
কান্তি-রূপে সর্ব্বভূতে কর শোভা স্থবিস্তার ;
লক্ষ্মী-রূপে সর্ব্বভূতে থাকিয়া পালিছ বিশ্ব ;
মহালক্ষ্মি ! বার বার তব পদে নমস্কার।

স্মৃতি-রূপে সর্ব্বভূতে ত্রিকালে রাখিছ যোগ ;
দয়া-রূপে বর্ষিতেছ নিয়ত অমৃতাসার ;
তুষ্টি-রূপে সর্ব্বভূতে সর্ব্বদা করিছ তুষ্ট ;
বিশ্ব-সন্তোষিণী মাতঃ ! তব পদে নমস্কার।

মাতৃ-রূপে বিশ্ব-মাতা পালিছ বিশ্বের জীবে ;
ভ্রান্তি-রূপা হয়ে ভ্রম জন্মাইছ সবাকার ;
ভ্রমাইছ নানা পথ, নানা যোনি, নানা লোক
সন্তান-বৎসলা মাতঃ ! তব পদে নমস্কার।

ইন্দ্রিয়ের অধিষ্ঠাত্রী, সর্ব্বভূতে বর্ত্তমান ;
সর্ব্বত্র থাকিয়া কর পরিরক্ষা সবাকার ;
চৈতন্য-রূপিণী হয়ে ব্যাপিয়া রয়েছ বিশ্ব ;
বিশ্ব-স্থিতি-স্বরূপিণি ! তব পদে নমস্কার।

ইন্দ্রসহ দেবগণ বহুকাল তোমা পূজি,
অভীষ্ট করিয়া লাভ তরিয়াছে বহু বার ;
ঈশ্বরি ! আবার তুমি প্রসন্ন হইয়া দেবে,
বিঘ্ন সংহারিয়া কর এ বিপদে সমুদ্ধার।

উদ্ধত দৈত্যের দাপে তাপিত হইয়া মোরা,
জগদ্ধাত্রি ! তব পদ করেছি সম্বল সার ;
ভক্তি-নম্র আমাদের স্তবে তুষ্ট হয়ে, মাগো !
দারুণ দানব হ'তে রক্ষা কর এই বার।"

হিমালয়-গৃহে অভ্যুদিলা দেবী,
বর-রূপে তাঁর বহু তপস্যার ;
দিব-চ্যুত দেবে করিয়া সান্ত্বনা,
দৈত্য বধি ভার ঘুচা'তে ধরার।

পিতা মাতা বলি কৃতার্থেন কারে,
কারে দেন সুখ সখী সম্বোধিয়া ;
অব্যাহত-গতি শিখরে শিখরে
ভ্রমেন কভু বা সিংহে আরোহিয়া।

পুলকে বিস্ময়ে কণ্টকিত দেহে,
একদা দেবতা দেখিলা চাহিয়া;
মহাশকতির আবির্ভাব-তেজে
শক্তি-ভূমি যেন উঠিল জাগিয়া।

সহসা বহিল বাসন্ত বাতাস ;
কুসুমে শোভিল তরু-লতাগণ ;
শুষ্ক নির্ঝরিণী উঠিল পূরিয়া ;
জড় প্রকৃতিতে বহিল জীবন।

স্তবকে স্তবকে লয়ে পুষ্পাঞ্জলি
করিলা প্রকৃতি মাতার অর্চ্চনা।
কলকণ্ঠে গাহি বিহঙ্গমগণ
আনন্দে করিল শক্তি-সম্বর্দ্ধনা।

গঙ্গা-স্নান-ছলে ব্রহ্মাণ্ড-পাবনী
করি শক্তি-ভূমে চরণ-সঞ্চার,
আকুল দেবের অগ্রে দাঁড়াইয়া
কহিলা, "তোমরা স্তব কর কার ?"

বিস্ময়ে স্তম্ভিত দেবতার কণ্ঠে
না ফুটিতে কথা, দেহ হ'তে তাঁর
বাহির হইয়া কহিলা অম্বিকা,
"দেবগণ স্তব করিছে আমার।

নিশুম্ভ-সংগ্রামে পরাস্ত দেবতা,
শুম্ভের আদেশে স্বর্গ-বিতাড়িত ;
বিপদে উদ্ধার পাইবার আশে
মম আরাধনে সকলে মিলিত।"

দেবগণে চাহি কহিলা চণ্ডিকা,—
"প্রতিজ্ঞা স্মরণ আছে, দেবগণ!
ডাকিয়াছ যদি পীড়িত হইয়া,
দৈত্য-অত্যাচারে করিব রক্ষণ।

নাহি অস্ত্র-শস্ত্র, নাহি দেহে বল,
নাহি ত্রিভুবনে দাঁড়াইতে স্থান,
নাহি কিছু ব'লে করিও না ভয়,
উদ্ধারে আশ্বাস করিলাম দান।

কিন্তু এক কথা মন দিয়া শুন,
বিজয়ের মন্ত্র করহ গ্রহণ ;
ত্রৈলোক্য-বিজয় মন্ত্র এর নাম,
সাধিলে বিপদ ঘটে না কখন।

সতত হৃদয়ে এ মন্ত্র জাগিবে,
অবিরত কণ্ঠে হবে তার ধ্বনি ;
সম্পদে, বিপদে, আহারে, বিহারে,
ভুলিবে না এই উপদেশ-বাণী।

জয়-মদে কিম্বা সুখের ছলনে,
বিলাসের মোহে, ঐশ্বর্য্য-গরবে
মাতিয়া কখন সর্ব্ব শুভাস্পদ
এ মহামন্ত্রটি নাহি বিস্মরিবে।

যখনি এ মন্ত্র যাইবে ভুলিয়া,
হাতে হাতে পাবে প্রতিফল তার ;
দেব-পক্ষে আমি হইব বিমুখ,
দেব-পরাজয় ঘটিবে আবার।”

এত বলি দেবী স্নেহ-মাখা স্বরে,
ত্রৈলোক্য-বিজয় মন্ত্র উচ্চারিলা ;
থাকি যুক্ত-করে চিত্রার্পিত প্রায়,
আনন্দে দেবতা সে মন্ত্র শুনিলা।—

“বিশ্বের মঙ্গলে ব্যাকুল সবাই,
বিশ্ব-হিত বিনা অন্য চিন্তা নাই।
যে খানে সকলে পরের মঙ্গলে
আপনার সুখ, আত্ম-কথা ভুলে ;

ভাবে স্বজাতিরে এক পরিবার,
সুখী দুঃখী হয় সুখে দুঃখে তার ;
একের শরীরে লাগিলে আঘাত,
অন্যের নয়নে হয় অশ্রুপাত ;
লাগিলে আঁচড় একের শরীরে,
বিঁধে তার জ্বালা জাতীয় অন্তরে ;
যে খানে জনেক লভিলে গৌরব,
ঘরে ঘরে হয় জাতীয় উৎসব ;
যে খানে একের হ'লে অপমান,
মর্ম্মাহত হয় সকলের প্রাণ ;
স্বজাতির স্বার্থ, স্বজাতির মান,
রাখিতে যে খানে স্বার্থ-বলি-দান ;
সাধিতে মঙ্গল স্বজাতির তরে
রাজ্য-ধন-যশে ভ্রূক্ষেপ না করে ;
পাইতে জাতীয় ক্ষুদ্র অধিকার
ধন-প্রাণ সবে ছাড়ে আপনার ;
জাতীয় কল্যাণে যেখানে সকলে
এক প্রাণে খাটে, এক মন্ত্রে চলে ;
সকলের প্রাণে বিঁধে এক ব্যথা,
একই চিন্তায় ঘুরে সব মাথা ;

যেখানে নীচতা নাহি পায় স্থান,
চরিত্রের বলে সবে বলীয়ান্ ;
প্রতিজ্ঞায় সবে অচল অটল,
পবিত্র-সঙ্কল্পে স্থির হিমাচল ;
যেখানে বারেক বাহিরিলে কথা,
প্রাণান্তে তাহার ঘটে না অন্যথা ;
বিদ্যা, বুদ্ধি, ধন, দেহ, প্রাণ, বল,
নিযুক্ত যেখানে পরার্থে কেবল ;
সেই পুণ্য ভূমি, ধন্য সেই জাতি,
শক্তি সুপ্রসন্ন সে জাতির প্রতি।
থাকুক না সেই জাতি যথা তথা,
চির তাহাদের সঙ্গে স্বাধীনতা ;
হউক না সেই দেশ মরুময়,
ত্রিদিব-শোভা সে করে পরাজয়।
কিন্তু যেই জাতি জাতির অধম,
হৃদয়ে মহত্ব ধরিতে অক্ষম ;
আপনার সুখে সতত যতন
প্রত্যেকের সদা, পশুর মতন ;
নিজে সুখা ভাল খাইলে পরিলে,
পারে না অপর অশ্রুতে ভাসিলে ;

সামান্য লাভের আশ্বাস পাইলে,
পারে স্বজাতিরে দিতে রসাতলে
দেহ-সুখে মাতি অধর্ম্ম আচরে,
বুঝাইলে ধর্ম্ম বুঝিতে না পারে ;
এক মাত্র বুঝে ধন আর প্রাণ ;—
জাতীয় গৌরব, মান, অপমান,
আপন মর্য্যাদা, স্বাধীনতা-স্বাদে
বঞ্চিত, নিযুক্ত কলহ-বিবাদে ;
ঘুরে দ্বারে দ্বারে পদাশ্রয় মাগি,
সহে পদাঘাত দাসত্বের লাগি ;
আত্ম-পক্ষ ছাড়ি শত্রু-পক্ষে যায়,
আত্মীয়ের ছিদ্র শত্রুরে দেখায় ;
পরের দাসত্বে পাইলে আশ্বাস,
সাধে স্বজাতির ঘোর সর্ব্বনাশ ;
দাসত্বের লোভে ছাড়ে বন্ধু, ভাই,
দাসত্বের লোভে পাপে দ্বিধা নাই
দাসত্বের লোভে করে পত্নী দান,
দাসত্বেরে ভাবে অপার সম্মান ;—
নরক সে দেশ, নারকী সে জাতি,
চির দিন রহে তাদের দুর্গতি।

দাসত্ব তাদের লিখিত কপালে ;
সে নরক নাহি ঘুচে কোন কালে !
দাসত্ব তাদের জাতি-পরিচয়,
জাতীয় ভূষণ দাসত্ব-নিরয়।

ন্যায়-ধর্ম্ম তরে সর্ব্বস্ব ছাড়িতে,
স্বদেশের হিতে আত্ম-বলি দিতে
যে জাতি বিমুখ, যে জাতির ভয়,
স্বাধীনতা-সুধা সে জাতির নয়।"

নীরবিলা দেবী মন্ত্র উচ্চারিয়া ;
প্রতিধ্বনি তার ছুটিল অম্বরে :
ত্রৈলোক্য-বিজয়-মহামন্ত্র-রব
পড়িল ছাইয়া লোক-লোকান্তরে।

ভক্তি-ভরে নমি মহাদেবী-পদে
লইলা সে মন্ত্র দানবারিগণ ;
দেব-কণ্ঠে হয়ে সপ্তস্বরে গীত
আবার সে ধ্বনি ছাইল গগন।

ইতি আবির্ভাব নামক চতুর্থ সর্গ।

পঞ্চম সর্গ।

সমাসীন দৈত্য-পতি স্বর্ণময় সিংহাসনে ;
দক্ষিণেতে উপবিষ্ট মন্ত্রিবর বিকত্থন ;
সম্মুখে, দক্ষিণে, বামে, যথাযোগ্য আসনেতে
যুক্তকরে অবস্থিত আর আর দৈত্যগণ।

দৈত্য-বালা সুদন্তিলা, দৈত্য-পুরে পাটরাণী,
দৈত্যেন্দ্রের বাম পার্শ্বে হিরণ্ময় সিংহাসনে :
বয়সে প্রবীণা যদি, তথাপি যুবতী যেন,
মোহিছে স্বামীর মন সুমনোজ্ঞ প্রসাধনে।

দেবতা-গন্ধর্ব্ব-বালা বন্দিনী রমণীগণ
রূপের আলোক জ্বালি উদ্ভাসিছে সভাতল,
সূর্য্য-চন্দ্র-নীল-কান্ত মণিময় আভরণ
সর্ব্বাঙ্গ উজ্জ্বল করি জ্বলিতেছে ঝলমল।

রাজ-শিরে ছত্র ধরি রহে কেহ চিত্রপ্রায়,
তাম্বুল-করঙ্ক ধরি কেহবা দণ্ডায়মান ;
সাদরে সুবর্ণ-পাত্রে লয়ে গন্ধ-বিলেপন,
কেহবা দৈত্যের অঙ্গে করিতেছে গন্ধ দান।

পশ্চাতে, দক্ষিণে, বামে, তুলিতেছে সারি সারি
বন্দিনী রমণী-করে চামর-ব্যজন-চয়,
উত্থান-পতন-জাত বলয়-কঙ্কণ-ধ্বনি
চামর-নর্ত্তন সহ রাখিছে মধুর লয়।

বন্দিনী অপ্সরাগণ নাচিছে সভার মাঝে ;
বন্দিনী কিন্নর-বালা গাইছে মধুর গীত ;
যুড়িয়া দৈত্যের পুরী বাজিছে বাদিত্র নানা,
কখন গম্ভীর ঘোর, কভু মৃদু সুললিত।

অদূরে সভার পাশে, যুক্তকরে দাঁড়াইয়া,
করিতেছে স্তুতিপাঠ সুসজ্জিত বন্দিগণ ;—
"জয় দৈত্য-কুল-দীপ, দেবারি বাসব-ত্রাস,
জয় শুম্ভ ত্রিলোকেশ, শত্রু-কুল-নিসূদন ;

জয় রণ-রস-ক্রীড়, জয় জয় দেব-পীড়,
জয় জয় শৌর্য্য-বীর্য্য-মহত্ত্বের একাধার ;
অষ্ট-বাহু, মহাকায়, সমরে শমন-জয়ী,
ন্যায়-সত্য-নিকেতন, জয় ধর্ম্ম-অবতার।

তব বাহু-বলাশ্রিত চরাচর ত্রিজগৎ,
তব দর্পে সিংহ-শশ এক ঘাটে জল খায়,
দেবতা-গন্ধর্ব্ব সবে তব বীর্য্যে পরাভূত,
তব ভয়ে ভীত সদা অরাতি মূষিক প্রায়।

মহাপাপী, মহাক্রোধী, ঘোর স্বার্থ-পরায়ণ,
অত্যাচারী, ব্যভিচারী করিতেছে স্বর্গে বাস,
তোমার প্রসাদ লভি ; তোমার করুণা বিনে
ধর্ম্মশীল তপস্বীর ঘটিতেছে সর্ব্বনাশ।

আছিল তারকব্রহ্ম জীবের উদ্ধার-মন্ত্র,
স্মরিলে শুম্ভের নাম মুক্তি এবে সবাকার ;
স্বর্গ, মর্ত্ত্য, রসাতল, পাপ, পুণ্য, ভাল, মন্দ,
তোমার প্রতাপে এবে হইয়াছে একাকার।

ধন্য শুম্ভ দৈত্য-পতি, তোমার প্রভাব-গুণে
ঘুচিয়াছে দুঃখকর স্বর্গ-নরকের ভেদ ;
থাকিতে পাপের লাগি প্রবল বাসনা মনে,
চাপিয়া রাখিয়া তাহা করিতে হবে না খেদ।

ঘোর পাপ ছিল যাহা, পুণ্য ব'লে গণ্য তাহা,
সম-দম-সংযমাদি আত্ম-প্রবঞ্চনা নাই ;
নরক বলিয়া যাহা হেয় ছিল এত কাল,
আজি তাহা স্বর্গ-রাজ্য—পরম সুখের ঠাঁই !

অত্যাচারী দেব-কুল যদিও নির্ম্মল নহে,
তব বীর্য্যে তাহাদের ঘুচিয়াছে অত্যাচার ;
ছিন্ন ভিন্ন স্বর্গ এবে ভীষণ শ্মশান প্রায়,
পুণ্য-রতি, পাপ-ভীতি ত্রিজগতে নাহি আর।

দেব-দ্বিজ-গুরু-ভক্তি-শাস্ত্রের নিগড়ে দৃঢ়
বাঁধা ছিল বসুন্ধরা, শান্তি নাহি ছিল তার,
অমূলক নিয়মের কঠোর শাসনে সদা
আছিল আহার, পান, গতি, স্থিতি, ব্যবহার।

জগতের মুক্তিদাতা তুমি, প্রভো! সে বন্ধন
ঘুচিয়াছে এত কালে তোমার শাসন-গুণে,
দেবতার অত্যাচার, ব্রাহ্মণ-প্রাধান্য, আর
ঋষির প্রভাব ভগ্ন হইয়াছে এত দিনে।

জয় শুম্ভ দৈত্য-পতি, তোমার শাসন-গুণে
ঘুচিল বিরক্তিকর ধর্ম্মের জটিল ধাঁধা;
আহার-বিহার-সুখ ইচ্ছা মত ভুঞ্জে সবে,
বিপুল সমাজ আর নাহিক নিয়মে বাঁধা।

কৃপা করি সবে তুমি অর্পিয়াছ স্বাধীনতা,
কেবল তোমারে বিনে কেহ কারে নাহি মানে,
পিতা-পুত্র, পতি-পত্নী, কেহ কারো নহে বশ,
বিরাজিত স্বাধীনতা ঘরে ঘরে, জনে জনে।

রহুক তোমার রাজ্য যাবচ্চন্দ্র-দিবাকর;
তব শৌর্য্য-বীর্য্য-কীর্ত্তি থাকুক অক্ষুণ্ণ হয়ে;
থাকুক ত্রিলোক যুড়ি বিরাজিত স্বেচ্ছাচার;
মরুক অমর-কুল দৈত্যের বালাই লয়ে।”

নীরবিল বন্দিগণ। বাদি-প্রতিবাদী যত,
নানা বর্ণ, নানা বেশী, নানা দেশী, নানা ভাষী,
লয়ে নানা অভিযোগ, সুবিচার লভিবারে ;
শুভ্রের তোরণ-দ্বারে সকলে মিলিল আসি।

কেহ ভ্রমি দূর পথ অবসন্ন পরিশ্রমে,
উপস্থিত রাজ-পুরে সহিয়া অশেষ ক্লেশ ;
ক্ষুধা-তৃষ্ণা-বাতাতপে, প্রবলের নিপীড়নে
নিপীড়িত, দীন হীন, বিষণ্ণ, মলিন-বেশ।

কেহ কেহ উপস্থিত সমর্থিতে অত্যাচার,
বিচিত্র ভূষণে সাজি, লইয়া অর্থের রাশি ;
দেখিয়া বিচার-ফল দিব্য চক্ষে যেন তারা,
ভ্রূভঙ্গে বিদ্রুপ ঢালি অধরে মাখিছে হাসি।

দ্বার হ'তে সিংহাসন অবধি, দু'ধারে সারি,
বিচার-বিপণি-চয় নানা সাজে সুসজ্জিত ;
কেহ মসি, কেহ পত্র, কেহ বা লেখনী লয়ে
বিপণির দ্বারে দ্বারে সারি সারি উপস্থিত।

মধ্যস্থলে বিরাজিত বিপুল বিচার-যন্ত্র;
একে একে গর্ভে তার পশিতেছে অর্থিগণ ;
অর্থ যার আছে, তার কাড়িয়া লইছে সব,
করিতেছে নির্ধনের অস্থি-মাংস নিষ্পেষণ।

বিচার-বিপণি হ'তে বিচারের ব্যবসায়ী
নিয়ত চাহিছে অর্থ দু'ধারে বাড়ায়ে হাত ;
না পাইলে, কটু ভাষে করিতেছে অপমান,
সন্দংশে টানিয়া মাংস করিছে শোণিত-পাত !

অসহ্য সে যন্ত্রণায় ছট্‌ফট্‌ করি কেহ
'ছাড়, যাই ফিরে,' বলি করিতেছে চিৎকার ;
টানিতেছে রাজ-দূত, যম-দূত যেন ভীম,—
পশিলে বিচার-যন্ত্রে সাধ্য নাহি ফিরিবার !

রাজ-অগ্রে দাঁড়াইয়া, আপন আপন কথা,
আপন আপন দুঃখ নিবেদিল অর্থিগণ ;
বুঝিতে প্রজার ভাব অক্ষম দানব-পতি,
মধ্যবর্ত্তী দৈত্য-রাজে বুঝাইল আবেদন।

বিলাপিয়া এক নারী জানাইল রাজ-পদে,—
"দরিদ্র রমণী আমি, মহারাজ ! স্বামী সহ
নিদ্রিত নিশীথ কালে ছিলাম আপন ঘরে ;
দরিদ্রের সে সুখেতে বিরোধী ছিল না কেহ।

সহসা বজ্রের মত শুনি দ্বারে করাঘাত,
জাগিলাম উভয়েতে ভাবিয়া বিপদ ভারি ;
বুঝিলাম, রাজ-সৈন্য আসিয়া মদ্যের লাগি,
ঘুরিতেছে ঘরে ঘরে নিশীথে উৎপাত করি।

ভয়েতে বিহ্বল হয়ে নীরব রহিনু দোঁহে ;
ভাঙ্গিয়া গৃহের দ্বার প্রবেশিল সৈন্যগণ ;
অত্যাচার-ভয়ে আমি লুকাইনু গৃহ-কোণে,
যুক্ত-করে স্বামী মম করিলেন নিবেদন।—

'দরিদ্র আমরা, প্রভো ! মদ্য কোথা পাব বল,
দেখি নাই চক্ষে কভু কেমন যে বর্ণ তার ;
কোথা সে পাইবে সুরা, সারা দিন পরিশ্রমে
ক্ষুধা-শান্তি করিবারে যোটে না শাকান্ন যার ?'

মিথ্যাবাদী ! আছে মদ, নাহি দিলে ছাড়িব না।'
এত বলি সৈন্যগণ চলিল লইয়া তাঁরে ;
চিৎকার শুনিয়া তাঁর জাগিল পাড়ার লোক,
ভয়ে বিচেতন আমি রহিনু পড়িয়া ঘরে।

প্রাণ-ভয়ে কেহ কিন্তু গেল না সৈন্যের কাছে,'
ক্রন্দন, চিৎকার, স্তুতি, সকলি বিফল হ'ল ;
অবশেষে, মহারাজ ! নির্দ্দয় সৈন্যের হাতে
দারুণ প্রহারে মম স্বামীর পরাণ গেল।"

মধ্যবর্ত্তী দৈত্য-রাজে বুঝাইয়া দিল কথা,—
"এই নারী বলে, তার মদ্যের দোকান ছিল ;
মদ্য কিনিবার তরে গিয়াছিল সৈন্যগণ,
দুরন্ত ইহার-স্বামী মদ্য কিন্তু নাহি দিল।

পরন্তু, লইয়া যষ্টি সৈন্যগণে মারিবারে,
তাদের পশ্চাতে দুষ্ট হয়েছিল ধাবমান,
আছাড় খাইয়া কিন্তু পড়িল দৈবের ফেরে,
ফাটিল পীড়িত প্লীহা, তাই হারাইল প্রাণ।"

কহিলেন দৈত্য-পতি,—নিজে ধর্ম্ম-অবতার!—
"মরিয়া গিয়াছে দুষ্ট, কিরূপে দণ্ডিব তারে?
তুমি তার অপরাধে করেছিলে সহায়তা,
দিলাম তোমারে দণ্ড, যাও তুমি কারাগারে।"

শুনিয়া চিৎকার করি কাঁদিয়া উঠিল নারী,
কহিলা দৈত্যেশ, "একি! ধর্ম্মাসনে অপমান!
পদাতিক! কর এরে সভামাঝে বেত্রাঘাত,
যথা যার অপরাধ, তথা তার দণ্ড-দান।"

নিরখিয়া অর্থিগণ কাঁপিল প্রাণের ভয়ে;
পলায়নে শক্তিহীন, দাঁড়ায়ে রহিল তাই;
বিচারের আশাকরি ইচ্ছায় পড়েছে ফাঁদে,
কুকর্ম্মের ফল ভোগ না করি উপায় নাই!

কহিল দ্বিতীয় অর্থী, "মহারাজ! নিবেদন—
গিয়াছিল মম পত্নী ঘাটে জল আনিবারে;
কোথা হ'তে দৈত্য-সৈন্য উপস্থিত হেন কালে;
বলে ধরি দুষ্টগণ লইয়া গিয়াছে তারে।"

বিচার করিলা দৈত্য, "সৈন্য ত পুরুষ বটে,
পুরুষ লয়েছে নারী, কি আর বিচার তার ?
আছে সে তোমারি পত্নী, সৈন্যগণে সন্তোষিয়া,
ফিরিয়া তোমারি ঘরে আসিবে সে পুনর্ব্বার।"

আবেদন,—"মহারাজ ! কাঙ্গাল দরিদ্র আমি ;
বোঝা লয়ে ভ্রাতা মম চলেছিল রাজ-পথে ;
প্রণাম করিতে তার নাহি ছিল অবসর,
দৈত্য এক তাই তারে বধিয়াছে পদাঘাতে।"

রাজাদেশ—"পূজ্য-পূজা-ব্যতিক্রম করে যেই,
প্রাণ-দণ্ড তার প্রতি সমুচিত শাস্তি বটে ;
কর্ত্তব্য-পালনে হয় এত অবহেলা যার,
এই রূপ অমঙ্গল অদৃষ্টে তাহার ঘটে।"

আবেদন—"দৈত্য-পতি ! ভৃত্য এক আপনার,
আমার গাছের ফল লয়েছে পাড়িয়া বলে ;
চাহিলাম মূল্য তার, মূল্য নাহি দিল কিছু,
তাড়াইল দ্বার হ'তে সবলে ধরিয়া গলে।"

রাজাদেশ—"মূর্খ তুমি, স্তুতি-বাদ নাহি জান ;
মূল্য চাহি ভৃত্যে মম করিয়াছ অপমান ;
উদার দৈত্যের যেই মহত্ত্বের নাহি শেষ,
তাই তব ভাগ্য ভাল, রক্ষা পাইয়াছে প্রাণ।"

আবেদন—“দানবেশ ! পৈতৃক আবাসে মম
করিতেছিলাম বাস, সুখে লয়ে পরিজন ;
বলবান্ দৈত্য এক তাড়ায়ে দিয়াছে মোরে,
আবাসে আশ্রয় পাই, এই মম নিবেদন।

রাজাদেশ—“মিথ্যা কথা ! মিথ্যা কথা, প্রবঞ্চনা,
পরের ধনেতে লোভ দৈত্যের স্বভাব নয় ;
অবশ্যই কোন কিছু করেছিলে অপরাধ,
আপন পাপের ফলে হইয়াছ নিরাশ্রয়।”

আবেদন—“দৈত্যেশ্বর ! আমাদের গ্রাম দিয়া
যাইতে, ফুটিল কাঁটা দৈত্য-পদাতির পায় ;
সেই হেতু দগ্ধ গ্রাম, বিতাড়িত গ্রামবাসী,
বিধ্বস্ত গ্রামের ভূমি, হত পশু সমুদায়।”

রাজাদেশ—কি করিব ? পেয়েছিল উত্তেজনা,
দানব-পদাতি তাই লইয়াছে প্রতিশোধ ;
উচিত সে কাযে তার করিব না হস্ত-ক্ষেপ,
দানবের কৃত কার্য্যে নাহি শোভে প্রতিরোধ।”

উপবিষ্ট ধর্ম্মাসনে নিজে ধর্ম্ম-অবতার
শুম্ভাসুর, সুবিচার সকলে করিলা দান ;
অর্থিগণ কাঁদে কেহ, কেহ যায় কারাগারে,
সুবিচারে প্রত্যর্থীর পুলকে পূরিত প্রাণ।

হেন কালে জয়-ঘণ্টা নিনাদিল ঢন্ ঢন্,
তুর্য্য-নাদ বিজ্ঞাপিল উপস্থিত ভোগ-বেলা ;
ধরি সুদম্ভিলা-কর, নারী-দলে পরিবৃত,
পাত্র মিত্র সহ শুম্ভ চলিলা ভোজন-শালা।

মর্ম্মর-নির্ম্মিত গৃহ, অনুবিদ্ধ মণি-চয়ে,
মধ্যে তার সারি সারি সুসজ্জিত রত্নাসন ;
বিচিত্র ব্যজন-চয় দুলিতেছে শূন্যে সদা ;—
বসিলেন সপত্নীক শুম্ভ সহ দৈত্যগণ।

গণ্ডার, হরিণ, শশ, শূকর, ছাগল মেষ,
হংস, বক, পারাবত, চক্রবাক, ঘুঘু আর,
মুক্তত্বক্, নির্গতান্ত্র, সমগ্রাঙ্গ পক্ষী, পশু,
মধ্য স্থলে সুসজ্জিত সারি সারি স্তূপাকার।

ভাগাড়েতে মৃত পশু নিক্ষেপি আসিলে যথা
শৃগাল, গৃধিনী, কাক করে তারে সম্বেষ্টন ;
কিম্বা যথা মৃত কীট বহিতে অক্ষম হয়ে,
চারি ধার ঘেরি তার রহে পিপীলিকাগণ ;

সেই রূপ, মধ্যে মৃত প্রকাণ্ড জীবের রাশি ,
চারি ধারে হৃষ্টচিত্তে উপবিষ্ট দৈত্য-চয় ;—
ত্রিভুবনে দানবের দুর্লভ নাহিক কিছু ,
রুচিমত ভোগ্য বস্তু উপস্থিত সমুদয়।

কন্দ, মূল, ফল, শাক, কিছুর অভাব নাই,
সর্ব্ব-শুচি পরশিয়া শুচিত্ব লভেছে সব ;
কিন্তু মদ্য আর মাংস দৈত্যের জাতীয় ভোজ্য,
পরিমাণে মদ্য-মাংসে সবে মানে পরাভব।

অর্দ্ধ-পূর্ণ মদ্য-পাত্র শুম্ভের সম্মুখে রাখি,
কুক্কুট কাটিয়া ভৃত্য দিল তাহে রক্ত-ধারা ;
সুদম্ভিলা সহ শুম্ভ সানন্দে সৃক্কণী লেহি,
চুম্বিলা উত্তপ্ত সেই শোণিত-মিশ্রিত সুরা।

ভোজনে ইঙ্গিত লভি আরম্ভিলা দৈত্যগণ,
ঠকাঠক কড়মড় উঠিল বিপুল ধ্বনি,
সপাসপ, চপাচপ, ঢক ঢক, নানা রবে
নিমেষেতে পরিপূর্ণ হইল সে গৃহখানি।

অর্দ্ধ-দগ্ধ, অর্দ্ধ-পক্ক, অপক্ক বা কোন জীব,
কামড়ে কামড়ে দৈত্য করিছে উদরসাৎ ;
কঠোর দন্তের টানে ছিঁড়িছে ধমনী, শিরা,
শিরা হ'তে ঘাতে পাতে-হইছে শোণিত-পাত

ভোজন হইল পূর্ণ, অস্থি-পুঞ্জ অবশেষ,
ভীম সে ভোজন-দৃশ্য দেখি ভয় হয় মনে ;
ভোজন করিয়া শেষ, পাত্র-মিত্র সহ পুনঃ
সভা-গৃহে দৈত্য-পতি বসিলেন সিংহাসনে।

আবার পূরিল সভা অর্থিগণ-সমাগমে ;
আরম্ভ হইল পুনঃ বিচারের অভিনয়।
এবার দৈত্যের পালা ; দেব, নর, কে কোথায়
করিল কি অপরাধ ; হইল কি অপচয়।

আরম্ভিল দৈত্য এক, —"মহারাজ ! নিবেদন ;
দেব-পুরে গিয়া বড় সহিলাম অপমান ;
পরাজিত দেবতার আস্পর্দ্ধা কি এত দূর,
না নমে দানব দেখি, না করে সম্মান দান।

ভ্রমিলাম বহুদূর ত্রিদিবের পথে পথে,
দেখিবারে পরীক্ষিয়া রাজ-ভক্তি দেবতার ;
আমারে দেখিয়া ভয়ে পথ ছাড়ি দিল সবে,
সাষ্টাঙ্গে পড়িয়া কিন্তু না করিল নমস্কার।"

আদেশ হইল,—"বটে ! এতস্পর্দ্ধা দেবতার !
যে গ্রামে এ অপমান, ভস্মসাৎ কর তারে ;
উপযুক্ত শাস্তি দান করিয়া, দুন্দুভি-নাদে
ঘোষণা কর এ বার্ত্তা ত্রিদিবের ঘরে ঘরে।"

পুনঃ আবেদন,—"শুন ত্রিলোকেশ ! নরগণ
ছাড়িয়া দেবতা-ভক্তি করে না দৈত্যের পূজা ;
নর-পুরে ঘরে ঘরে দেবের আসন আছে ;
জিজ্ঞাসিলে বলে, শুক্ত দেব নহে, শুধু রাজা।"

ক্রোধে অঙ্গ-থর থর, প্রকম্পিত ওষ্ঠাধর,
গর্জ্জিলেন অসুরেশ,—“কোথা হে সচিবগণ!
অবাধ্য মানবগণে দৈত্য-বশে আনিবারে
সুকঠোর দণ্ড-বিধি কর দেখি প্রণয়ন।

উঠিতে বসিতে দণ্ড, হাসিতে কাঁদিতে দণ্ড,
আহারে শয়নে দণ্ড, সব কাযে দণ্ড-ভীতি;
দানবের বড় আর ত্রিলোকে যে কেহ নাই,
মজ্জায় মজ্জায় তার হয় যেন অনুভূতি।

কি করিব, ধরণী ত দৈত্যের বিলাস-ভূমি;
বাঁচিছে মানব শুধু দৈত্যের বিলাস তরে;
নতুবা, অবাধ্য এই রাজ-ভক্তিহীন জাতি,
ইচ্ছা হয় অগ্নিবাণে নির্ম্মূলিতে একেবারে।”

আবেদন,—“মহারাজ! ভ্রমণে আসক্তি মম,
ছিলাম ভ্রমণে আমি একাকী গন্ধর্ব্ব-পুরে;
পথিক গন্ধর্ব্ব এক দেখিলাম বৃক্ষ-মূলে,
বিশ্রামে পরম সুখী, নিদ্রিত পথের ধারে।

দেখিয়া আস্পর্দ্ধা তার উঠিল জ্বলিয়া ক্রোধ,
এখনো দেবের রাজ্যে যেন সে করিছে বাস!
নিশ্চিন্তে পথের পাশে শুইয়া পাদপ-মূলে
ঘুমাইছে, নাহি শঙ্কা, দৈত্যে বলে নাহি ত্রাস!

করেতে লগুড় ছিল, মাথায় দিলাম বাড়ি,
সহসা ভাঙ্গিয়া ঘুম উঠিল সে দণ্ডাঘাতে ;
প্রণাম না করি কিন্তু বসিল সে মাথা ধরি,
করিল চিৎকার-ধ্বনি মুছি চক্ষুঃ দুই হাতে।

শিষ্টতা-শিক্ষার তরে আবার তুলিয়া দণ্ড
প্রহার করিনু যদি, করিল সে পলায়ন ;
দৌড়িলাম বহুদূর সে দুষ্টের পিছে পিছে,
ধরা নাহি দিল তবু, তাই এই নিবেদন।"

শুনি শুম্ভ আদেশিলা,—"লিখ পত্র, লিপিকর !
প্রচার আদেশ এই ত্রিলোকের ঘরে ঘরে,—
অপরাধী গন্ধর্ব্বেরে যে জন ধরিয়া দিবে,
ধনে, মানে, উচ্চপদে ভূষিত করিব তারে।"

আর এক দৈত্য উঠি নিবেদিল,—"মহারাজ !
উদ্ধত কিন্নরদের বাড়িয়াছে অত্যাচার ;
বাস্তবিক তাহাদের অত্যাচারে দানবের
মান লয়ে পথে ঘাটে ভ্রমণ হয়েছে ভার।

সে দিন কিন্নর-পুরে গিয়াছিনু ভ্রমিবারে,
সঙ্গে মম প্রিয়তম গ্রাম্যমৃগ গিয়াছিল ;
গন্ধর্ব্ব-পুরের যত কুক্কুর, দেখিয়া তারে,
চারিদিকে ঘেঁউ ঘেঁউ রব করি আক্রমিল।

গেলাম বিচারালয়ে ; ডাকিলা বিচার-পতি,
জিজ্ঞাসিয়া, বিনা দণ্ডে ছাড়িলা কিন্নরগণে ;—
এরূপে তাদের যদি আস্পর্দ্ধা বাড়িয়া যায়,
দৈত্যের প্রভুত্ব তবে রহিবে না ত্রিভুবনে।”

শুনি ক্রোধে দৈত্য-পতি কহিলেন,—“বিচারক
কে সে মূর্খ, অবিচারে কলঙ্কিছে ধর্ম্মাসনে ?
দানবের অভিযোগে কিন্নর ছাড়িয়া দে-
বিনা দণ্ডে, এ আস্পর্দ্ধা, এ সাহস কার মনে ?

লিপিকর ! লিখ এই অলঙ্ঘ্য আদেশ মম ;—
আর যেন কেহ হেন নাহি পায় অব্যাহতি ;
দানবের অভিযোগে না করিলে দণ্ড দান,
চিরদিন খাটিলেও হইবে না পদোন্নতি।—

মন্ত্রিগণ, বীরগণ, সৈনিক, শাসকগণ,
শুন বিচারকগণ, ব'লে রাখি এককথা ;
রাজ্যের এ গুপ্ত মন্ত্র মনে রাখ সাবধানে,
কিন্তু ইহা প্রকাশিয়া বলিও না যথা তথা।—

বহুদিনে, বহুকষ্টে, সুকঠোর তপস্যায়,
স্থাপিয়া দানব-রাজ্য হয়েছি ত্রিলোক-পতি ;
এ রাজত্ব, এ প্রভুত্ব অব্যাহত রহে যাহে,
সে বিষয়ে চিরদিন সকলে রাখিবে মতি।

ধর্ম্ম-রত, ন্যায়পর দানবের রাজ-নীতি ;
দৈত্যের শাসন-মন্ত্র মূর্ত্তিমতী উদারতা ;
দৈত্যের রাজত্ব শুধু ত্রিলোক-কল্যাণ তরে ;—
যথায় তথায় সবে প্রকাশিবে এই কথা।

কিন্তু যেন মনে থাকে,—ত্রিলোক-কল্যাণে নহে,
করিয়াছি রাজ্যলাভ নিজের কল্যাণ তরে,—
দেবতা-গন্ধর্ব্ব-নরে রাখি চির পদানত,
রাজ-পদ, রাজ-শক্তি, রাজ-সুখ ভুগিবারে।

কঠোর বা মৃদু হবে নিজ প্রয়োজন বুঝি,
স্বজাতির স্বার্থ কিন্তু ভুলিবেনা কদাচন,
ধর্ম্ম-কর্ম্মে রত সদা রাখিবে বিজিতগণে,
কিন্তু সেই ধ্রুবতারা লক্ষ্য র'বে অণুক্ষণ।

দানবের স্তুতি-গানে যাহারা সুপটু হবে,
মিষ্ট ভাষে, ধনে, মানে সন্তোষিবে সে সবায় ;
গোষ্ঠি সহ ধনে প্রাণে কর তার নির্য্যাতন,
যে পাষণ্ড দানবের দোষ ঘোষে, নিন্দা গায়।

সুকণ্ঠ গায়ক রাখি শিখাও দানব-স্তুতি,
দলে দলে পুরোহিত দানব-পূজার তরে
নিয়োজিয়া, সে পূজার পদ্ধতি শিখাও সবে,
প্রচার করাও তাহা ত্রিলোকের ঘরে ঘরে।

বন্ধ করি আট ঘাট, পাতিয়া কৌশল-জাল,
জিত জাতি সমুদয় মুষ্টির ভিতরে রাখ ;
জাতীয় জীবন যেন কোথাও না স্ফূর্ত্তি পায়,
বিজিতের প্রাণ-নাড়ী পলে পলে টিপি দেখ।

সন্দংশে টানিয়া মাংস পরীক্ষিবে যার তার,
দেখিবে, পাইয়া ব্যথা করে কিনা চিৎকার ;
নীরবে সহিয়া টান যে করিবে ধন্যবাদ,
সে বটে আদর্শ প্রজা, রাখিবে জীবন তার ;—

কিন্তু সন্দংশের টানে 'আহা ! উহু !' যে করিবে,
বুঝিবে জাতীয় তেজ এখনো রয়েছে তার ;
দানবীয় নীতি-চক্রে ফেলিয়া পিশিবে তারে,
রহেনা শকতি যেন মুখ ফুটি কাঁদিবার।

তেজস্বী, সাহসী, বীর, তীক্ষ্ণ-বুদ্ধি, জাতি-ভক্ত,
বিজিতের মধ্যে কেহ জন্মিয়া ধরিবে প্রাণ,
দৈত্যের সে নীতি নহে ; ছলে বলে কৌশলেতে
করিবে সে পাষণ্ডের প্রতিভার দণ্ড দান।

পরাধীন, পর-জিত, পর-বলে ক্রীত-দাস—
পালিতে পরের আজ্ঞা জীবন-বহন যার,
ধর্ম্ম, কর্ম্ম, সুখ, দুঃখ, সব যার পরাধীন,
তার কেন তেজঃ, কিবা প্রয়োজন প্রতিভার ?

বাঁচিবে বিজিত জাতি দানবের প্রয়োজনে ;
খাটিয়া দৈত্যের তরে শোণিত করিবে জল ;
বিনিময়ে অর্দ্ধাশন—যথেষ্ট-সে পুরস্কার ;
এতাধিক অনুগ্রহে বাড়িবে বিজিত-বল।

ফল, শস্য, ধন, যশঃ, স্পৃহনীয় যাহা কিছু,
করিবে সে সব ভোগ সবান্ধবে দৈত্যগণ ;
অসার, অনুপাদেয়, অপদার্থ যত কিছু,
তাই না লইয়া তুষ্ট রাখিবে বিজিত জন।

যখন তখন সবে ধর্ম্মের দোহাই দিবে,
করিয়া ধর্ম্মের ভাণ প্রতারিবে প্রজা-কুল,
যেমন করিয়া পার রাখ সদা পদানত
জিত জাতি, শাসনের নীতি-মন্ত্র এই মূল।

প্রতারণা, প্রবঞ্চনা, নর-হত্যা, মিথ্যা কথা,
বিচারেতে পক্ষপাত, নির্দ্দয়তা, ব্যভিচার,
সম্পাদিতে এ সকল সঙ্কুচিত চিত্ত যার,
দানব-নামের যোগ্য নহে সেই কুলাঙ্গার।”

নীরবিলা দৈত্য-পতি ; নিস্তব্ধ দানব সভা,
জলদ-গর্জ্জন শুনি স্তব্ধ যথা বসুমতী ;
ইষ্ট-মন্ত্র মত সবে রাখিলা হৃদয়ে গাঁথি,
প্রকৃতির অনুকূল কুটিল সে রাজ-নীতি।

হেন কালে চণ্ড-মুণ্ড, যমজ অসুর দুই—
আকৃতি-প্রকৃতি-স্বরে কিছুই প্রভেদ নাই,
আহারে, শয়নে, রণে, কিম্বা বন-বিচরণে,
ক্ষণেক বিচ্ছেদ নাই, এক প্রাণ, দুই ভাই—

উপনীত সভা-স্থলে ; সসম্ভ্রমে যুক্ত-করে
দাঁড়ায়ে শুম্ভের আগে প্রণমিয়া নিবেদিল,—
মাংসাশী বিকট-কণ্ঠ শকুনি-যুগল যেন
কাক-শিবা-শ্বান-দলে যুগপৎ নিনাদিল ;—

"মহারাজ ! আজি মোরা ভ্রমণ করিতে গিয়া
হিমালয়ে, দেখিলাম কি এক রূপের ছবি ;
অপূর্ব্ব সে নারী-মূর্ত্তি কি যে সৃষ্টি বিধাতার,
কেমনে বর্ণিব, নহি চিত্রকর, নহি কবি !

অনন্ত তুষারময় কাঞ্চন নামেতে গিরি,
সুবর্ণ দেউলসম বিভাতিছে সূর্য্য-করে,
কেশরি-বাহিনী সেই অতুল রমণী-মূর্ত্তি
রূপে দিক্ আলোকিয়া বিরাজিছে তার শিরে।

কে সে নারী একাকিনী, না পাইনু পরিচয়,
দেবী কি গন্ধর্ব্বী তাহা না পারিনু জানিবারে ;
কিন্তু হেন রূপ আর দেখে নাই কেহ কোথা,
ফুটেনা নলিনী হেন স্বভাবের সরোবরে।

কি ললাট, কি নয়ন, কি সুন্দর ভ্রূযুগল,
কিবা নাসা, কিবা গণ্ড, কিবা সেই ওষ্ঠাধর,
অনঙ্গের লীলা-ভূমি অপাঙ্গে চাহনী কিবা,
অধরে অমৃত মাখা কিবা হাস্য মনোহর।

বীর-ভোগ্যা বসুন্ধরা, বীর-ভোগ্যা বরনারী ;
অদ্ভুত অপূর্ব্ব সৃষ্টি যাহা কিছু বিধাতার,
বীর বিনা কেবা পায় বিধির সে উপহার,
অপূর্ব্ব সৌন্দর্য্য-ভোগ বীর বিনা ঘটে কার ?

মহারাজ ! শুম্ভ-বীর্য্য সুবিদিত ত্রিভুবনে ;
স্বর্গ-মর্ত্ত্য-রসাতলে কোথা তার নাই রেখা ?
মহাবীর নিশুম্ভের দোর্দ্দণ্ডে কত যে বল,
অগাধ জলধি-বক্ষে নিদর্শন আছে লেখা।

অশ্ব, গজ, মণি, মুক্তা, যত রত্ন ত্রিভুবনে,
শোভিছে সে সব আজ, দৈত্যরাজ ! তব গৃহে ;
বিরলে বসিয়া বিধি যাহা কিছু নিরমিলা,
সব তব পদানত, কিছুই অলব্ধ নহে।

গজ-রত্ন ঐরাবত, অশ্ব-রত্ন উচ্চৈঃশ্রবাঃ,
তরু-রত্ন পারিজাত আনিয়াছে ইন্দ্রে জিনি ;
মরাল-বাহিত যেই ব্রহ্মার পুষ্পক রথ,
লয়ে তাহা বাহু-বলে অঙ্গনে রাখিছ আনি।

মহানিধি মহাপদ্ম লয়েছ কুবের হ'তে ;
লয়েছ জলধি জিনি অম্লান-পঙ্কজ-মালা ;
আপনি যা'হ'তে হয় সতত কাঞ্চন-স্রাব,
এই তব সেই ছত্র সাদরে বরুণ দিলা।

উৎক্রান্তিদা নামে শক্তি আছিল যমের হাতে ;
শমনে দমিয়া তুমি সে শক্তি লয়েছ কাড়ি ;
বরুণের পাশ কাড়ি লইলা নিশুম্ভ বীর ;
সাগর-সম্পদ-রাশি তব গৃহে আছে পড়ি।

অগ্নি জিনি লভিয়াছ বহ্নি-শৌচ পরিচ্ছদ ;—
শ্রেষ্ঠ রত্ন যত, সব করিয়াছ আহরণ ;
দৈত্যপতি ! রত্নোত্তম নারী-রত্ন এ রমণী,
এ রত্ন লভিতে তব নাহি যত্ন কি কারণ ?"

নীরবিয়া চণ্ড-মুণ্ড প্রণমিলা যুক্ত করে।
রূপের বর্ণনা শুনি শুম্ভের ঘুরিল মাথা ;
সুগ্রীব নামেতে দৈত্য আছিল সভার মাঝে,
নিরখিয়া তার পানে দৈত্যেশ কহিলা কথা।—

"হে সুগ্রীব ! দৈত্য-কুলে সুচতুর, মিষ্টভাষী,
কার্য্যোদ্ধারে সুপণ্ডিত তব তুল্য কেহ নাই .
শুনিলে ত চণ্ড-মুণ্ড বর্ণিল যে রমণীরে ;
আনিতে তাহারে বেগে তোমায় পাঠা'তে চাই।

দৌত্য-কার্য্যে বিচক্ষণ খ্যাত তুমি চিরকাল,
জান তুমি পর-চিত্ত মুগ্ধ হয় কি কৌশলে ;
নেত্র-বক্ত্র-কণ্ঠ-স্বরে উদ্দেশ্য প্রচ্ছন্ন রাখি,
জান তুমি ভুলাইতে কপট কথার ছলে।

যে যেমন পাত্র, তার সেইরূপ সম্ভাষণ,
প্রকৃতির অনুস্মৃতি জান তুমি ভাল মতে,
সরল রমণী-প্রাণ যেই মন্ত্রে হয় বশ,
কি আর শিখাব তাহা, সুপণ্ডিত তুমি তা'তে।

ধরহ প্রসাদ, শীঘ্র যাও সেই হিমাচলে,
যতনে সে রমণীয়ে অবিলম্বে আন হেথা,—
তুষিয়া ভুষিয়া তারে যেমন করিয়া পার
আনিবে সত্বর, মনে রাখ এই মূল কথা।”

চলিলা ত্বরিতে দূত প্রণমি দৈত্যেশ-পদে ;
উত্তরিয়া হিমাচলে চাহিলা উত্তর পানে ;
নিরখিলা সৌম্য-মূর্ত্তি দ্বিতীয় মার্ত্তণ্ড যেন
উদিয়া উত্তর দিকে উজ্জ্বলিছে ত্রিভুবনে।

কেশরী-বাহনে রাজে নারী-মূর্ত্তি তেজোময়ী,
হাস্যময় চরাচর দেবীর সে স্নিগ্ধ তেজে,
ললাটে, কপোলে, মুখে হাসির লহরী খেলে,
উথলে আনন্দ-নিধি অতুল কটাক্ষ-মাঝে।

নিরখিয়া হৈমবতী অসুর স্তম্ভিত-প্রাণ ;
অনিচ্ছায় রসনায় আসে মাতৃ-সম্বোধন ;
প্রণাম করিয়া ভূমে দিতে চায় গড়াগড়ি,
আসুরিক অভিমানে বাধা দেয় প্রতিক্ষণ।

বহুক্ষণ জড়প্রায় স্তম্ভিত থাকিল দূত,
বহুক্ষণ হৃদয়েতে করিল সে আন্দোলন ;
শুম্ভের সে পাপ-কথা ফুটিল না রসনায়,
হৃদয়, রসনা, কণ্ঠ, সব যেন বিচেতন।

বহুক্ষণ এই ভাবে নীরব থাকিয়া দূত,
অবশেষে আরম্ভিল সবিনয় মৃদু স্বরে।—
"দেবি! দৈত্যেশ্বর শুম্ভ ত্রিলোকের অধিপতি,
তোমার নিকটে তিনি পাঠাইলা দূত মোরে।

নিয়ত দেবতা-কুলে অব্যাহত আজ্ঞা যাঁর,
প্রেরিলা আমায় তিনি বলিবারে যে বচন,
শুন, দেবি! দূত আমি, নাহি মম অপরাধ,
করিতেছি তব কাছে অবিকল নিবেদন ;—

অখিল ত্রিলোক মম, বশে মম দেবগণ,
একে একে যজ্ঞ-ভাগ আমিই সকল খাই ;
ত্রিলোকে তোমারে, দেবি! মনে করি নারী-রত্ন,
রত্ন-ভোগে অধিকারী আমি, মোরে ভজ তাই।

বিশাল-বিক্রম বীর নিশুম্ভ অনুজ মম,
চঞ্চল-নয়না দেবি ! ভজহ তারে বা মোরে ;
অতুল ঐশ্বর্য্য পাবে আমায় অর্পিলে পাণি,
মনে ইহা বিচারিয়া আইস আমার ঘরে।”

এতেক দূতের বাণী আকর্ণিয়া মহাদেবী,
অন্তরে গম্ভীর হাসি কহিলেন, “শুন দূত !
যা কহিলে, মিথ্যা নহে, জানি শুম্ভ ত্রিলোকেশ,
জানি আমি নিশুম্ভের বিক্রম যে অদ্ভুত।

কিন্তু শুন বলি তোমা, অল্প-বুদ্ধি নারী আমি,
বিষম প্রতিজ্ঞা যেই করিলাম বুদ্ধি-দোষে,
শুনিয়া শুম্ভের কথা, করিয়া রাজ্যের লোভ,
বল দেখি, নিজে পুনঃ সে প্রতিজ্ঞা লঙ্ঘি কিসে ?

সম্মুখ-সংগ্রামে যেই জিনিতে পারিবে মোরে,
আপনার বাহু-বলে চূর্ণিবে যে দর্প মোর,
যাহার শরীরে আছে আমার সমান বল,
শুন দৈত্য ! সেই বীর হবে মম প্রাণেশ্বর।

অতএব সমরেতে আসুন আপনি শুম্ভ,
কিংবা তাঁর সহোদর নিশুম্ভাখ্য মহাসুর ;
অবলা রমণী আমি, কি লাগে জিনিতে মোরে ?
আসিয়া জিনিয়া মোরে প্রতিজ্ঞা করুন দূর।”

বীণা-বিনিন্দিত স্বরে কহি দেবী নীরবিলা ;
শুনি সে প্রতিজ্ঞা-বাণী দৈত্যে লাগে চমৎকার ;
ভাবিল সে, আছে বহু বিশ্বেতে বিস্ময়কর,
কিন্তু শুনি অসম্ভব কি প্রতিজ্ঞা এ আবার ?

কহে সে,—"সর্ব্বথা, দেবি ! বাতুল হয়েছ তুমি
নতুবা আমার অগ্রে এত গর্ব্ব কি কারণ ?
ত্রিলোকেতে বলবান্ এমন পুরুষ কেবা,
শুম্ভ-নিশুম্ভের আগে দাঁড়াইয়া করে রণ ?

শুম্ভ ত দূরের কথা, অন্য দানবের আগে
সমবেত দেবগণ স্থির না থাকিতে পারে ;
বল, দেবি ! নারী তুমি, একাকিনী, অসহায়,
ভীষণ সে দৈত্য-রণে দাঁড়াবে কেমন্ করে ?

ইন্দ্রাদি সকল দেব পরাস্ত যাদের হাতে,
নারী তুমি, তাহাদের কেমনে সম্মুখে যাবে ?
রাখ কথা, যাও, দেবি ! শুম্ভ-নিশুম্ভের পাশে ;
চুলে ধরি নিবে দৈত্য, হত-মান কেন হবে ?"

উত্তরিলা ভগবতী,—"জানি শুম্ভ বলবান্,
না জানি করেছি পণ, এখন কি করি তার ?
হইয়া আমার দূত, গিয়া তুমি শুম্ভ-পাশে
বল সব, করুক সে সমুচিত ব্যবহার।"

ইতি দৌত্য নামক পঞ্চম সর্গ।

ষষ্ঠ সর্গ।

"এত বড় স্পর্দ্ধা তার, এত আস্ফালন,
এমন গর্ব্বিত কথা রমণীর মুখে ?
ত্রিলোকে দুর্লভ যেই শুম্ভের প্রসাদ,
নারীর সাহস হেন উপেক্ষিতে তাকে ?

কাহার রমণী সেই, কাহার আশ্রিত ?
কার ভরসায় তার দর্প এতদূর ?
শুনে নাই কখন সে শুম্ভের বিক্রম ?
জানে না সে শুম্ভ-করে দেব-গর্ব্ব চূর ?

কি আশ্চর্য্য !—অসম্ভব, জানেনা রমণী
ত্রিলোক-দাহন-ক্ষম শুম্ভের প্রতাপে,
জলে, স্থলে, অন্তরীক্ষে কেহ নহে স্থির,
ভূগর্ভে ভুজঙ্গ, শিশু মাতৃ-গর্ভে কাঁপে !

ঘুচাব বাসনা তার বল-পরীক্ষার ;
ভালরূপে দেখাইব দৈত্যের বিক্রম ;
কেশে ধরি আনি তারে দৈত্য-সভা-মাঝে
শিখাব, দেখিবে শুম্ভ দেবতার কাজ

কোথা হে প্রতীন্দ্র বীর! দেবতার কুলে
উজ্জ্বল প্রদীপ তুমি, বংশের ভূষণ;
রাজ-ভক্ত, আজ্ঞাবহ, প্রভু-পরায়ণ,
সুর-কুলে কেহ নাই তোমার মতন।

স্বকর্ণে শুনিলে সব, একক রমণী
দানবের পরাক্রম স্পর্দ্ধিছে কেমনে,
দৈত্য-পতি শুম্ভ সহ করিতে সংগ্রাম,
হইয়াছে অভিলাষ রমণীর মনে।

নিশ্চয় দেবতা সেই দাম্ভিকা রমণী,
আচরণে পরিচয় পাইয়াছি তার;
অশিষ্টতা, প্রগল্‌ভতা, আস্পর্দ্ধা এমন,
দেবতা ব্যতীত আর সম্ভবে কাহার?

দেবতার অপমান দেবতার হাতে,
কণ্টকেই শোভা পায় কণ্টক-উদ্ধার;
থাকিতে দেবতা-কুল পদানত মম,
দিব না দানব-করে এ কর্ম্মের ভার।

ক্ষুদ্র বলে ক্ষুদ্র বল, প্রবলে প্রবল,
উদ্দেশ্যের উপযুক্ত আয়োজন চাই;
বাসব-বিজয়ী যেই দৈত্যের প্রতাপ,
রমণী বিজয়ে তার প্রয়োজন নাই।

ধরহ, প্রসাদ, বীর! পালহ আদেশ,
যাও ত্বরা হিমাদ্রির কাঞ্চন-শেখরে,
সবলে নির্দ্দয়রূপে কেশ-মুষ্টি ধরি,
সভা-মাঝে আন সেই গর্ব্বিতা নারীরে।

বিনয়, কাকুতি, নতি, মিনতি, রোদনে
দ্রব নাহি হয় যেন হৃদয় তোমার;
চুলে ধরি শূন্যে তুলি, কিম্বা ভূমে টানি,
আনিবে তাহারে, এই আদেশ আমার।”

নীরবিলা দৈত্য-পতি, স্ফুরিত অধরে,
ক্রোধ-বিকম্পিত কণ্ঠে করিয়া গর্জ্জন;
ক্রোধের স্ফুলিঙ্গ-বর্ষী আরক্ত নয়ন
নিরখিয়া ভয়ে জড় স্তব্ধ সভাজন।

বিপুল সে বীরপূর্ণ দানব-সভায়
একাকী প্রতীন্দ্র বীর দেব-বংশধর;
দাঁড়াইয়া দৃঢ়পদে, নির্ভীক অন্তরে,
স্থির অকম্পিত কণ্ঠে করিলা উত্তর।

“দৈত্য পতি! যেই দিন স্বর্গ-রাজ্য-লোভে
হইয়া স্বজাতি-দ্রোহী—ঘৃণিত ব্যাপার!—
প্রতিদ্বন্দ্বী বাসবের প্রতিহিংসা তরে
অস্ত্র তায় লইয়াছি আশ্রয় তোমার।

স্মরণ করিয়া দেখ, সেই দিন হ'তে
তোমার তুষ্টির তরে কিবা না করেছি ?
অত্যাচার, অপমান, স্বজাতি-পীড়ন,
কবে কোন্ অকার্য্যেতে বিমুখ হয়েছি ?

যেখানে বিপদ-ভয়, প্রতীন্দ্র সেখানে ;
যুদ্ধে প্রতীন্দ্রের স্থান সকলের আগে ;
দৈত্য-সেনা লুঠে যদি শত্রুর শিবির,
দ্বার-রক্ষা বিঘ্নময় প্রতীন্দ্রের ভাগে !

যেখানে বিপদ-ভয়, যেখানে সঙ্কট,
ইতস্ততঃ করিনাই যাইতে সেখানে,
পালিয়া প্রভুর আজ্ঞা সাধিতে সন্তোষ,
ক্ষণ মাত্র ভয়-লেশ রাখি নাই প্রাণে।

এক রক্তে, এক মাংসে, এক উপাদানে,
যাহাদের দেহ-প্রাণ হয়েছে গঠিত,
যুঝিতে তাঁদের সনে, প্রভুর আদেশে,
হই নাই একবার ভীত কি লজ্জিত।

স্বজাতি-মঙ্গল তরে দিয়াছিলা বিধি
এই বুদ্ধি, এই তেজ, এই বাহু-বল,
করিয়াছি এ সকল শক্তির প্রয়োগ
স্বজাতির দ্রোহে, তব সন্তোষে কেবল !"

দৈত্য-মন্ত্রী বিকত্থন করিলা উত্তর ;—
"বীরবর ! তার জন্যে দোষ দিবে কারে ?
আপন সুখের আশে, আপনার লোভে,
আপন স্বার্থের লাগি কে বা কি না করে ?

কর নাই দৈত্য-সেবা নিঃস্বার্থ হইয়া ;
হয়েছিল লোভ তব স্বর্গ-রাজ্যতরে ;
দৈত্যেরে ভাবিয়াছিলে স্বার্থের সোপান,
আসিয়াছ তাই হেথা ছাড়ি বাসবেরে।

চাহিতেছ স্বর্গ-রাজ্য, যাহার প্রসাদে ;
পাইয়াছ বিপদেতে যাহার আশ্রয় ;
আদেশ পালিয়া তার সন্তোষ-সাধন,
ভাবি দেখ অন্তরেতে, উচিত কি নয় ?"

"চাহিতেছি স্বর্গরাজ্য" প্রতীন্দ্র কহিলা,
"হয়েছি দৈত্যের দাস সেই দুরাশায় ;
এবে ত ত্রিদশালয় দৈত্য-পদানত ;
আমার সে আশা কিন্তু পূরিল কোথায় ?

হইয়া বাসব-যুদ্ধে দানব-সহায়,
আপনার বাহুবলে করি ছারখার
সোণার সে স্বর্গরাজ্য, লভিতেছি এবে
দৈত্যের উপেক্ষা ঘোর—প্রায়শ্চিত্ত তার।"

বিদ্রূপের তীক্ষ্ণ হাস্য বিন্ধিয়া মরমে,
উত্তরিলা মন্ত্রী পুনঃ, "তুমি ত পণ্ডিত,
সুবোধ, প্রতীন্দ্র বীর! বল দেখি শুনি,
স্বর্গের ব্যবস্থা এবে কি করা উচিত?

রাজ্য-লোভে মতিচ্ছন্ন হইয়া যদ্যপি
স্বজাতির সর্ব্বনাশে শঙ্কা না করিলে,
কি বিশ্বাস, দৈত্যসহ রাখিবে সদ্ভাব,
ত্রিদিবের আধিপত্য স্বহস্তে পাইলে?

জনক-জননী-ভ্রাতা-স্বজাতি-মঙ্গল,
পদে দলে যে পামর হানিয়া বিশ্বাস,
কেমনে বলিব সে যে সুযোগ পাইলে,
সাধিবে না বিজাতির ঘোর সর্ব্বনাশ?

করিল স্বজাতি-দ্রোহ যেই দুরাচার
অনিশ্চিত রাজ্য-লাভ-লোভেতে পড়িয়া,
কেমনে বলিব, লভি নিশ্চিত বৈভব,
দৈত্য-হিংসা-অবসর দিবে সে ছাড়িয়া?

জাতি-ধর্ম্ম-কুলাচার-শোণিত-বন্ধন
ছিঁড়িতে প্রবৃত্তি যার স্বার্থের লাগিয়া,
দৈত্য কি নির্ব্বোধ এত, আনিবে বিপদ
তার হাতে ত্রিদিবের প্রভুত্ব অর্পিয়া?

বাসবের সিংহাসন লইতে কাড়িয়া,
দানবের কষ্ট তব অবিদিত নয় ;
কত দুঃখে কত কষ্টে করিয়া সংগ্রাম,
কতবার সহিয়াছে দৈত্য পরাজয় !

জীবিত এমন দৈত্য নাহি একজন
দেবতার অস্ত্র-লেখা নাহি যার দেহে ;
দৈত্য-রাজ্যে না দেখি তেমন পরিবার,
পড়ে নাই শোক-ছায়া যাহাদের গৃহে।

রাজ-ভক্ত দানবের দেহের শোণিতে,
এখনো রয়েছে সিক্ত সমর-প্রাঙ্গন ;
ঘরে ঘরে দৈত্য-জায়া এখনো কাঁদিছে,
নিহত স্বামীর শোক করিয়া স্মরণ।

পিতৃহীন পুত্র-কন্যা কাঁদিছে কোথায় ;
কোথা বা কাঁদিছে শোকে পুত্রহীন মাতা ;
হারাইয়া বীর পুত্র বংশের ভরসা
কোথা বা কাঁদিয়া প্রাণ বিসর্জ্জিছে পিতা।

দৈত্য-রাজ্যে এত শোক, এত হাহাকার,
এক মাত্র ত্রিদিবের সিংহাসন তরে ;
এত দুঃখে লাভ করি বাঞ্ছিত রতন,
কেমনে দানব তাহা অর্পিবে তোমারে ?

অন্ন-বস্ত্র, ধন-রত্ন অশ্ব-গজ আদি
দান করি লোকে বটে হয় পুণ্যবান্ ;
সংগ্রামে লভিয়া রাজ্য কে দিয়াছে কারে ?
ফল সহ বৃক্ষ কোথা কে বা করে দান ?

ত্রিদিবের সিংহাসন পাও যদি তুমি,
শুম্ভের সাহায্য করি অক্ষত শরীরে ;
বল দেখি, যুদ্ধে যারা দিল ধন-প্রাণ,
কি হইবে পুরস্কার তাহাদের তরে ?

যে ধরেছে অস্ত্র দেব-দানব সমরে,
সেই যদি পায় এক রাজ্য পুরস্কার,
তা' হ'লে, ত্রিলোক-পতি শুম্ভের লাগিয়া,
কৌপীন-ব্যবস্থা ভিন্ন দেখিনা ত আর।

শুম্ভের আশ্রয় লয়ে দেব সহ যু
প্রার্থনা করিছ বটে স্বর্গ-সিংহাসন ;
কিন্তু, বীর ! ভাবি দেখ যোগ্যতা তোমার,
ভাবি দেখ, যুক্ত কি সে প্রার্থনা-পূরণ !"

কম্পিত প্রতীন্দ্র বীর ক্রোধ-লজ্জা ভরে,
কহিলেন বহু কষ্টে স্বর সংযমিয়া,—
"যা কহিলা, মন্ত্রীবর ! বুঝিলাম এবে ;
হইয়াছি প্রতারিত আগে না বুঝিয়া।

একে ত লোকের পাপে আছি কলঙ্কিত,
জাতি-দ্রোহ মহাপাপ তাহার উপরে ;
দেব-ভাব, দেব-বুদ্ধি, দেব-দৃষ্টি হরি,
উভয়ে দেবত্ব-হীন করেছে আমারে।

মহাপাপে অন্ধ, তাই বুঝি নাই আগে,
দৈত্যের প্রতিজ্ঞা নহে দেবতার মত ;
বুঝি নাই, দানব যে স্বার্থের লাগিয়া
উদ্ভাবিতে সুনিপুণ যুক্তি তর্ক এত।

অক্ষম অর্পিতে যদি স্বর্গ-সিংহাসন,
প্রতিজ্ঞা করিয়া কেন লইলে সে ভার ?
কত যে প্রভেদ দেব-দানব-নীতির,
প্রতিজ্ঞার পূরণেই পরিচয় তার।

স্বদেশ-স্বজাতি-দ্রোহী দেবাধম আমি,
প্রতারণা সে পাপের যোগ্য পুরস্কার ;
স্বজাতির শোণিতে যে কলঙ্কিত-বাহু,
চিরকাল অনুতাপ প্রায়শ্চিত্ত তার।

আমার জনম-ভূমি ত্রিদিব এখন
অত্যাচারী দানবের চরণে দলিত,
স্বজন, বান্ধব, ভাই, আমারি সকল,
আমারি কৃপাণ-বলে দৈত্য-পদানত !

এখনো সে স্বর্গ-ভূমি অমৃত-স্যন্দিনী,
দানবের ক্ষুধা-তৃষা করিতেছে দূর ;
মুষ্টিমেয় অন্ন তরে লালায়িত আমি
দানবের অন্ন-দাস, ঘৃণিত কুক্কুর !

থাকিতে বাহুতে বল, দেহেতে শোণিত,
কেন নাহি যুঝিলাম স্বজাতির তরে ?
স্বর্গের সম্পদ রাশি চরণে ঠেলিয়া,
কেন সঁপিলাম আত্মা দানবের করে ?

অতুল স্বর্গীয় ভোগে, অতুল বিলাসে,
তুষিছে ত্রিদিব যদি দানব-নিকরে ;
মুষ্টিমাত্র অন্ন তবে অর্পিয়া আমায়,
পারিত না সে কি, হায়, পালিতে আমারে ?

ইন্দ্র-প্রতিদ্বন্দ্বে অন্ধ, বুঝি নাই আগে,
জাতি-দ্রোহ, মাতৃ-দ্রোহ তীব্র হলাহল ;
দিন দিন বর্দ্ধিত সে ভীষণ গরল,
করিতেছে প্রতিক্ষণ দগ্ধ মর্ম্ম-তল !

স্বদেশে স্বপদে থাকি স্বজাতি-সমাজে,
ভিক্ষায় জীবিকা যদি, সেও শ্রেয়স্কর
জয়-দৃপ্ত বিজাতির গর্ব্বিত আশ্রয়ে,
ত্রিলোকের রাজত্ব ও দুঃখের আকর ?

শুনিয়া কহিলা শুম্ভ ক্রোধে কম্পমান,—
"এত গর্ব্ব, এত স্পর্দ্ধা, নির্ব্বোধ বর্ব্বর !
জাতি-ভক্তি, দেশ-প্রীতি, আত্ম-অভিমান,
এতদিন এ সকল কোথা ছিল তোর ?

জানিতে না দৈত্য-নীতি, জানিবি এবার ;
হাড়ে হাড়ে বিঁধাইব দাসত্ব-যন্ত্রণা ;
দানবের চির-শত্রু দেবতা হইয়া,
দানবের অধিকারে সুখের কামনা ?

তোর হাতে, তোর বলে, তোর স্বজাতির
ঘটাইব আগে, মূর্খ ! ঘোর অপমান ;
শৃঙ্খলে বাঁধিয়া পরে কাটি তোর শির,
কুক্কুরে শোণিত দিয়া করাইব স্নান।

শুম্ভ নিজে বীর, জানে বীরের মর্য্যাদা
আশ্রিত দাসের প্রতি কিসের সম্মান ?
এতক্ষণ সহিয়া যে গর্ব্বিত বচন,
যথেষ্ট সে অনুগ্রহ, লই নাই প্রাণ !

যা আগে, বর্ব্বর ! দৈত্য প্রহরীর সাথে,
কেশে ধরি আনিতে সে গর্ব্বিতা রমণী ;
ফিরিয়া আসিলে হেথা গর্ব্বিত উভয়ে
সমুচিত প্রায়শ্চিত্ত করিবে এখনি !"

অলক্ষ্যে কৃপাণ-মূলে করি করার্পণ,
গর্জ্জিয়া প্রতীন্দ্র ক্রোধে করিলা উত্তর,—
“দৈত্যপতি! দেব-কুলে ঘৃণিত যদ্যপি,
জান না বিবশ নহে প্রতীন্দ্রের কর;

জান না, প্রতীন্দ্র শুধু শোভার লাগিয়া
বহন করে না এই শাণিত কৃপাণ;
এ বাহু-যুগল রণ জানে কি না জানে,
বিগত সংগ্রামে তার পেয়েছ প্রমাণ।

থাকিতে বাহুতে বল, থাকিতে জীবন,
অভ্যস্ত শোণিত-পানে থাকিতে কৃপাণ,
ভ্রান্তি তব, দৈত্যেশ্বর! ভাবিয়া থাকিলে,
আমার শোণিতে হবে কুক্কুরের স্নান।

অমরের মৃত্যু যদি সম্ভাবিত হয়,
শতবার প্রয়োজন হইলে মরিব;
বীরত্বের লীলা-ভূমি কিন্তু এই বাহু
রমণীর অপমানে তুলিতে নারিব।

পাইব না ইন্দ্র-পদ দানবের বলে,
লভিব না সাধের সে স্বর্গ-সিংহাসন,
বুঝিবার বাকি আর নাহি, দৈত্য-পতি!
আগে না বুঝিয়া থাকি, বুঝেছি এখন।

বুঝিয়াছি স্বাধীনতা দান-দ্রব্য নহে ;
পরের সাহায্যে নাহি মিলে এ রতন ;
বীর-ভোগ্যা বসুন্ধরা বীরের আশ্রিত,
ত্রিদিব-দুর্লভ, নহে ভিক্ষার এ ধন।

বাহু-বল, বুদ্ধি-বল, সাহসে নির্ভর,
নীতি-বল, ধর্ম্ম-বল, ঐক্য-বল আর,
শূর-সেব্য স্বাধীনতা পাইতে হইলে,
এ সকল সদ্গুণের চাই সমাহার।

কিন্তু সর্ব্বোপরি চাই স্বার্থ-বিস্মরণ,—
আপনা ভুলিয়া চাই স্বজাতি-মঙ্গল ;
দানবের এই গুণে শুম্ভ ত্রিলোকেশ,
ইহার অভাবে আজ জিত আখণ্ডল !

বুঝিয়াছি, কিন্তু হায়, বুঝিলে কি হবে ?
ছুটিলে হাতের তীর ফিরে কি সে আর ?
কণ্ঠেতে থাকিতে শ্বাস চিকিৎসা নহিলে,
প্রাণান্তে ঔষধে কিবা করে প্রতিকার ?

বাসবের পৃষ্ঠ-বল হইলে যখন,
পারিতাম দৈত্য-বীর্য্য প্রতিরোধিবারে,
করিনু তখন লোভে দানবের সেবা !
এখন কি হবে আর কি ফল চিৎকারে ?

জাতি-বৈরী দানবের দাস্তে কলঙ্কিত,
ধিক্ মম বাহু-বলে, ধিক্ এ জীবনে ;
জ্ঞাতি-রক্ত-কলুষিত, স্বজাতি-বিদ্রোহী.
অসুরের আজ্ঞাবহ ধিক্ এ কৃপাণে !

আমার ভগিনী, ভাই, জনক, জননী,
পিতৃ-বাস্তু, কুল, মান দৈত্য-পদ-তলে ;
আর, আমি কুলাঙ্গার প্রসাদের লোভে,
আজিও ধরিছি প্রাণ দানব-মণ্ডলে ?

স্বজাতির নিন্দাবাদ, তীব্র তিরস্কার,
বর্ষিতেছে নিরন্তর দানবের মুখে ;
আর, আমি কুলাঙ্গার থাকিয়া নীরব,
ঘোর সে বিষাক্ত শেল সহিতেছি বুকে ?

অনন্ত নিগ্রহ সহি আমার স্বজাতি,
স্বাধীনতা রত্নোদ্ধারে, করিছে যতন ;
আর, আমি দেবাধম দৈত্যের আলয়ে
করিছি উদর-পূর্ত্তি কুক্কুর মতন ?

ভুলিয়া করেছি পাপ লোভের ছলনে ;
কিন্তু হায়, ভ্রান্তির কি নাই সংশোধন ?
সকল পাপের যদি প্রায়শ্চিত্ত থাকে,
আমার এ পাপের কি হবে না ক্ষালন ?—

দৈত্য-পতি ! অসি এই করিলাম ত্যাগ ;
ঘৃণিত এ আত্ম-রক্ষা করিব না আর ;
যদি হয় শুভ যোগ, যদি পাই দিন,
তবেই এ করে অসি শোভিবে আবার।

দেবতার অপমানে, বাসব-নিগ্রহে,
স্বজাতির প্রতি-কূলে চলিব না আর,
মহাপাপ-প্রায়শ্চিত্তে হয়েছি প্রস্তুত,
দেও পীড়া, কর বধ, যা ইচ্ছা তোমার।”

উদ্দীপিত ক্রোধ-বহ্নি শুম্ভের ললাটে,
প্রতীন্দ্রের অসি-ত্যাগে, হইল নির্ব্বাণ ;
দানব-পদাতিচয় পাইয়া ইঙ্গিত,
লয়ে তারে কারাগারে করিল প্রস্থান।

ধূম্রলোচনের পানে চাহিয়া তখন,
কহিলেন দৈত্য-পতি। “শুন বীরবর !
যাও শীঘ্র হিমালয়ে, কেশেতে ধরিয়া,
গর্ব্বিত সে রমণীরে আনহ সত্বর।

স্বজাতি নহিলে নহে কার্য্যের সাধন ;
দেবতা কি জানে, বল, দৈত্যের সম্মান ?
কোথা কি করিলে, বাড়ে দৈত্যের গৌরব,
দেবের লাঞ্ছনা, জান তুমি মতিমান্।

কেশে ধরি ছেঁচাড়িয়া আনিবে সে নারী;
বিলাপে ক্রন্দনে তার নাহি দিবে কাণ;
পরিত্রাণ তরে তার আসে যদি কেহ,
দেবতা গন্ধর্ব্ব কিবা, ল'বে তার প্রাণ।"

প্রণাম করিয়া বীর রাজার চরণে,
চতুরঙ্গ সৈন্য-দল সঙ্গেতে লইয়া,—
আড়ম্বরে নারী-চিত্তে জন্মাইতে ভয়—
রণ-বেশে হিমালয়ে উত্তরিল গিয়া।

চমকি দেখিল দৈত্য, অলৌকিক বিভা
মাখিয়া হিমাদ্রি যেন সর্ব্বাঙ্গে হাসিছে;
নগেন্দ্র-নন্দিনী-রূপে হইয়া বিভোর,
সমগ্র প্রকৃতি যেন আনন্দে ভাসিছে।

শুম্ভের আদেশ স্মরি কহিল দানব,—
"চল, দেবি! আমি হেথা শুম্ভের আদেশে;
রাজাদেশ, যদি তুমি ইচ্ছায় না যাও,
লইতে হইবে তোমা আকর্ষিয়া কেশে।

সুন্দরী রমণী তুমি, অপূর্ব্ব-মূরতি,
ব্যাকুল দৈত্যেশ-চিত্ত তোমার লাগিয়া;
স্বরূপের পুরস্কার দৈত্য-সিংহাসন—
কর ভোগ, সুদম্ভিলা-সপত্নী হইয়া।

করেছ তপস্যা ভাল, হয়েছ রূপসী,
আগ্রহ শুম্ভের তাই লভিতে তোমায় ;
মাতিয়া যৌবন-মদে, রূপের গৌরবে,
ত্রিলোকের রাজ-লক্ষ্মী ঠেলিও না পায়।

সৌভাগ্যে অনিচ্ছা কেন, বুঝি না ব্যাপার !
দৈত্য-কুলে নহে জন্ম, আশঙ্কা কি তাই ?
থাকিলেই রূপ, পাবে দৈত্যের আদর,
দৈত্য-রাজ্যে জাতি-ভেদ, কুল-শীল নাই।

স্তুতি, নতি, আরাধনা লাগিবে না কিছু,
শুম্ভের উৎসঙ্গে পাবে অনায়াসে স্থান ;
কেন, দেবি ! এ সম্পদ হারায়ে হেলায়,
কেশ-ধৃত হয়ে বৃথা স'বে অপমান ?

এ নহে সুগ্রীব দূত, ভুলিবে কথায় ;
আসিয়াছি আমি যদি, ছাড়িয়া যাব না ;
মঙ্গল স্বেচ্ছায় গেলে, অনিচ্ছা যদ্যপি,
কেশে ধরি লয়ে যাব করিয়া লাঞ্ছনা।"

এত শুনি মহাদেবী করিলা উত্তর ;—
"কি করি উপায়, দৈত্য, না পাই ভাবিয়া ;
করেছি প্রতিজ্ঞা ঘোর আগে না জানিয়া,
অধর্ম্ম করিতে নারি প্রতিজ্ঞা ভাঙ্গিয়া।

একে তুমি নিজে বীর মহাবলবান্,
তাহাতে অগণ্য সৈন্য সহায় তোমার ;
কেশে ধরি লয়ে যদি যাও শুম্ভ-পাশে,
নারী আমি, প্রতীকার কি করিব তার ?”

দেবতার অলঙ্কার হরিবার আশে,
দেবালয়ে পশি যথা প্রলুব্ধ তস্কর,
সশঙ্ক কম্পিত চিত্তে, অলঙ্কার তরে
দেবতার অঙ্গে করে প্রসারিত কর ;

অথবা ফণীন্দ্র-মণি লইতে কাড়িয়া,
ভয়ে লোভে হতজ্ঞান বাদিয়া যেমন,
মন্ত্রৌষধ ব্যর্থ-বল নিশ্চয় জানিয়া,
কাঁপিতে কাঁপিতে কর করে প্রসারণ ;

সেই রূপে দৈত্য বীর সশঙ্ক হৃদয়ে,
যেমন তুলিল কর ধরিবারে কেশ ;
অমনি হুঙ্কারে ঘোর পূরিল ত্রিলোক,
নিমেষে দৈত্যের অঙ্গ হ'ল ভস্ম-শেষ।

হেথা শুম্ভ অসুরেশ দৈত্য-সভা-মাঝে,
চমকিত সহসা সে হুঙ্কার শুনিয়া ;
নিস্পন্দ দানব-সভা, স্তব্ধ বীরগণ,
অকাণ্ডে ব্রহ্মাণ্ড-ভাণ্ড ফাটিল ভাবিয়া।

আরম্ভিলা বাসবারি বহুক্ষণ পরে ;—
"একি শব্দ ? এ ত নহে জীমূত-গর্জ্জন ;
নির্ম্মল আকাশে ধ্বনি কেমনে সম্ভবে ?
মেঘ-মন্দ্র ভয়ঙ্কর নহে ত এমন !

বাসবের বজ্র আছে মম অস্ত্রাগারে,
বজ্র-পাণি দানবারি বজ্রহীন এবে ;
ঐরাবত আছে বদ্ধ দানব-বারীতে ;
প্রাণ-কম্পী এ গর্জ্জন কে করিল তবে ?

ভূ-গর্ভে সঞ্চিত ভীম অনলে গলিয়া
ধাতু-দ্রব ধরা-পৃষ্ঠ করে বিদারণ ;
ভীষণ সে শব্দে তার স্তব্ধ চরাচর,
কম্পিত বাসুকি ; একি তাহারি গর্জ্জন ?

পরিচিত যত স্বর, এ নহে সে সব ;
ভীষণ, অথচ যেন কণ্ঠ-নিঃসারিত ;
কত যুদ্ধে কত কণ্ঠে শুনেছি হুঙ্কার,
কখন ত শুম্ভ-চিত্ত হয়নি শঙ্কিত।

দৈত্য-রাজ্যে এ আবার কিসের উৎপাত ?
মন্ত্রিবর ! তত্ত্ব তার করহ সন্ধান ;
অসম্ভব অমঙ্গল, থাকিতে শুম্ভের
ঘটে বুদ্ধি, হাতে বল, শরীরেতে প্রাণ।"

হেন কালে ভগ্নদূত দৌড়ি ঊর্দ্ধশ্বাসে,
ছিন্ন-ভিন্ন-পরিচ্ছদ, রক্তাক্ত শরীর,
উপস্থিত সভা-মাঝে কাঁপিতে কাঁপিতে,
কাঁদিয়া শুম্ভের পদে নমাইল শির।

"মহারাজ!" কহে দূত যুড়ি দুই কর,
"দেখিয়াছি বহু যুদ্ধ প্রসাদে তোমার;
দেবাসুর-যুদ্ধে নিজে করেছি সংগ্রাম;
শুনিয়াছি ঘন ঘন বীরের হুঙ্কার;

অস্ত্রাঘাতে অবিরল করকার প্রায়
দেখিয়াছি যুদ্ধ-ভূমে সৈন্যের পতন;
নারীর কোমল কণ্ঠে, কিন্তু, মহারাজ!
কভু কোথা, শুনি নাই হুঙ্কার এমন।

আজ্ঞামত যেই মাত্র বাড়াইলা কর
সেনা-পতি, ধরিবারে রমণীর কেশ,
অমনি হুঙ্কার-রবে কাঁপিল মেদিনী,
নিমেষে সে বীর-বপুঃ হ'ল ভস্ম-শেষ।

কি কহিব, মহারাজ! আশ্চর্য্য সে কথা,
কেশরী সংগ্রাম বুঝে আমাদেরি মত!
নখাঘাতে, দন্তাঘাতে, করাঘাতে তার
হইয়াছে অবশিষ্ট সব সৈন্য হত!

অস্ত্র-শস্ত্রে ছিল বটে সবে সুসজ্জিত;
রণারম্ভে শুনি সেই ভীষণ হুঙ্কার,
যার যেই অস্ত্র ছিল, পড়িল খসিয়া;
মৃত করে মুষ্টি ধরে সাধ্য আছে কার?

বাঁচিলাম একাকী সে ভীষণ প্রলয়ে,
অদৃষ্টের আছে লিপি লজ্জা, অপমান;
বাঁচিলাম বুঝি শুধু সংবাদ বহিতে;
হয়েছি আহত ঘোর, না রহিবে প্রাণ।"

বার্ত্তা শুনি ভগ্নদূতে করিয়া বিদায়,
কহিলেন দৈত্য-পতি ক্রোধ-দৃপ্ত স্বরে,—
"কি আশ্চর্য্য! দেবজয়ী আছিল যে বীর,
আজি সেই ভস্ম-শেষ নারীর হুঙ্কারে!

সমুচিত শিক্ষা দিয়া আনিতে সে নারী,
ধূম্রলোচনের পরে কাহারে পাঠাই?
চুলে ধরি আনে তারে আমার অগ্রেতে,
দৈত্য-কুলে হেন বলী বীর কি রে নাই?

কোথা গেল চণ্ড-মুণ্ড যমজ অসুর?
এ কাল নারীর বার্ত্তা তারাই ত দিল?
জ্বালিয়া সমর-বহ্নি দানব দহিতে,
কার্য্য-কালে দুই ভাই কোথা পালাইল?

ডাক দিয়া চণ্ড-মুণ্ডে পাঠাও সত্বর,
মন্ত্রিবর! আনিতে সে দুরন্ত রমণী;
পালিতে এ রাজাদেশ অনিচ্ছা যদ্যপি,
সবংশে তাদের ধ্বংস সাধিব এখনি।”

ইতি ধূম্রলোচন-বধ নামক ষষ্ঠ সর্গ।

সপ্তম সর্গ।

"ওরে চণ্ড দাদা!" বলে মুণ্ড, "তোরে
বলিলাম কত, শুনিলে না কথা;
আনিলে বিপদ ডাকিয়া, এখন
দেখিনা উদ্ধার, যায় বুঝি মাথা!

পরের চাকুরী, পর-পদ-সেবা,
ছন্দানুবর্ত্তন, দাসত্ব পরের,—
সকলেরি এক উদ্দেশ্য মহৎ,—
জীবনের সুখ, মমতা প্রাণের।

সেই প্রাণ যদি হারাইতে হয়,
সেই সুখে যদি ঘটে বিপর্য্যয়,
কিবা রাজ-ভক্তি, প্রভু-পদ-সেবা?
রাজ-পদ-পূজা মোক্ষ-হেতু নয়।

তোষিতে পারিলে রাজার অন্তর,
সম্মান সম্ভ্রম লাভ হয় বটে;
কিন্তু সম্পদে কি ঘটে না বিপদ?
ভূমি-লতা-বিলে ভুজঙ্গ না উঠে?

রাজার অন্তর গভীর গহ্বর,
দুর্জ্জেয় চিন্তার সদা তাহে বাস ;
বাক্যে ব্যবহারে করে না প্রকাশ,
হৃদয়ে কখন কার সর্ব্বনাশ।

প্রাণ-পণে কর রাজ-পদ-সেবা ;
প্রতিদানে তার কিবা পুরস্কার ?
মুখের যে কথা, তাহাও দুর্ল্লভ,
তাম্বূল প্রসাদ বড় ভাগ্য যার।

কিন্তু দৈবে যদি ত্রুটি কেহ করে
প্রাণ দিয়া হিত সাধিতে রাজার,
সর্ব্বস্ব দিলেও নহে সংশোধন,
সবান্ধবে হয় নিগ্রহ তাহার।

স্বজাতি, বিজাতি, বালক, প্রবীণ,—
আপন বলিয়া যে ভাবে রাজায়,
অচিরে সে মূর্খ হয় প্রতারিত,
রাজ-ভক্তি-ফল হাতে হাতে পায়।

রাজ-পরিতোষে, রাজ-অবিশ্বাসে,
দিবা রাত্রি যত জীব হত হয়,
জগৎ যুড়িয়া দেবের আসনে
তত পশু হত কখনই নয়।

জন্ম মাত্র রাজা সকলের ধনে,
সকলের প্রাণে পায় অধিকার,
পুতুলের প্রায় দেখে প্রজা-কুল,
পর-প্রাণ লয়ে খেলা, স্বেচ্ছাচার।

রাজার সংশ্রবে, রাজ-সহবাসে,
কেহ কোথা কভু চির সুখী নয়;
রাজার প্রসাদে আজি স্বর্গে যেই,
কালি তার ভাগ্যে নিগ্রহ-নিরয়।

বুদ্ধিমান জন থাকে সদা দূরে,
প্রাণান্তে রাজার সংশ্রবে না যায়,
ধরে মৎস্য কিন্তু নাহি স্পর্শে নীর,
নিরাপদ ভক্তি রাজারে দেখায়।

তুমি কিন্তু, দাদা, বুঝ না সে কথা;
রাজ-সুখ লাগি সদা ব্যস্ত রও;
সুখের সামগ্রী কি আছে কোথায়,
রাজার লাগিয়া তার তত্ত্ব লও।

ভ্রমণেতে গিয়া হিমাদ্রি-কাননে,
দেখিলাম নারী অতুল রূপসী,
বিধাতৃ-কৌশল, সৃষ্টির গৌরব,
ত্রিলোকে অতুল সেই রূপ-রাশি।

নিরখিয়া তৃপ্ত হইল নয়ন ;
রাখিলে না কথা আপনার মনে;
দৌড়িয়া, সে কথা না হইতে বাসি,
নিবেদিলে গিয়া শুম্ভের সদনে।

একে মদ্য-মাংস-সেবী শুম্ভাসুর,
ত্রিভুবনদাহী কামানল তার,
তাহাতে বাসবে করি পরাজয়,
বিশ্বে অব্যাহত প্রভুত্ব তাহার।

এমন জনেরে শুনাইয়া দিলে
সুন্দরী নারীর রূপের সংবাদ,
বুঝিতেই পার কিযে পরিণাম,
সম্ভব তাহাতে কত যে প্রমাদ।

একে হুতাশন বিশ্ব-দাহ-ক্ষম,
তাহাতে ইন্ধন, তাহাতে বাতাস,
অর্পিয়া তাহাতে ঘৃতের আহুতি,
জানি না ঘটালে কি বা সর্ব্বনাশ!

আছিলাম সঙ্গে, না বলিলে কিছু
রাজ-দ্রোহী বলে পাছে দোষ হয়,
কহিয়াছি তাই কথা দুই চারি
তব সঙ্গে মিলি, তাতে ক্ষতি নয়।

কিসের অভাব আছিল রে দাদা!
আমাদের এই সুখের সংসারে?
বুঝি বা সে সুখ আপনার হাতে
ভাঙ্গলে, এখন দোষ দিবে কারে?

কি না ছিল, হায়, দেহে স্বাস্থ্য, বল,
গৃহে ধন, ধান্য, সুখী পরিবার,
দধি-দুগ্ধ-ঘৃত গোধন-প্রসূত,—
জীবনের সুখে কিবা চাই আর?

এহেন সুখের সংসারে আগুন
দিলে লাগাইয়া আপনার হাতে;
জানি না অদৃষ্ট, জানি না কেমনে
ভীষণ সে বহ্নি পারিবে নিবা'তে।"

মুণ্ডের বচনে চণ্ড উত্তেজিত,
বলিল, "রে মূঢ়! জানি চিরদিন,
রাজ-দোষে তোর সুতীক্ষ্ণ দর্শন,
আশৈশব তুই রাজ-ভক্তি হীন।

আমি হেন ভাই আছি বলে নাহি
পশে রাজ-কর্ণে তোর দ্রোহ-কথা,
নতুবা হইত শুম্ভের চরণে
প্রায়শ্চিত্ত তোর দিয়া ছিন্ন মাথা।

চির মূর্খ তুই, বুঝিবি কেমনে
রাজা যে প্রজার কি অমূল্য ধন ;
আপদে বিপদে সর্ব্বদা প্রজারে
প্রাণ দিয়া রাজা করেন পালন।

ধর্ম্ম-অর্থ-কাম-সাধনে প্রজার,
চিরদিন রাজা পরম সহায় ;
না থাকিলে রাজা, অধর্ম্মে পতিত
প্রজা-কুলে রক্ষা কে করিত হায় !

আপনার সুখ, আপনার ভোগ
ভুলিয়া, সাধিতে প্রজার মঙ্গল,
প্রজার লাগিয়া আগে দিতে শির,
ত্রিলোকে সমর্থ রাজাই কেবল।

তস্করের ভীতি, দস্যুর উৎপাত,
দুর্ব্বলের প্রতি বলীর নিগ্রহ,
অমিত্র রাজার অভিযান-স্রোতঃ
রাজা বিনে পারে নিবারিতে কেহ ?

ধন-ধান্যে সুখে আছহ সংসারে,
বল দেখি, ভাই প্রসাদে কাহার ?
না রহিলে রাজ-শক্তির ছায়াতে,
কোথা বা সে সুখ থাকিত তোমার ?"

"যা কহিলে, দাদা, শ্রুতি-সুখ বটে,"
উত্তরিল মুণ্ড বিদ্রূপের স্বরে ;
"কহিতে সুন্দর, শুনিতে সুন্দর,
ভাল কথা সুখী নাহি করে কারে ?

করিলে বক্তৃতা, শুনিলাম ভাল,
কিন্তু সে ত কথা আদর্শ রাজার ;
আদর্শ রাজাই দিয়া নিজ মাথা,
প্রাণ-পণে সাধে মঙ্গল প্রজার।

কিন্তু সেত কথা শুনি চিরদিন,
চর্ম্ম-চক্ষে তাহা দেখিলাম কই ?
দেখি নাই যাহা, করিব বিশ্বাস,
তেমন নির্ব্বোধ ভাই তব নই।

অশ্ব-ডিম্ব আদি অলীক যেমন,
অথবা যেমন ব্রহ্ম নিরাকার,
থাকিলে আদর্শ রাজা সেইরূপ
গ্রন্থ-গত শুধু, কি লাভ প্রজার ?

শুম্ভ নাকি রাজা আদর্শ সেরূপ ?
তুমি জান, দাদা, আমি কি বুঝিব ?
পর-রমণীর নামে ক্ষিপ্ত যেই,
আদর্শ সে রাজা কেমনে বলিব ?

সত্য বটে শুম্ভ মহাবলবান্,
জানি যুদ্ধে তার প্রতাপ অপার ;
কিন্তু সে প্রতাপে, সেই মহাবলে,
ত্রিজগতে কার কিবা উপকার ?

বটে সুর-লোক শুম্ভ-পদানত,
বটে সুর-পতি সিংহাসন-চ্যুত ;
যশঃ, কীর্ত্তি, সুখ, সকলি শুম্ভের,
প্রজা-কুল তাহে নহে উপকৃত।

স্বার্থ-লোভে অন্ধ, পরার্থ বিস্মৃত,
পর-রাজ্যে রাজা করে অভিযান ;
নির্দ্দোষ-শোণিতে কলঙ্কিত ধরা,
কর-ভারে প্রজা কণ্ঠাগত-প্রাণ !

জগৎ যুড়িয়া প্রজা-স্বার্থ এক,
বিরোধ কেবল রাজায় রাজায়
রাজার জিগীষা, দম্ভ, অহঙ্কার,
বিনা অপরাধে প্রজারে মজায়।

নিরীহ নির্ব্বোধ, প্রজা চিরদিন,
আপনার স্বার্থ বুঝিতে না পায় ;
যে বুঝে, সে হয় দুঃখী সমধিক,
মরে সে বুদ্ধির বিষম জ্বালায়।

বুঝিয়াছি স্বার্থ রাজার প্রজার ;
কিন্তু কবে সুখী হইলাম তাতে ?
বুঝিলাম যাহা, ব্যবহারে তার
পারিলাম কই পরিচয় দিতে ?

বুঝিয়াছি যাহা, সর্ব্ব সাধারণে
রাজ-ভয়ে তার বলি বিপরীত ;
লুকায়ে বিশ্বাস, অনিচ্ছায় বলি
হিতকে অহিত, অহিতকে হিত।

অনিচ্ছার কায—শাস্তি নিদারুণ—
মুখে হাসি, কিন্তু মনে বিঁধে শূল ;
বাহ্যিক উৎসাহ, আগ্রহ যাহাতে,
হৃদয় সর্ব্বদা তার প্রতিকূল !

একাকিনী নারী সহায় বিহীন,
তার অত্যাচারে নাহি অভিলাষ ;
কিন্তু থাকি যদি বিরত এ পাপে,
জানিনা ঘটিবে কি যে সর্ব্বনাশ !

অত্যাচারে দ্বেষ, ভক্তি রাজ-পদে,
বিরোধী এ দুই ভাব পরস্পর ;
এ বিষম দ্বন্দ্ব বহু কষ্টে, দাদা,
রেখেছি চাপিয়া প্রাণের ভিতর।

পশু-রাজ সিংহ থাকে বন-মাঝে,
পশু-কুলে তার প্রভুত্ব অপার ;
নিশ্চেষ্ট সকলে, জানিয়া শুনিয়া,
সিংহ কবে কারে করিবে সংহার।

তেমনি জানিয়া রয়েছি নীরব,
বিপদে নিশ্চেষ্ট পশুর মতন ;
আছে বল বুদ্ধি, তথাপি নিশ্চিত
শুম্ভ-পরিতোষে যাবে এ জীবন।"

"সমাজের নেতা" বলে চণ্ড পুনঃ,
"অত্যাচারী যদি, তথাপি মঙ্গল ;
অরাজক রাজ্যে অশেষ উৎপাত,
সেই অত্যাচারী, যার যতবল—"

না হইতে শেষ আরব্ধ কথার,
সমুত্থিত দ্বারে সৈন্য-কোলাহল ;
পালিতে শুম্ভের অমোঘ নির্দেশ,
চণ্ডের আজ্ঞায় সাজে দৈত্য-বল।

দেখি যুদ্ধ-সজ্জা, শুনি সৈন্য-ঘোষ,
উৎসাহে শোণিত না বহে শিরায়,
দেব, দৈত্য, কিম্বা মানবের কুলে
বীরের কলঙ্ক কে হেন কোথায় ?

উৎসাহে ধমনী উঠিল নাচিয়া,
বীরত্ব-স্ফুলিঙ্গ বর্ষিল নয়ন,
দুর্দ্দম মুণ্ডের রাজ-দ্রোহ-স্রোতঃ
স্বজাতির প্রেমে হইল মগন।

সাজি দুই ভাই সমর-সজ্জায়,
ছাড়ি অন্তঃপুর হইলা বাহির,
তুরঙ্গে তুরঙ্গী, মাতঙ্গে মাতঙ্গী,
সম্ভ্রমে পদাতি নমাইল শিরঃ।

মাতি বীর-মদে কাতারে কাতারে,
ছুটে হিমালয়ে সৈন্যের প্রবাহ,
আগে পিছে পাশে দৈত্য-অনীকিনী,
মধ্যে চণ্ড-মুণ্ড সুবিশাল-দেহ।

কিরণে উদ্ভাসি দিগ্‌দিগন্তর,
বিরাজেন যথা বিশ্ব-বিমোহিনী,
হিমাদ্রির সেই মনোজ্ঞ প্রদেশে
উত্তরিল গিয়া দানব-বাহিনী।

একাকিনী বামা পৃষ্ঠে কেশরীর ;
চণ্ড-মুণ্ড দৈত্য বুঝিতে না পারে,
কি মন্ত্রের বলে একাকী সমরে
বধিলা সসৈন্য ধূম্রলোচনেরে

কহে চণ্ড "দেবি! ধন্য তব বল,
বলিহারি যাই সাহস তোমার,
কিন্তু এত দিনে পূরিল নিয়তি,
চণ্ডের সম্মুখে পড়েছ এবার।

এই বাহু-যুগ বীর-দর্পহারী,
নারী-দলনের উপযুক্ত নয়,
সুন্দরী নারীর সুন্দর চিকুরে
শোভেনা বীরের বাহু-বজ্রদ্বয়।

কিন্তু, সুলোচনে! হ'লে প্রয়োজন,
চণ্ডের অসাধ্য ত্রিজগতে নাই;
শুম্ভ-পরিতোষে বীর-ধর্ম্ম ছার,
প্রাণ যদি যায়, হাতে স্বর্গ পাই!

কত যে অকার্য্য শুম্ভের লাগিয়া
করেছে সাধন এই বাহু-দ্বয়,—
মানব হইলে মরিতাম ভয়ে,
দেব হ'লে দয়া দ্রাবিত হৃদয়।

ভাবিওনা মনে, সুগ্রীবের মত
মিষ্ট কথা শুনি যাইব ফিরিয়া,
কিম্বা সেই ধূম্রলোচনের মত
হুঙ্কারে ঝঙ্কারে মরিব পুড়িয়া।

আমি চণ্ড বীর, প্রচণ্ড দানব,
উপস্থিত এই মুণ্ড মোর ভাই ;
দোর্দ্দণ্ড-প্রতাপে কুকাণ্ড-সাধনে
আমাদের তুল্য ব্রহ্মাণ্ডেতে নাই।

আসিয়াছি যদি, লইব নিশ্চয়,
স্বেচ্ছায় না গেলে আকর্ষিব কেশ ;
শুম্ভ-দাস মোরা, আমাদের প্রাণে
নাহি ধর্ম্ম-ভয়, নাহি দয়া-লেশ।"

এত বলি চণ্ড করিল ইঙ্গিত,
দানবের সৈন্য বেষ্টিল বামারে ;
শেল, শূল, অসি করিয়া উত্থিত
সমুদ্যত সবে ধরিতে তাঁহারে।

হইলা কুপিত বিশ্বের জননী,
দৈত্যের ধৃষ্টতা করি নিরীক্ষণ ;
ক্রোধ-ভরে ঘন কাঁপিল মেদিনী,
কোপে কৃষ্ণবর্ণ হইল বদন।

ভ্রুকুটী-কুটিল ললাট হইতে
বাহিরিলা কালী করাল-বদনা ;
অসি-পাশ আর খট্টাঙ্গ-ধারিণী,
নর-মুণ্ড-মালা-ভূষণা, ভীষণা ;

কটী-তটে ব্যাঘ্র-চর্ম্ম পরিধান,
শুষ্ক-মাংস, অতি ভৈরব আকার,
ভয়ঙ্করী, অতি বিস্তার-বদনা,
লোহিত রসনা, মূর্ত্তি চমৎকার।

কোটর-ভিতরে প্রবিষ্ট নয়ন,
রক্তবর্ণ, যেন জবা বিকশিত;
ঘন ঘন নাদে পূর্ণ দশ দিক্,
ভৈরব সে রবে মেদিনী কম্পিত।

প্রবেশিয়া বেগে দৈত্য-সেনা-মাঝে,
আরম্ভিলা কালী দৈত্যে মহামার;
ধরিয়া ধরিয়া পূরিয়া বদনে,
করিতে লাগিলা দানব সংহার।

ঘণ্টাঙ্কুশ-যোধ-সজ্জা-সমন্বিত
করিগণে ভীমা ধরি এক হাতে,
সমর-লীলায় লুফিয়া লুফিয়া
ফেলিতে লাগিলা ভীষণ বক্ত্রেতে।

যোধসহ অশ্ব, রথী সহ রথ,
লড্ডুকের মত নিক্ষেপি বদনে,
লাগিলা চর্ব্বিতে হড় মড় কড়,
ভৈরব সে রবে তালি লাগে কাণে।

কাহার চিকুরে, গ্রীবায় কাহার,
ধরিয়া ধরিয়া করিলা সংহার ;
বুকের দাপটে কেহ বা মরিল,
কেহ মরে লভি চরণ প্রহার।

অসুর-নিক্ষিপ্ত মহাস্ত্র সকল,
লইলা সরোষে ভীষণ বদনে ;
নিমেষের মাঝে চূর্ণ সে সকল
বজ্রসম তাঁর দন্তের চর্ব্বণে !

বলশালী সেই দানবের দল
একাকিনী কালী করিলা অস্থির ;
মর্দ্দনে, ভক্ষণে, তাড়নে বামার
মরিতে লাগিল যত দৈত্য বীর।

অসির আঘাতে নিহত কেহ বা,
গতাসু কেহ বা খট্বাঙ্গ-তাড়নে,
কাল-দণ্ড সম দন্তের আঘাতে
প্রস্থিত কেহ ব শমন-সদনে।

ক্ষণেকে ভীষণ দৈত্য-সৈন্য-চয়
কালীর সংগ্রামে দেখি নিপতিত,
রুষি চণ্ড বীর দৈত্য-সেনাপতি,
কালী-অভিমুখে হইল ধাবিত।

ক্রোধে কম্পমান চণ্ড মহাবীর
ছাড়ি শর-জাল গগন ছাইল ;
সহস্র সহস্র চক্র নিক্ষেপিয়া
ভীমাক্ষী কালীরে মুণ্ড আচ্ছাদিল ;

দানব-নিক্ষিপ্ত শর-জালে যদি
ঘন ঘনাকারে ছাইল বিমান,
পৃথিবী আকাশ ব্যাপিয়া কালিকা
করিলা ভীষণ বদন ব্যাদান ;

অগণিত সৌর-ময়ূখ যেমন
নিবিড় বিশাল জলদে প্রবেশে,
চণ্ড-মুণ্ড-ক্ষিপ্ত শর-চক্র-চয়
পশিতে লাগিল কালিকার গ্রাসে।

হাসিলা ভীষণ ভৈরব-নাদিনী,
দুর্দ্দর্শ দশন করিয়া প্রকাশ,
অট্টট্ট ধ্বনিতে বিকট সে হাসি
ছাইল ধরণী, দীপিল আকাশ।

ক্রোধ-ভরে দেবী আরোহি কেশরী,
চণ্ডে লক্ষ্য করি হইলা ধাবিত,—
শ্বেত গিরি যেন লাগিল চলিতে,
মহা মেঘে পৃষ্ঠ করিয়া শোভিত।

ক্রোধে কেশ-মুষ্টি করি আকর্ষণ
অসির আঘাতে কাটিলেন শিরঃ,
দেবারি-সৈনিকে হ'ল হাহাকার,
পড়িল ধরায় চণ্ডের শরীর।

ভ্রাতৃ-বধে মুণ্ড ব্যথিত হৃদয়ে
বিপুল বিক্রমে আক্রমিল কালী ;
অসির আঘাতে ছিন্ন তরু প্রায়,
পড়িল ভূতলে মুণ্ড মহাবলী।

চণ্ড-মুণ্ডে রণে নিরখি নিহত,
ভীত দৈত্য-সেনা রণে ভঙ্গ দিল ;
পলাইতে পথ নাহি পায় ভয়ে,
যে দিকে যে পারে দৌড়িয়া ছুটিল

একা কালী, যেন অনন্ত মূরতি,
সকলেই ভাবে পিছে ধাবমান,
হুঙ্কারে, গর্জ্জনে, অট্টহাস-রবে,
অসংখ্য অসুর হারাইল প্রাণ।

চণ্ড-মুণ্ড-শির করে লয়ে কালী
দাঁড়াইলা গিয়া চণ্ডিকার পাশে,
মুণ্ড দুটি পদে উপহার দিয়া
কহিলা প্রচণ্ড অট্ট অট্ট হাসে ;—

"চণ্ড আর মুণ্ড দুই মহা পশু
বাঁধিয়াছি দেবি ! লও উপহার ;
যুদ্ধ-যজ্ঞে তুমি আপনার হাতে
শুম্ভ-নিশুম্ভেরে করিবে সংহার।"

চণ্ড-মুণ্ড-শির করিয়া দর্শন,
সহর্ষে চণ্ডিকা কহিলা কালীরে,—
"চণ্ডমুণ্ডাসুরে বিনাশিলে, দেবি !
চামুণ্ডা আখ্যান দিলাম তোমারে।"

ইতি চণ্ড-মুণ্ড-বধ নামক সপ্তম সর্গ।

অষ্টম সর্গ।

গৃধ্র-কণ্ঠ নামে দৈত্য চণ্ড-মুণ্ড সঙ্গে ছিল ;
প্রাণ-ভয়ে হয় নাই যুদ্ধ-ভূমে অগ্রসর ;
সবার পশ্চাতে থাকি, সাহসে নির্ভর করি,
মার মার শব্দে ঘোর ভাঙ্গিয়াছে কণ্ঠ-স্বর।

কালীর সংগ্রাম দেখি ভয়ে বীর সংজ্ঞাহীন,
পড়েছিল মৃত সৈন্যে স্পন্দহীন মৃতপ্রায় ;
দেখিয়া যুদ্ধের শেষ—চণ্ড-মুণ্ড-পরিণাম—
পলায়েছে বীর-দর্পে এড়ায়ে মৃত্যুর দায়।

শুম্ভের সম্মুখে গিয়া ভগ্ন-কণ্ঠে ভগ্ন-দূত
নিবেদিল যুক্ত-করে, "মহারাজ! নমস্কার ;
কি বর্ণিব দৈত্য-পতি! যুদ্ধ নহে, মহামারী ;
ভাঙ্গিয়া গিয়াছে স্বর দেখিছ প্রমাণ তার।

কুলাঙ্গার চণ্ড-মুণ্ড কুক্ষণে কি কাল-বার্ত্তা
আনিয়া, দনুজ-পতি! তোমারে ক্ষেপায়েছিল ;
সেই দুষ্কর্ম্মের ফলে আজিকার ঘোর রণে
ধরাশায়ী দুই ভাই ছিন্ন মুণ্ড দণ্ড দিল।

বড় বল, বাহু-বল, লোকে বলে, শাস্ত্রে বলে,
বাহু-বল তুল্য আর দ্বিতীয় সম্বল নাই ;
কি কহিব, মহারাজ ! আজিকার ঘোর রণে
ছিল পদ—বিষ্ণুঃ—বাহু, জীবন বাঁচিল তাই।

কিন্তু যে নারীর কথা শুনিয়া পাগল তুমি,
মহারাজ ! কি কহিব তার-রূপ-গুণ-কথা,
মুক্ত-কেশ মেঘ-রাশি, মূর্ত্তি যেন অমানিশা,
পরিধান বাঘ-ছাল, মালা মানুষের মাথা।

আকাশ-পাতাল-যোড়া হা খানি সে চন্দ্রমুখে,
ধবল দন্তের শোভা নিরখিলে উড়ে প্রাণ,
নয়ন-কোটরে জ্বলে প্রদীপ্ত মশাল দুটি,
শুনি সে মুখের হাসি দৈত্য-কুল কম্পমান।

হস্তী, অশ্ব, রথ, রথী চর্ব্বণ করিল বামা,
শব্দিল বালক-মুখে ভৃষ্ট তণ্ডুলের প্রায় ;
কি কহিব, দানবেশ ! ত্রিলোকের পতি তুমি,
হেন রূপ-গুণবতী তোমারেই শোভা পায়।

নিয়তি ডাকিয়া তারে আনিল তোমারি লাগি,
যোগ্যে যোগ্য এত দিনে মিলাইলা প্রজাপতি ;
নিজে তুমি, মহারাজ ! বীর-রসে তুষ্ট সদা,
সে রসেতে বিলক্ষণ নিপুণ সে রসবতী।

কিন্তু মনে শঙ্কা হয়, দৈত্যেশ ! দেখিলে তারে,
ছাড়িয়া সে রঙ্গ-রস ফিরিতে পাবে না আর ;
কালীর করাল প্রেমে আত্ম-বিসর্জ্জন করি,
করিবে সোণার এই দৈত্য-রাজ্য ছারখার।

অতএব নিবেদন, আপনি যাবার আগে
রাজ-পাঠ-রক্ষণের ব্যবস্থা করিতে হয় ;
দেখিয়া শুনিয়া সব বলিলাম হিত কথা,
আপনি আপন প্রভু, কর যাহা মনে লয় !

শত্রু আক্রমিতে গেলে পার্ষ্ণি-দেশ-রক্ষা চাই,
রাখিয়া যাইতে হয় সুরক্ষিত রাজধানী,
পশ্চাতে প্রবল রিপু যেন আক্রমিতে নারে,—
এই বটে পরামর্শ, রাজনীতি এই জানি।

যদি সে মন্ত্রণা হয়, রাজধানী-রক্ষা-ভার
অর্পিলে এ দাস প্রতি বিপদের নাহি ভয় ;
দেবতা, গন্ধর্ব্ব, কিম্বা যে কেহ আসুক রণে,
বিক্রমে আক্রমি তারে পাঠাইব যমালয়।

কালীর সংগ্রাম পরে যুদ্ধ-বার্ত্তা কহিবারে,
ঊর্দ্ধশ্বাসে দিয়া দৌড় ফুটিয়াছি কাঁটা পায়,
দৈত্যেশ ! সমর-ভূমে যাইতে অনিচ্ছা তাই ;
নতুবা, যুদ্ধ ত খেলা, বীরের কি ভয় তায় ?”

ভগ্নদূত-বাক্য শুনি দৈত্য-কুলে কাণাকাণি ;
নিরাপদ আস্ফালন দেখি তার হাসি পায় ;
কিন্তু সে সংহার-মূর্ত্তি কালীর বিক্রম শুনি,
অদ্ভুত বিস্ময়-রসে সে হাসি ডুবিয়া যায়।

কহিলা গর্জ্জিয়া শুম্ভ, ক্রোধে প্রস্ফুরিতাধর,—
"কি কহিলি ভগ্নদূত! এত বড় স্পর্দ্ধা তোর,
আমারি কিঙ্কর হ'য়ে, বৈরীর বীরত্ব মম
প্রশংসিলে পঞ্চমুখে দাঁড়াইয়া অগ্রে মোর?

শুম্ভের সম্মুখে আসি বৈরি-গুণ-বর্ণনায়
কাঁপিল না বুক তোর, উড়িল না ভয়ে প্রাণ?
দূর হ সম্মুখ হ'তে দৈত্য-কুল কুলাঙ্গার!
করিব, দেখা'লে মুখ, সমুচিত দণ্ড দান।"

ভয়ে জ[illegible]র-কণ্ঠ কম্পমান থর থর,
পাইল নিষ্কৃতি দূত সভা হ'তে পলাইয়া।
গভীর চিন্তায় মগ্ন দৈত্য-পতি আর বার
আরম্ভিলা উপস্থিত দৈত্যগণে সম্বোধিয়া ;—

"কি বলহে বীরগণ! ত্রিভুবন করি জয়,
অবশেষে নিস্তেজ কি দৈত্য-কুল-পরাক্রম?
অজেয় নির্জ্জর-কুল জর্জ্জর যাহার বাণে,
শেষে কি অজ্ঞাত-কুল রমণী তাহার যম?

বাসবের বজ্র কাড়ি লইল যে এই বাহু,
পরিণাম তাহার কি রমণী-চরণে ধরা ?
তপোলব্ধ বীর্য্য-বলে অর্জ্জিলাম যে গৌরব,
একাকিনী রমণীর দর্পে কি সে সব সারা ?

ভুবন-দহন-ক্ষম যে বীর্য্য সহায় করি,
নিরাস্ত্র দেবতা, স্বর্গ করিলাম অধিকার ;
বিনা শৃঙ্খলেতে বদ্ধ রাখিয়া দেবতা-কুল,
করিলাম দেব-রাজ্য দেবতার কারাগার ;

অক্ষুণ্ণ এখনো আছে শুম্ভের সে বীর্য্য-বল ;
কোন জাতি, কোন লোক, কোন সৃষ্টি বিধাতার
থাকিত নির্জ্জিত যদি, এখনো সে বীর্য্য-বলে
কাঁপাইয়া বিশ্ব, তারে করিতাম অধিকার।

কি কহিব, বীরগণ ! প্রতিদ্বন্দ্ব নারীসহ !
এত কি কলঙ্ক লেখা আছিল শুম্ভের ভালে !
কঠোর তপস্যা করি যে বীরত্ব লভিলাম,
নারীর বীরত্বে তাহা পর্য্যুদস্ত এতকালে !

কেশরী আরোহি নারী একাকিনী করে রণ,
হুঙ্কারেতে করে ভস্ম দুর্জ্জয় দানব-বীরে,
হস্তী, অশ্ব, রথ, রথী চর্ব্বিয়া গিলিয়া খায়,—
কেমন সে নারী, আমি স্বচক্ষে দেখিব তারে।

থাকিত সে নারী যদি জন-পূর্ণ লোকালয়ে,
দহিয়া সে জনপদ করিতাম ছার খার,
প্রকাশি দানব-নীতি, বাল-বৃদ্ধ নর-নারী,
সদোষ নির্দ্দোষ মারি করিতাম একাকার।

কি করি, বিজন বনে একাকিনী রহে বামা,
সহায়-সম্বলহীন, পশু মাত্র সহচর ;
রাজ্য, ধন, পরিজন, ছত্র, দণ্ড, সিংহাসন,
কিছু নাই, ভয়হীন, যুঝে তাই ঘোরতর।

সংগ্রামের সাধ তার আজি যুদ্ধে ঘুচাইব,
কেশে ধরি আছাড়িয়া দেখাব শুম্ভের বল ;
উপাড়িয়া হিমাচল ডুবাব সমুদ্র-জলে,
দেব সহ দেব-লোক পাঠাইব রসাতল।

সাজহ দানব-বৃন্দ নিজ নিজ দল-বলে,
সর্ব্ব সৈন্য সহ আজি পশিব রমণী-রণে,
যে জান ধরিতে অস্ত্র সেই সাজ রণ-বেশে,
দৈত্য-রাজ্যে যুদ্ধ-ক্ষম যেই থাক যেই খানে

মহাবাহু, মহাবল, মহাহনু, মহোদর,
লম্বকর্ণ, তালজঙ্ঘ, শালবাহু, দীর্ঘপদ,
উগ্রদন্ত, বক্রদন্ত, দীর্ঘদন্ত, ঘোররব,
উগ্রবীর্য্য, মহাস্ফাল, মহাদন্ত, মহামদ,

চিক্ষুর, চামর, চর্চ্চী, চপল, চণ্ডাক্ষ, বলী,
চিকটাক্ষ, বিকটাস্য, ঊর্দ্ধনাস, ভয়ঙ্কর,
বিড়ালাক্ষ, পিঙ্গলাক্ষ, তাম্রকেশ, দীর্ঘকেশ,
দীর্ঘজট, সর্পজট, দীর্ঘলোমা, শ্যেনস্বর,

বাস্কল, করাল, তাম্র, অসিলোমা, শূলনখ,
বজ্রদন্ত, বজ্রবাহু, উদগ্র, উদ্ধত আর,
উগ্রাস্য, অন্ধক, খল, সিংহদংশ, মহানাদ,
দুর্দ্ধর, দুর্ম্মুখ, দম্ভী, দুর্ব্বচন, দুরাকার,

ভীষণ, বিকট-দন্ত, দুর্ম্মদ, ভৈরব-কণ্ঠ,
শূকরাস্য, শ্যেন-চঞ্চু, মর্কট, শার্দ্দূল-স্বর,
দুর্দ্ধর্ষ, বায়সরব, দুর্জ্জয়, দুর্ভেদত্বক্,
দুর্দ্দর্শন, দুর্ভাষণ, দুর্ম্মনাঃ, দর্শন-জ্বর,—

সাজ আজি রণ-সাজে সর্ব্ব-দৈত্য বীরোত্তম ;
লও অস্ত্র বাছি বাছি যার শিক্ষা যে প্রকার ;
হয় যেন চতুরঙ্গ সৈন্য-বলে ভয়ঙ্কর,
দেবতা-গন্ধর্ব্ব-ত্রাস রণ-সজ্জা আজিকার।

দৈত্য-কুলে মাতৃগণ সবে বীর-প্রসবিণী ;
দৈত্য-বীর কেহ কভু করে না যুদ্ধেতে ভয় ;
দেব-যুদ্ধে দৈত্য নাহি করে পৃষ্ঠ প্রদর্শন ;
শুম্ভের চালনে দৈত্য নাহি জানে পরাজয়।

আজিকার যুদ্ধ-সজ্জা নহে সংগ্রামের তরে,
উদ্দেশ্য কেবল তার দেবে ভীতি-প্রদর্শন ;
নতুবা উদ্যোগ এত নহে রমণীর ভয়ে,—
সমর্থ শুম্ভের বাহু সাধিতে সে প্রয়োজন।

ত্রিভুবন করি জয় আছি সুখে নিষ্কণ্টক :
স্বর্গ-জয় পরে আর ধরি নাই প্রহরণ ;
অচালনে দানবাস্ত্র হইয়াছে প্রভাহীন,
নিস্তেজ দানব-বাহু ভাবে পাছে দেবগণ ;

উপলক্ষ করি তাই নারী-সহ বিসম্বাদ,
ঘোরতর রণ-রঙ্গে সাজিব প্রচণ্ড দাপে ;
রণ-ভূমে উপস্থিত দৈত্য-সেনা নিরখিয়া
সুর-পুরে পুরন্দর সবান্ধবে যেন কাঁপে !

ষড়াশী দৈত্যের কুল, কম্বু-কুল চতুরাশী,
পঞ্চাশ অসুর-কুল, সবে বল-বীর্য্যবান্ ;
এক এক কুলে শোভে কোটী কোটী মহাবীর,
সমর্থ ধরিতে অসি, শক্তি, শূল, ধনুর্ব্বাণ ;

ধৌম্রদের শতকুল, সংগ্রামে নিপুণ সবে ;
কালক, দৌর্হৃদ, মৌর্য্য, কালকেয়, কুল যত,
যার যত দল-বল, অস্ত্র-শস্ত্র, বেশ-ভূষা,
সমস্ত লইয়া আজি সবে হও সুসজ্জিত।

ধরিতে জানিয়া অস্ত্র, বিকল প্রাণের ভয়ে,
দৈত্য-কুলাঙ্গার কেহ যদ্যপি লুকায়ে থাকে,
ফিরিয়া সংগ্রাম জিনি, শিরশ্ছেদ করি তারে,
সত্য সত্য সবান্ধবে পাঠাইব যম-লোকে।”

দানবের রণ-বাদ্য ঢকাতে পড়িল কাঠি ;
পরিপূর্ণ দৈত্য-পুর সাজ সাজ কলরবে ;
প্রহরণ ধরিবারে সমর্থ দানব যত,
শুম্ভের আদেশে শীঘ্র সাজে সবে সমরেতে।

রাজ-দুর্গ-পুরোভাগে সুবিস্তীর্ণ, সমতল,
যুদ্ধ প্রদর্শন-ভূমি ; দলে দলে দৈত্য তায়
ক্রমশঃ মিলিত, লয়ে চতুরঙ্গ দল বল,
স্থির পদে খাড়া সবে সঙ্কেতের প্রতীক্ষায়।

দৈত্য-পতি-ক্রোধানলে যেন ফুটাইয়া খই,
দড় বড় অবিরাম বাজে দানবের কাড়া ;
বাজে ঢাক, বাজে ঢোল, কাঁসর, থমক, বাঁশী,
তুমুল সে রণ-ঘোষে তোল পাড় দৈত্য-পাড়া।

মিশিয়া সে বাদ্য-রবে নায়কের সিংহনাদ,
সৈনিকের জয়ধ্বনি, তুরঙ্গের হ্রেষারব,
মাতঙ্গের প্রাণ-কম্পী গম্ভীর বৃংহন-ধ্বনি,
ক্ষণেকে আকাশে ভূমে কম্পিত করিল সব।

বাজিল সঙ্কেত-তূর্য্য দানবের দুর্গ-চূড়ে,
উড়িল সঙ্কেত-কেতু দুর্গের তোরণ-শিরে,
শব্দিল চলন-বাদ্য ধমাধম ঝমাঝম,
সৈন্যের সে পারাবার টলিয়া উঠিল ধীরে।

"জয় শুম্ভ দৈত্য-পতি" গর্জ্জিল সৈনিকগণ ;
যুগপৎ উচ্চারিত দৈত্যের সে কণ্ঠ-স্বরে,
পাতালে বাসুকি কাঁপে, স্বর্গে কাঁপে পুর-রিপু,
ভয়েতে বিহ্বল সব জীব জন্তু চরাচরে।

প্রথমে তুরঙ্গ-দল লয়ে পৃষ্ঠে আশোয়ার,
রণ-রঙ্গে ঘোর মত্ত চলে সবে সারি দিয়া,
পদের ইঙ্গিতে বুঝে আরোহীর মনোভাব,
ঊর্দ্ধমুখে ক্ষণে চলে, ক্ষণে গ্রীবা বাঁকাইয়া।

আস্কন্দিত, ধৌরিতক, রেচিত, বল্গিত, প্লুত—
যখন যে গতি, তুল্য পদ-ক্ষেপ সবাকার ;
ঘোটকের ক্ষুরাঘাতে উৎক্ষিপ্ত ধূলিকা-রাশি,
করিল আকাশ ঢাকি দিবসেতে অন্ধকার।

সমর-নর্ত্তন-রঙ্গে চির পটু তুরঙ্গম
আসন্ন সমর বুঝি নাচিয়া নাচিয়া চলে,
পৃষ্ঠোপরি আশোয়ার সর্ব্বাঙ্গ কঞ্চুকে আঁটা,
হস্তে শূল, কটি-তটে নিষ্কোষিত অসি দোলে।

তার পাছে রথি-বৃন্দ ; পতাকা রথের চূড়ে
আরোহীর নামাঙ্কিত ; সারথি রথীর আগে
ধরিয়া অশ্বের রশ্মি করে পৃষ্ঠে কশাঘাত ;
চলে দৈত্য লক্ষ লক্ষ সমবেগে একযোগে।

যার যত অস্ত্র-শস্ত্র স্তূপীকৃত রথ-মাঝে,
অশ্ব-পদ-তালে মিলি বাজে শব্দ ঝনাঝন ;
গম্ভীর ঘর্ঘর নাদে লক্ষ লক্ষ রথ-চক্র
করে গতি, ধরা-গর্ভে গর্জ্জে যেন প্রভঞ্জন।

রথি-বৃন্দ-পৃষ্ঠ-ভাগে সজ্জিত কুঞ্জর-রাজি,
অবতীর্ণ যেন ভূমে সচল জলদ-চয় ;
ঘন ঘোর বৃংহণেতে অনুকারি বজ্র-নাদ,
হেলিয়া দুলিয়া চলে করি নভঃ রজোময়।

সর্ব্ব-শেষে পদাতিক, সৈকতে বালুকা যেন,
সংখ্যাহীন, করে শেল-শূল- ভল্ল, পৃষ্ঠে ঢাল,
অভেদ্য আয়স বর্ম্মে আপাদ-মস্তক ঢাকা,
কটি-তটে ঝলমল চন্দ্রহাস করবাল।

ঢালী, শূলী, শক্তিধারী, কাতারে কাতারে চলে,
হস্তে ধনুঃ, পৃষ্ঠে তূণ চলিল ধানুকী-দল ;
পতাকা ধরিয়া করে অসংখ্য পতাকী চলে,—
সৈন্য-পদ-ভরে ধরা করিলেন টলমল।

নগরের একপ্রান্তে নিশুম্ভের অন্তঃপুর ;
গগন-পরশী তার উন্নত প্রাচীর-চয় ;
দেব-দৈত্য-রবি-শশি-বিহঙ্গ-সঞ্চারহীন,
চন্দ্র-সূর্য্য-নীল-রক্ত-মণি-রাগে দীপ্তিময়।

সুবর্ণের গৃহ-দ্বার, সুবর্ণের খাট পাট,
রতনে খচিত সব ;—শূন্য এবে রত্নাকর !—
নিশুম্ভ-সম্পদ হেরি, আপন দারিদ্র্য স্মরি,
লজ্জায় মরিয়া যেন রহে চৈত্ররথেশ্বর !

দ্বারে দ্বারে দ্বারবতী দৈত্যানী ভীষণকায়,
করে শূল, পৃষ্ঠে ঢাল, নয়নে মৃত্যুর বাণ,
তেজোবীর্য্য-মদ-গর্ব্বে উদ্ধত প্রকৃতি সদা,
ক্রোধিত নাগিনী যেন উদ্যত লইতে প্রাণ।

নর্ত্তক, বাদক, আর গায়ক, রমণী সবে ;
রমণীর প্রতীহার, পরিচর্য্যা রমণীর ;
রমণীর পরাক্রমে রক্ষিত নিশুম্ভ-পুর,
শোভে সে রমণী-কুঞ্জে একাকী নিশুম্ভ বীর।

স্ফটিক-নির্ম্মিত গৃহে, রত্নময় সুখাসনে,
উপবিষ্টা বীরভদ্রা, নিশুম্ভের প্রাণেশ্বরী ;
সম্মুখে, দক্ষিণে, বামে, সারি সারি নর্ম্মসখী,
বসিয়াছে অলঙ্কৃত রূপে গৃহ দীপ্ত করি।

বসিয়া চরণ-প্রান্তে বিরজা প্রাণের সখী,
সাজায়ে গুটিকা-চয় গাঁথিছে মণির হার ;
এক এক মণি বাছি অর্পিয়া বিরজা-করে,
কহিছেন বীরভদ্রা পূর্ব্ব ইতিহাস তার।—

"এই মণি, প্রিয় সখি ! শচীর যৌতুক ধন,
বড়ই আদরে গলে পরিতেন পুরন্দর ;
দেব-দৈত্য-যুদ্ধ-কালে বাসবের কণ্ঠ হ'তে
প্রবল বিক্রমে ছিঁড়ি লইলেন প্রাণেশ্বর।

দিবা নিশা নাহি ভেদ, সমভাবে দীপ্তি এর,
হারায়ে এ হেন মণি হতপ্রভ পুরন্দর ;
রে সখি ! সৌভাগ্যবতী কে আর আমার মত ?
হেন রত্নে ভূষি পতি সার্থক করিব কর !—

এই রত্ন নাগ-পতি বাসুকির শিরে ছিল ;
আছিল পাতাল রাজ্য এর তেজে উদ্ভাসিত ;
তপন-শশাঙ্ক-গতি যদিও সে দেশে নাই,
এক মাত্র এই মণি অন্ধকার ঘুচাইত।

পাতাল বিজয় যবে করিলা প্রাণেশ মম,
লইলা এ রত্ন কাড়ি বাসুকি-মস্তক হ'তে ;
মণিহারা মৃতপ্রায় নাগেন্দ্র বাসুকি এবে,
বহিছে ধরার ভার রহি গাঢ় তিমিরেতে।—

এই মণি ছিল গাঁথা বরুণানী-মুকুটেতে,
আছিল ইহার তেজে উজ্জ্বল বরুণালয় ;
পরাস্ত বরুণ যুদ্ধে দিলা ভেট এই মণি ;
এবে সে বরুণালয় প্রগাঢ় তিমিরময় !—

এই রত্ন ধন-পতি সতত গলায় বাঁধি,
রাখিতা অতুল যত্নে ঘোর কৃপণের প্রায় ;
অথবা সর্ব্বস্বত্যাগী বিরক্ত সন্ন্যাসী যথা
রাখে কণ্ঠে শালগ্রাম মোক্ষ-লাভ-প্রতীক্ষায়।

উত্তর-বিজয়-কালে প্রাণেশের প্রতাপেতে,
পরাস্ত ধনেশ, ধন-প্রাণ-ভয়ে থর থর ;
বড় আদরের তার লইয়া এ রত্নোত্তম
ছাড়িয়া দিলেন তারে কৃপা-সিন্ধু প্রাণেশ্বর।"

বলিতে বলিতে বামা আত্মহারা উল্লাসেতে ;
মণির বর্ণনে মুখে বাক্যের ফুয়ারা ছুটে ;
প্রেমাস্পদ-গুণালাপে কাহার বাগ্মিতা কম ?
ক্ষুধার্ত্ত আহার ভুলে, শয্যা ছাড়ি রোগী উঠে !

মণির বর্ণন-ছলে বীর-পত্নী বীরভদ্রা,
বর্ণিয়া স্বামীর গুণ ভাসিছেন সুখ-নীরে ;
বদন-মণ্ডলে তাঁর প্রেম, প্রীতি, মদ, গর্ব্ব,
পরস্পরে মিশামিশি, শোভিতেছে একাধারে।

আবার কহিলা ভদ্রা, "সখিরে ! প্রাণেশ মোরে
এতই বাসেন ভাল, এতই আদর তাঁর,
এতই যতন করি, যেথানে যা পান ভাল,
আনিয়া, দাসীর করে দেন তাহা উপহার।

হার ছিঁড়ে, শঙ্খ ভাঙ্গে, শীর্ষের সিন্দূর মুছে,
সধবার এ সকল নহে কভু সুলক্ষণ ;
সতত জাগিছে প্রাণে প্রাণেশের অমঙ্গল,
নিষ্কারণ হৃৎকম্প হইতেছে ঘন ঘন।

প্রগাঢ় তমসা আসি ঢাকিবার আগে ধরা,
মলিন প্রদোষ-ছায়া আচ্ছাদিত করে তারে ;
অদৃষ্টের অন্তরালে দেখা দিলে অমঙ্গল,
অলক্ষ্যে বিষাদ-ছায়া হৃদয় আচ্ছন্ন করে।

কোথা মম প্রাণেশ্বর, সখিরে ! প্রভাতে আজি
ছাড়িয়া অবধি তাঁরে ব্যাকুল হয়েছে প্রাণ ;
দেখিতে সে চাঁদ-মুখ বাসনা হয়েছে বড় ;
যা রে সখি ! তাঁরে হেথা বারেক ডাকিয়া আন।"

"বৃথা চিন্তা ঠাকুরাণী !" কহিল বিরজা হাসি ;
"অকারণ সৃষ্টি কেন করিতেছ কল্পনার ?
বরুণে, অনলে, যমে মৃত্যু-ভয় নাহি যার,
অমঙ্গল ভাবি তার কেন চিন্তা আপনার ?

স্বর্গ-মর্ত্ত্য-রসাতল জিত যার বাহু-বলে,
ত্রিদিব-সম্পদ-রাশি সদা যার পদ-তলে,
রোগ-শোক-জরা-মৃত্যু পরাস্ত কৌশলে যার,
এত আস্থা আপনার কেন তার অমঙ্গলে ?

বীর-পত্নী বীরভদ্রা, নিশুম্ভের যোগ্য নারী,
এত শঙ্কা, এত ভয় সাজে কি গো আপনারে ?
স্বামি-রত্ন আপনার অক্ষয় অমর ভাবি,
পাষাণে বাঁধিয়া বুক বসে থাক নিজ ঘরে।"

লাগিয়া কঞ্চুক সহ অসির ঝনন-ধ্বনি
সহসা উঠিল বাজি গৃহের প্রবেশ-দ্বারে ;
দেখিলা চাহিয়া ভদ্রা—নিকটে দূরের গঙ্গা—
রণ-সাজে বীর-বেশে নিশুম্ভ প্রবিষ্ট ঘরে।

সসম্ভ্রমে সখীগণ দাঁড়াইল এক পাশে ;
ভূষণের ঝনঝনে হইল মঙ্গল-ধ্বনি ;
সহসা পাইয়া করে আকাশের চাঁদ যেন,
সাগ্রহে আসন ছাড়ি দাঁড়াইলা ভদ্রারাণী।

"আসিতে দাসীর কাছে কেন আজি বীর-বেশ,"
কহিলা কম্পিত কণ্ঠে বীরভদ্রা, "প্রাণেশ্বর !
সুমধুর আলিঙ্গনে তোষিতে দাসীর প্রাণ
এ কি বেশ ! এ কি বেশ পরাজিতে ফুল-শর ?"

ধরি বীরভদ্রা-করে কহিলা নিশুম্ভ বীর,—
"প্রেম-রঙ্গে নহে, প্রিয়ে! চলেছি এ বেশে সাজি,
অগ্রজের সৈনাপত্যে, তাঁহারি নিদেশ-ক্রমে,
চলেছি তাঁহারি সঙ্গে সমর-প্রাঙ্গনে আজি।

দেখ চাহি ধূলা অই, মেঘ নহে, নভোময়,
শুনিতেছ সৈন্য-ঘোষ, নহে উহা মেঘ-ধ্বনি;
চাহি দেখ উত্তরেতে, ঊর্দ্ধগামী স্রোতঃ যেন,
চলিছে হিমাদ্রি মুখে দানবের অনীকিনী।

দুর্গের সন্মুখে অই দেখিছ যুগল রথ;
হীরক-নির্ম্মিত চূড়া, রক্তিম পতাকা যার,
দাদার সে রথ খানি বিশ্বকর্ম্ম-বিনির্ম্মিত,
দেখিলেই ভয়ে কম্প নর-নাগ-দেবতার।

তার পাশে স্বর্ণ-চূড়, নীলাম্বর, নীল-ধ্বজ,
নীলমণি অনুবিদ্ধ, নীলাসন, নীল-হয়,
দেখিছ যে রথ খানি, প্রাণাধিকে! সেই রথে,
একাকী নিশুম্ভ তব করেছে ত্রিলোক জয়।

রথে চড়ি করিছেন আমার প্রতীক্ষা দাদা;
সজ্জিত সমর সাজে দেহ-রক্ষী সৈন্যগণ;
অপেক্ষা এখন শুধু তোমার আজ্ঞার, প্রিয়ে!
বিদায় করহ দিয়া সচুম্বন আলিঙ্গন।"

"কোন্ লোক, কোন্ রাজ্য," উত্তরিলা বীরভদ্রা,
"ত্রিলোকের সীমাতীত কোন্ সৃষ্টি বিধাতার,
কোন্ রাজা, কোন্ জাতি, কোন্ কুলে কোন্ বীর
রহিয়াছে অবশিষ্ট পরাজয় করিবার ?

সুর-নর-নাগ-লোকে অব্যাহত অধিকার ;
দেবতা-গন্ধর্ব্ব আদি সব জাতি পরাজিত ;
বিজয়ের নেশা তবু গেল না কি, প্রাণেশ্বর !
রণ-মদে মাতোয়ারা তবু কি হৃদয় এত ?"

"এ নহে সে রূপ যুদ্ধ," কহিলা হাসিয়া বীর,
"দৈত্য-রাজ্য নিষ্কণ্টক আমাদের বাহু-বলে ;
অজ্ঞাত রমণী এক উপস্থিত হিমালয়ে,
আনিতে ধরিয়া তারে যাইতেছি রণ-স্থলে।"

"নূতন সংবাদ বটে," হাসি উত্তরিলা রামা ;
"মূষিক-সংহারে যথা সমুদ্যত অগ্নিবাণ,
গোষ্পদ-মন্থনে যথা মন্দরের প্রয়োজন,
সেইরূপ নারী-জয়ে নিশুম্ভের অভিযান !

দূত কিংবা ভৃত্য কেহ নাহি বুঝি দৈত্য-কুলে,
নির্ব্বীর দানব-সৈন্য হ'ল বুঝি এত দিনে,
সমর-সজ্জায় তাই সাজিয়া নিশুম্ভ সহ
আপনি দানব-পতি চলিলা রমণী-রণে !"

"বুঝিনা," কহিলা বীর, "বাস্তব কি প্রহেলিকা,
দেখি নাই শুনি নাই নারী হেন কোন দেশে ;
আরোহি সিংহের পৃষ্ঠে একাকিনী করে রণ,
হস্তী-অশ্ব-রথ গিলে, হুঙ্কারে অসুর নাশে।

ধূম্রলোচনের প্রাণ গিয়াছে হুঙ্কারে তার ;
হইয়াছে অসি-ঘাতে চণ্ডমুণ্ড ছিন্ন-শিরঃ ;
ধরিতে সে নারী তাই সর্ব্ব-দৈত্য-বল সহ
আজিকার রণোৎসবে সাজিলেন শুম্ভ বীর।

বিলম্ব সহে না আর, বিদায় করহ প্রিয়ে !
প্রেমালাপে যাপিবার যোগ্য নহে এ সময়,
রণোন্মাদে রণোৎসাহে ক্ষিপ্ত প্রায় দৈত্য-কুল ;
অন্তঃপুরে অবস্থান নিশুম্ভের যোগ্য নয়।"

গম্ভীর চিন্তার রেখা প্রকটিত ললাটেতে,
মৃদুভাষে বীরভদ্রা কহিলেন, "প্রাণেশ্বর !
আপনি দানব-শ্রেষ্ঠ, ভুবন-বিখ্যাত বীর,
পালিবেন বীর-ধর্ম্ম, তাতে কি অসাধ মোর ?

ভাগ্যবতী নারী সেই, বীর-ধর্ম্মা পতি যার ;
তা হ'তে সৌভাগ্যবতী রণজয়ী যার স্বামী ;
ভাবি দেখ, প্রাণনাথ ! আমার সৌভাগ্য কত—
ত্রিদিব-বিজয়ী বীর নিশুম্ভের পত্নী আমি।

যোগ্য কি অযোগ্য তব বীরভদ্রা, জান তুমি,
ধনুর্ব্বেদ শিক্ষা তারে দিয়াছ আপন হাতে ;
নানা বিদ্যা নানা কলা শিখায়েছ যত্ন করি ;
ফলেছে কি ফল তার জান তুমি ভাল মতে।"

কিন্তু, নাথ ! সাধ বড়, সাজিয়া সমর-বেশে,
ধনুর্ব্বাণ ধরি করে দাসী তব সঙ্গে যায় ;
রণ-শ্রমে ঘর্ম্ম-সিক্ত হইলে শরীর তব,
যোগায় ধনুকে বাণ, অঞ্চল সঞ্চালে গায়।

গৃহেতে সেবার তব নাহি পাই অবসর,
রাজ-ভোগে রাজ-সেবা দাস-দাসী সদা করে ;
সস্ত্রীক হইয়া পাল বীর-ধর্ম্ম আপনার,—
চলহ সমরে, সঙ্গে লয়ে সহ-ধর্ম্মিণীরে।

অনুক্ষণ সঙ্গে দাসী রহিবে ছায়ার মত,
সঙ্কল্পে কণ্টক তব হইবে না কদাচন ;
রণে, বনে, গৃহ-বাসে স্বামী গতি রমণীর,
স্বামি-সেবা মহাধর্ম্ম—ছাড়িব না স্বামিধন।"

নীরবিয়া বীরভদ্রা চলিলা সাজিতে রণে ;
করে ধরি নিবারিয়া কহিলা নিশুম্ভ তাঁরে ;—
"এ নহে তেমন রণ, এমন সমর-সজ্জা
আনিতে ধরিয়া এক অসহায় রমণীরে।

একক আমার হাতে কাহারো নিস্তার নাই ;
বিশ্ব-জয়ী দৈত্য-রাজ তাহাতে সহায় মম ;
মিলিত এ শক্তি-দ্বন্দ্বে মিলিলে তোমার বল,
সহিতে তাহার ভাঁর ব্রহ্মাণ্ড হবে না ক্ষম।

দৈত্য-কুল-রাজ-লক্ষ্মি ! অন্তঃপুরে থাক স্থির ;
কল্যাণি ! করহ রক্ষা বীরশূন্য দৈত্য-পুরী ;
তোমার পুণ্যের বলে সমরে বিজয়ী মোরা
ফিরিব অক্ষত-দেহে, আনিব সে নারী ধরি।”

সজল নয়নে ভদ্রা কহিলা, “একান্ত যদি
যাবে, নাথ ! সমরেতে, দাসীরে রাখিয়া ঘরে ;
রাখ কথা, লহ সঙ্গে শার্দ্দূলাক্ষী চেটী মম,
তোমার মঙ্গল-বার্ত্তা যুদ্ধ-কালে বহিবারে।

মহাবল সার্দ্দূলাক্ষী, যুদ্ধ-বিদ্যা-সুপণ্ডিত ;
আমার রক্ষার তরে জনক অর্পিলা তারে ;
বিচক্ষণ, সুচতুর, অবরোধ-রক্ষা-দক্ষ,
বিশ্বস্ত, নিযুক্ত তাই দৌবারিকী-বেশে দ্বারে।

লহ তারে, প্রাণেশ্বর ! রহিবে সে সঙ্গে তব ;
আদেশ করিও তারে যখন যে প্রয়োজন ;
সাধিতে সারথ্য তব সমর্থ সে দৈত্য-বালা,
প্রভু-দেহ-রক্ষা তরে করিবারে পারে রণ।

প্রবেশি অরাতি-ব্যূহে মাতিবে আহবে যবে,
মক্ষিকার পলায়নে না রহিবে অবকাশ,
তখনো এ দূতী মম ভেদিয়া অরাতি-ব্যূহ,
নিমেষে তোমার বার্ত্তা বহিবে আমার পাশ।”

বক্ষে লয়ে বীরভদ্রা বিদায় লইলা বীর ;
প্রণমিয়া শার্দ্দূলাক্ষী চলিলা পশ্চাতে তাঁর,
করে শূল, পৃষ্ঠে ঢাল, কটি-তটে করবাল,
বর্ম্মাবৃত কলেবর, মূর্ত্তি যেন বীরতার !

দৈত্য-পুরে রণোদ্‌যোগ হইল এরূপে যদি,
অচিরে সংবাদ তার উপনীত দেব-পুরে ;
স্বৈর-গতি সমীরণ ভ্রমিয়া ত্রিদশালয়,
প্রচারিলা সেই বার্ত্তা ত্রিদিবের ঘরে ঘরে।

দৈত্য-নাশে নিরাপদ করিতে দেবতা-কুল,
দেবের মঙ্গল হেতু মিলিতে চণ্ডিকা সাথ,
দেবের শরীর হ’তে দেবতার শক্তি-চয়
বাহির হইলা তেজে করি মূর্ত্তি পরিগ্রহ।

যাহার যেমন রূপ, যে ভূষণ, যে বাহন,
সেইরূপে, সে ভূষণে, সে বাহনে শক্তি তাঁর
সাজিলা সমর-সাজে, রণোদ্যম-কলরবে
পরিপূর্ণ দেব-পুর, মহোৎসাহ দেবতার।

সাজিলা সমর-বেশে ব্রহ্মাণী ব্রহ্মার শক্তি,
অক্ষ-সূত্র কমণ্ডলু শোভিল যুগল করে ;
পুষ্পক নামেতে রথ রাজহংসে বহে যাঁর,
পলকে বিমান যাঁর ব্রহ্মাণ্ড ঘুরিতে পারে।

সাজিলা শঙ্কর-শক্তি মাহেশ্বরী বৃষারূঢ়া,
ব্রহ্মাণ্ড-সংহার-ক্ষম ধরিলা ত্রিশূল করে ;
ভুজঙ্গ বলয়ে যাঁর মণ্ডিত যুগল বাহু,
মনোহর চন্দ্র-রেখা-নির্ম্মিত ভূষণ শিরে।

সাজিলা কুমার-শক্তি কৌমারী ধরিয়া শক্তি,
অব্যাহত-গতি রণে আরোহি ময়ূরবর।
শঙ্খ-চক্র-গদা-খড়্গ ধরি কর-চতুষ্টয়ে,
সাজিলা বৈষ্ণবী শক্তি আরোহিয়া খগেশ্বর।

বিষ্ণুর বরাহ-রূপে অতুলন শোভাময়
ধরিয়া বরাহ-মূর্ত্তি সাজিলা বারাহী রণে ;
দশনে ধরণী-ভার ধরিবারে শক্তি যাঁর,
চলিলা সাজিয়া দেবী দলিতে অসুরগণে।

সাজিলা নৃসিংহ-শক্তি নারসিংহী মূর্ত্তি ধরি,
মহাবীর্য্য, মহাবল, মহারৌদ্র, ভয়ঙ্কর,
স্কন্ধের কেশরাঘাতে বিক্ষিপ্ত নক্ষত্র-রাজী,
আরাবে পূরিত ব্যোম, বিকম্পিত চরাচর।

সহস্র-নয়না দেবী, ঐরাবতে আরোহিয়া,
বজ্র-পাণি ইন্দ্র-শক্তি ইন্দ্রাণী সাজিলা রণে ;—
সুর-পুরে যত দেব, সাজিলা সবার শক্তি,
চণ্ডিকা-সহায় হয়ে বধিতে অসুরগণে।

কহিলেন দেবেন্দ্রাণী বজ্র-নাদ জিনি স্বরে,—
"অন্ধকার সুরালয়ে কি সুখ থাকিয়া আর ?
চল দেব-শক্তি-চয়, অবতরি হিমালয়ে,
দুরন্ত দানব সহ দেখি যুদ্ধ অম্বিকার।

অবতীর্ণ মহাশক্তি আপনি সমর-ভূমে ;
রবে কি অমর-শক্তি বিনিদ্রিত এ সময় ?
ভয়ঙ্কর প্রভঞ্জনে সাগর চঞ্চল যবে,
প্রতি জল-বিন্দু তার কেমনে সুস্থির রয় ?

শক্তির সমুদ্র আজি শুম্ভ-পাপে বিচলিত ;
হইয়াছে উপস্থিত প্রায়শ্চিত্ত-কাল তার ;
বল, দম্ভ, পর-পীড়া মিলিত হয়েছে তিন ;
ত্রিদোষের সন্নিপাতে দৈত্যের কি রক্ষা আর ?

বল-মদে মত্ত দৈত্য করিয়াছে এত দিন
নির্দ্দোষ দেবতা-কুলে ইচ্ছামত অত্যাচার ;
চল সবে সমরেতে, মিলিয়া চণ্ডিকা সহ,
আপনার হাতে আজি লই প্রতিশোধ তার।

যে করেতে করিয়াছে দেবের লাঞ্ছনা দুষ্ট,
করেছে যে রসনায় নিন্দাবাদ দেবতার,
সে বাহু সে রসনায় খণ্ড খণ্ড করি আজি
মুছিব দৈত্যের নাম, ঘুচাব মনের ভার।”

চলিলেন শক্তি-চয় ত্রিদিব আঁধার করি ;
নিরখিতে রণ-রঙ্গ চলিলা অমরগণ ;
দেবশূন্য, দৈত্যশূন্য রহিল অমরপুরী ;
দেব সহ দানবের আজি শেষ সংঘর্ষণ।

ইতি উদ্যোগ নামক অষ্টম সর্গ।

নবম সর্গ।

হিমাদ্রি ধরিতে সৈন্য নাহি পারে আর
দানব-সৈনের ভরে ধরা টলমল ;
দনুজ ধরণী-পৃষ্ঠে, দেবতা বিমানে,
উর্দ্ধাধঃ ছাইল দেব-দানব কেবল।

মধ্যস্থলে মহামায়া মৃগেন্দ্র-বাহিনী,
চারি পাশে অগণিত দানবের দল ;—
লোহিত সমুদ্র-মাঝে রত্ন-গিরি যথা,
রক্ত-পদ্ম-বনে যথা শ্বেত শতদল।

চৌদিকে বেষ্টিল যদি দানব-বাহিনী,
দানব-দলনী দিলা ধনুকে টঙ্কার,
সরোষে গর্জ্জিলা কালী, গর্জ্জিলা কেশরী,
দৈত্য-তেজঃ হরি ঘণ্টা করিল ঢঙ্কার।

সেই শব্দ-চতুষ্টয় হইয়া মিলিত,
উঠিয়া ভীষণ বেগে ভেদিল গগন ;
কাঁপিল ধরণী সপ্ত সমুদ্র সহিতে,
কাঁপিল সে শব্দ শুনি অমরারিগণ।

রুষিল অসুরগণ ভীষণ সে নাদে ;
কেহ ক্রোধে তুলে অসি, কেহ বা কার্ম্মুক ;
উদ্যত করিয়া শক্তি, শূল, গদা কেহ,
ঢালে বক্ষঃ ঢাকি যায় দেবীর সম্মুখ।

সারি সারি অগ্নি-অস্ত্র অনল-উদ্‌গারী ;
দাঁড়াইল দৈত্য এক প্রত্যেকের পাশে ;
ভয়ঙ্কর বজ্রনাদী ভীষণ সে বাণে
ভূধর বিদীর্ণ হয়, ধরা কাঁপে ত্রাসে।

উদ্যত আয়ুধ লয়ে ত্রিদশারিগণ,
সঙ্কেতের প্রতীক্ষায় রহে দাঁড়াইয়া ;
নিরখি অম্বিকা-রূপ বিশ্ব-বিমোহন,
রহে শুম্ভ বিস্ময়েতে অবাক্ হইয়া।

ভাবে বীর মনে মনে, "এ কি রে ব্যাপার!
নারী বলে চণ্ড-মুণ্ড দিল পরিচয় ;
চরাচরে সুরাসুরে দেখেছি রমণী,
সাক্ষাৎ কৃতান্ত-মূর্ত্তি এ ত তাহা নয়!

বিরিঞ্চির কল্পনায় ধরে না যে রূপ,
কে বলিবে সৃষ্টি তার হইল কেমনে ?
সমরে কি কায তার, নিমেষে যে জন
ব্রহ্মাণ্ড দহিতে পারে রূপের আগুনে ?—

একি ভাব, বিস্ময়ের একি দুর্ব্বলতা!
স্তম্ভিত শুম্ভের প্রাণ রমণীর রূপে?
ত্রিভুবন-উপপ্লাবী বীর্য্যের সাগর,
নিমজ্জিত আজি কিরে সৌন্দর্য্যের কূপে?

বিনয়, বিস্ময়, প্রেম, লজ্জা, কোমলতা,
দুর্ব্বলতা এসকল, শুম্ভ-যোগ্য নয়;
কঠিন কুলিশ-লেপে গঠিত, কর্কশ,
সমর্থ ভীষণ কর্ম্মে শুম্ভের হৃদয়।

দেবের স্বভাব মৃদু, দৌর্ব্বল্য-নিলয়,
পদে পদে পরাজয় তাই দেবতার;
উগ্রতায় পরিপূর্ণ দৈত্যের প্রকৃতি,
তাই বিশ্ব পরাজিত প্রতাপে তাহার।

জিনিয়াছি ত্রিভুবন উগ্রতার বলে;
উগ্রতায় পরিরক্ষা করিব তাহার;
দেবের দুর্ব্বল চিত্ত দ্রবুক দয়ায়;
সৌন্দর্য্যে শুম্ভের চিত্ত দ্রবিবে না আর।

কেশে ধরি আছাড়ি সে গর্ব্বিত রমণী,
প্রতিজ্ঞা ভাঙ্গিব তার করিয়াছি পণ;
বিদীর্ণ হইবে ধরা, টলিবে সুমেরু,
হবে না সে পণ ব্যর্থ থাকিতে জীবন।"

হেন কালে অকস্মাৎ আকাশ হইতে
রণ-ভূমে অবতীর্ণ হইলা ঈশান,
কটি-তটে বাঘ-ছাল, ধূম্র জটা শিরে,
বাম করে মহাশূল, দক্ষিণে বিষাণ।

চণ্ডিকার পুরোভাগে ঘেরি ব্যোম-কেশে,
দাঁড়াইলা রণ-বেশে দেব-শক্তি-চয় ;
গর্জ্জিলেন শূল-পাণি মেঘের নির্ঘোষে,
জাগায়ে দৈত্যের মনে গভীর বিস্ময় ;—

"অব্যর্থ-আয়ুধ-মালা ধরি দশ করে,
চণ্ডিকে ! করহ আজি দৈত্যের সংহার ;
দৈত্য-পক্ষ নিতান্তই হইল ছাড়িতে,
অধর্ম্মের মাত্রা তার পূরেছে এবার।"

ঈশানের আদেশেতে চণ্ডী-দেহ হ'তে
ভীষণ চণ্ডিকা-শক্তি হইলা বাহির ;
শিবা-শত-নিনাদিত কণ্ঠ-ধ্বনি তাঁর
আকর্ণিয়া শিহরিল যত দৈত্য-বীর।

দূতত্বে বরিয়া শিবে শিব-দূতী দেবী
কহিলেন, "যাও, দেব ! শুম্ভ-দৈত্য-পাশে ;
বল গিয়া, দেব-লোকে করি উৎপীড়ন,
বৃথা কেন মরে শুম্ভ আপনার দোষে ?

ত্রিলোকের আধিপত্য ইন্দ্রে সমর্পিয়া,
ছাড়ুক যজ্ঞের ভাগ দেবতার তরে,
ছাড়িয়া পৃথিবী-বাস, ছাড়ি সিংহাসন,
যাউক স্বগণ সহ রসাতল-পুরে।

গর্ব্বিয়া বীরত্বে যদি না শুনে সে কথা,
তাহাতে আপত্তি কিছু নাহিক আমার;
আসুক সংগ্রামে শুম্ভ; রক্ত-মাংস তার
সুখে মম শিবাগণ করুক আহার।"

আদেশ পাইয়া শম্ভু দেবী-দূত রূপে
চলিলা ত্রিশূল করে শুম্ভের নিকটে;
ক্রোধ-ক্ষিপ্ত-পদ-ভরে কাঁপিল মেদিনী,
আকাশে বহিল ঝড় জটার দাপটে।

দেব-পক্ষে বিরূপাক্ষে দেখি দৈত্য-পতি
ক্রোধে মত্ত, উঠিল না ছাড়িয়া আসন;
রথের উপরে বসি বিদ্রুপের স্বরে
কহিতে লাগিল তাঁরে করি সম্ভাষণ;—

"কবে হ'ল গুরুদেব! দেব-পক্ষে গতি;
কি হেতু বিরক্ত এত শুম্ভের সেবাতে?
চিরদিন পদাম্বুজে আশ্রিত যে জন,
এমনি চরণে তারে হয় কি ঠেলিতে?

রাজ্য, ধন, বাহু-বল; যা কিছু শুম্ভের,
সকলি ত, গুরুদেব! তব পদানত;
সেবক-সম্পদ-রাশি উপেক্ষা করিয়া,
কি লোভে দেবের পক্ষে অনুরক্ত এত ?

সম্বন্ধ অস্থায়ী বটে অপরের সনে,
গুরুর সম্বন্ধ শিষ্যে সেরূপ ত নয়;
কভু তুষ্ট কভু রুষ্ট জগতের ভাব,—
সদা তুষ্ট আশুতোষ কি হেতু নির্দ্দয় ?

বুঝিয়াছি, দেব! আজি রমণীর রূপে,
রমণীর হাব-ভাবে মুগ্ধ মহেশ্বর;
তপোব্রত, যোগ-সিন্ধু, অটল-প্রভাব,
বিক্ষোভিত আজি সেই সমাধি-সাগর!

ছি ছি দেব! দেখি তব একি আচরণ ?
শুম্ভ-গুরু শম্ভু তুমি নিশুম্ভ-সহায়;
রমণীর রূপে মুগ্ধ দেখিয়া তোমারে,
অবনত হয় শিরঃ, মরি যে লজ্জায়!”

গম্ভীর গর্জ্জনে শম্ভু কহিলা শুম্ভেরে,—
“ভাল ভাল, লজ্জা-বোধ হয়েছে তোমার,
গুরুপ্রতি নিন্দা-বাদ, উপদেশ-দান,
শুম্ভের এ সুসঙ্গত বটে ব্যবহার!

ভুবন-বিজয়-শক্তি লভিবার আগে,
জানি তব ভিন্ন-রূপ ছিল ব্যবহার ;
এখন ঐশ্বর্য্য-গর্ব্বে উন্নত মস্তক
গুরু-পদে উপদেশ নাহি চাহে আর !

তথাপি গুরুর কার্য্য উপদেশ-দান ;
তাই বলি, দানবেশ ! চাহিলে মঙ্গল,
ত্রিলোকের আধিপত্য ইন্দ্রে সমর্পিয়া,
স্বগণ সহিতে শীঘ্র যাও রসাতল।

অসম্মত যদি তাহে, ধরিয়া আয়ুধ,
আসন্ন মরণ জানি প্রবিশ সমরে ;
চিরদিন করেছ যে অধর্ম্ম অর্জ্জন,
প্রায়শ্চিত্ত আজি তার কর ছিন্ন শিরে।

পাপে বাড়িয়াছে বুকে অটুট সাহস !
সকলেরি আছে সীমা, পাপের কি নাই ?
ব্রহ্মাণ্ড প্রসব করি বিশ্বের জননী,
রক্ষিতে অশক্ত তারে, ভাবিছ কি তাই ?

অবতীর্ণ বিশ্ব-মাতা ধরিয়া কৃপাণ,
স্বহস্তে ধরার ভার করিতে হরণ ;
উপস্থিত হইয়াছে চরম সময়,
দৈত্যে উপদেশ- দান নিষ্ফল এখন।”

ক্রোধে ভ্রূকুঞ্চিত শূলী চলিলা ফিরিয়া,
দেব-শক্তি-সম্বেষ্টিত চণ্ডিকা-সদনে ;
ক্রোধে গর গর শুম্ভ উঠিলা গর্জ্জিয়া
যুদ্ধ হেতু উত্তেজিত করি দৈত্যগণে।—

"জিনিয়াছ বহু যুদ্ধ, অমরারিগণ !
বাহু-বলে ত্রিভুবন করিয়াছ জয় ;
স্থাপিয়াছ বিশ্ব যুড়ি দৈত্যের প্রতাপ,—
দৈত্য-সৈন্য কভু নাহি জানে পরাজয়।

বিশ্ব-জয়ী বাহু-বল, অজেয় বিক্রম,
ব্যর্থ কি হইবে আজি রমণীর রণে ?
ছাড়ি রাজ্য, ধন, জন, অতুল সম্মান,
ল'বে কি আশ্রয় আজি পাতাল-ভবনে ?

দেবতার অধীনতা—অভেদ্য নিগড়
উঠিবে কি পুনর্ব্বার দৈত্যের গলায় ?
হইবারে হতমান রমণীর হাতে,
বিশ্বময় প্রভুত্ব কি লভিলাম ? হায় !

রমণী বলিয়া কেহ করিও না হেলা ;
সামান্য রমণী নহে এ বিশ্ব-মোহিনী ;
কেশরী বাহন যার, বিশ্বদাহী তেজঃ,
নিযুক্ত দূতত্বে যার শঙ্কর আপনি।

বীর-ব্রত বীর-জাতি আমরা সকলে ;
দৈত্য-চিত্তে অসম্ভব ভয়ের সঞ্চার ;
শাণিত-কৃপাণ-করে হয়ে অগ্রসর,
দৈত্য-রাজ্য নিষ্কণ্টক কর এইবার।

জিনিয়া সমর, বাঁধি লয়ে অম্বিকারে,
বিজয়-উল্লাসে ফিরি চল দৈত্যালয় ;
রাজ-দত্ত জয়-মাল্য পরিয়া গলায়,
নিরাপদে কর ভোগ দৈত্যানী-প্রণয়।”

আজ্ঞামাত্র দৈত্য-চমূ শস্ত্র-পাণি সবে,
আরম্ভিল দেবা-সহ ভীম সম্প্রহার ;
অস্ত্র-পাতে ঝণৎকার শব্দিল ভীষণ,
উঠিল দৈত্যের কণ্ঠে শব্দ ‘মার মার’।

শত বজ্র-নাদ জিনি গম্ভীর গর্জ্জনে,
একেবারে নিনাদিল শত অগ্নি-বাণ ;
অনল-বর্ত্তুল-চয় ক্ষিপ্ত ঋক্ষ প্রায়
ছুটিল, প্রগাঢ় ধুম ছাইল বিমান।

অন্ধকারে সমাচ্ছন্ন, কে মারে কাহারে !
স্বপক্ষ বিপক্ষ শুধু শব্দে জানা যায় ;
না হইতে লক্ষ্য স্থির, না তুলিতে বাহু,
ছিন্ন-শিরে কত দৈন্য ধরাতে লুঠায়।

শর-শক্তি-খড়্গ ধরি রুষিল অসুর ;
শূল-চক্র-পরশ্বধ বর্ষিল অপার ;
লীলায় টঙ্কারি ধনুঃ ত্রিলোক-তারিণী,
নিমেষে মহাস্ত্রে সব করিলা সংহার।

নাচিলা সমর-রঙ্গে চণ্ডিকার আগে
কালিকা, খট্বাঙ্গ ধরি, ধরি মহাশূল ;
বিদীর্ণ করিলা কারে শূলের প্রহারে,
কাহারে খট্বাঙ্গ-পাতে করিলা নির্ম্মূল।

ধাইলা ব্রহ্মাণী বেগে সমর-প্রাঙ্গণে,
ছিটায়ে অসুর-গাত্রে কমণ্ডলু-জল,
দৈত্য-তেজোহারী সেই সলিল-প্রোক্ষণে
পড়িতে লাগিল দৈত্য হত-বীর্য্য-বল।

বেগবতী মাহেশ্বরী ত্রিশূল-আঘাতে,
চক্রাঘাতে বিষ্ণু-শক্তি বৈষ্ণবী দুর্ব্বার,
কুপিতা কুমার-শক্তি শক্তির আঘাতে
করিতে লাগিলা রণে দানব সংহার।

ইন্দ্রাণী-কুলিশ-পাতে দৈত্য শত শত,
বিদারিত হয়ে পড়ে রুধির বর্ষিয়া ;
বারাহীর তুণ্ডাঘাতে বিধ্বস্ত কেহ বা,
পড়ে কেহ দন্তাঘাতে বিদীর্ণ হইয়া।

মহানাদে পরিপূর্ণ করিয়া অম্বর,
নখাগ্রে অসুর-চয় করি বিদারণ,
বিচরিয়া রণ-ভূমে বারাহী ভীষণা,
করিতে লাগিলা সুখে অসুর ভক্ষণ।

শিব-দূতী-উচ্চারিত প্রচণ্ডাট্টহাসে,
হৃত-পরাক্রম দৈত্য পড়ে ধরাতলে,
পতিত নিস্তেজঃ দৈত্য ধরিয়া ধরিয়া
ফেলিতে লাগিলা দেবী করাল কবলে।

এই রূপে মহারণে দেব-শক্তি-চয়
করিতে লাগিলা যদি দানব দলন;
নিরখি অসুর-নাশ, জীবন রক্ষিতে,
আরম্ভিল পলাইতে দৈত্য-সৈন্যগণ।

পলায়নে ছত্র-ভঙ্গ দানব-বাহিনী
নিরখিয়া; ক্রোধভরে কম্পিত-শরীর,
সমরে অমর-জয়ী বীর রক্তবীজ,
নিবর্ত্তিতে দৈত্য-সেনা গর্জ্জিলা গম্ভীর ;-

"দাঁড়াও অসুরগণ! শৃগালের মত
প্রাণভয়ে পলা'বার এ নহে সময়;
দাঁড়াইয়া প্রাণপণে না করিলে রণ,
প্রদীপ্ত এ দেব-তেজে হবে দৈত্য-লয়।

সম্মুখ সমর-ভূমে দেব-শক্তি সহ
সমবেত দৈত্য-শক্তি যদি না আটিল ;
বিচ্ছিন্ন বিক্রত হেন ছত্র-ভঙ্গ হয়ে,
সে অনলে পরিত্রাণ কিসে পাবে, বল।

পলাইয়া পরিত্রাণ পাইবে কোথায় ?
কোথায় আপদ শূন্য আশ্রয় পাইবে ?
আজি যদি হয় যুদ্ধে দৈত্য-পরাজয়,
স্বর্গ-মর্ত্ত্য-রসাতল দেবতা লইবে।

দুর্ব্বল সমর-ভীরু শৃগালের দলে
পোষিলা কি এত দিন দৈত্যের রমণী ?
নারীর বিক্রমে ভয়ে পৃষ্ঠভঙ্গ দিতে
জন্মিল কি ত্রিজগৎ দানব-বাহিনী ?

জন্মিলে অবশ্য মৃত্যু ; তবে কি কারণে,
ভীরুগণ ! মৃত্যু-ভয়ে কর পলায়ন ?
ত্রিদিব-দুর্লভ রত্ন বীরের সম্মান
কেন ছাড়, জান যদি আসন্ন মরণ ?

এত দিন তোমা সবে শুম্ভ দৈত্য-রাজ
পোষিলা যে ধনে, পদে, বীরের সম্মানে ;
খাইয়া লাজের মাথা, প্রতিদানে তার
বসাবে কি বামাদেরে দৈত্য-সিংহাসনে ?

তোমাদের বীরতায়, তোমাদের যশে
সতত গর্ব্বিত যেই দানব-প্রেয়সী ;
মূঢ়গণ ! প্রাণ-ভয়ে রণে ভঙ্গ দিয়া,
কেমনে করিবে তারে দেবতার দাসী ?

বেড়াইতে ত্রিজগতে উন্নত মস্তকে,
দেব-জয়ী দৈত্য ব'লে দিয়া পরিচয় ;
আজি সেই মান-গর্ব্বে জলাঞ্জলি দিয়া,
কেমনে সহিবে ঘৃণা-বিদ্রূপ-নিরয় ?

স্বাধীনতা হারাইলে কি সুখ জীবনে ?
দাসত্ব সম্বল যার, কি মূল্য তাহার ?
আজি যে প্রাণের লাগি হয়েছ ব্যাকুল,
ইচ্ছিবে ছাড়িতে তারে দণ্ডে শতবার !

ক্ষান্ত হও, দৈত্যগণ ! দাঁড়াও ফিরিয়া ;
করিও না দৈত্য-নামে কলঙ্ক লেপন ;
ধরি অসি দৃঢ় করে হও অগ্রসর,
শত্রু বিদলিয়া কর সার্থক জীবন।"

ফিরিল অসুর-সৈন্য সে ঘোর গর্জ্জনে,
সহসা নদীর স্রোতঃ যেন দাঁড়াইল ;
নিবর্ত্তিয়া দৈত্য-সৈন্যে, বিপুল বিক্রমে
মহাবীর রক্তবীজ রণে প্রবেশিল।

ভীষণ সে মহাসুর মরিয়া না মরে !
যখন যেখানে পড়ে রক্ত-বিন্দু তার,
তখনি সেখানে জন্মে ভীষণ অসুর,
সেই বীর্য্য-পরাক্রম, তেমনি আকার।

প্রথমে ইন্দ্রাণী সহ বাজিল সংগ্রাম ;
গদা হাতে রক্তবীজ ধাইল রুষিয়া ;
বজ্র-পাণি ইন্দ্রাণীর বজ্রের আঘাতে
বহে রক্ত রক্তবীজ-শরীর প্লাবিয়া।

রক্ত হ'তে শত শত জন্মে রক্তবীজ,
সেই রূপ, সেই বীর্য্য, সেই পরাক্রম ;
কে আসল কে নকল নাহি যায় জানা,
বিক্রমে সকল তুল্য, কেহ নহে কম।

শত শত রক্তবীজ শোণিত-সম্ভব
এক যোগে ঘোরতর আরম্ভিল রণ ;
এক যোগে শত শত রক্তবীজ দলি,
করিতে লাগিলা যুদ্ধ দেব-শক্তিগণ।

আবার ইন্দ্রাণী-ক্ষিপ্ত বজ্রের আঘাতে
ফাটিল মস্তক তার, বহিল শোণিত,
প্রবাহিত শোণিতের সেই ধারা হ'তে
সহস্র সহস্র দৈত্য পুনঃ সমুদিত।

বৈষ্ণবী লইয়া চক্র আক্রমিলা বেগে,
গদা হাতে ঐন্দ্রী পুনঃ তাড়িলা অসুরে ;
গদা-চক্রাঘাতে ছুটে শোণিতের স্রোতঃ,
জন্মে তাহে রক্তবীজ হাজারে হাজারে !

কৌমারী লইয়া শক্তি, বারাহী কৃপাণে,
মাহেশ্বরী রক্তবীজে হানিলা ত্রিশূলে ;
ক্রোধ-দৃপ্ত রক্তবীজ গদা লয়ে করে
প্রহারিল একে একে মাতৃকা সকলে।

শক্তি-শূল-গদা-চক্র-কৃপাণ-প্রহারে
রক্তবীজ-দেহ হ'তে যে রক্ত পড়িল,
লক্ষ লক্ষ রক্তবীজ জন্মিয়া তা হ'তে
ক্রমশঃ সচরাচর জগৎ যুড়িল।

যেখানে রক্তের বিন্দু, রক্তবীজ সেথা,
অগণিত রক্তবীজে ব্যাপ্ত ত্রিভুবন ;
রক্তবীজ বিনে কিছু না পড়ে নয়নে,
দেখি রক্তবীজ-সঙ্ঘ ভীত দেবগণ।

রক্তবীজ-রণে ভীত দেখি দেবগণে,
চামুণ্ডার পানে চাহি কহিলা পার্ব্বতী ;—
"চামুণ্ডে ! বিচর রণে বদন বিস্তারি,
রক্তবীজ-রক্ত-পানে হর দেব-ভীতি।

মম শস্ত্র-পাতে রক্ত বহিবে যেখানে,
সেখানে বদন মেলি কর রক্তপান ;
ধরায় পড়িতে যেন না পারে শোণিত ;
দৈত্যোদ্ভবে অবসর না করিবে দান।

পড়িলে শোণিত-বিন্দু বদনে তোমার,
লইবে তাহাতে জন্ম যে সব অসুর,
অমনি সে সবে টানি লইয়া উদরে,
রক্তবীজ-পুনর্ভবে শঙ্কা কর দূর।”

এত বলি চামুণ্ডায়, রুষিয়া চণ্ডিকা
করিলেন রক্তবীজে শূলের আঘাত ;
শূলাঘাতে রক্তবীজ হইল অস্থির,
হইতে লাগিল তার বেগে রক্ত-পাত।

চামুণ্ডা সে রক্ত-স্রোতঃ করিয়া ভক্ষণ
বিচরিলা রণ-ভূমে অব্যাহত-গতি ;
অসুর হইল ভীত করি নিরীক্ষণ
দানব-গ্রাসিনী সেই ভীষণ মূরতি।

ক্রোধে জ্বলি রক্তবীজ করে গদাঘাত
রণ-রঙ্গে উগ্রচণ্ডা চণ্ডিকা-শরীরে ;
তিলেক বেদনা তাহে নহে চণ্ডিকার ;
চণ্ডীর প্রহারে রক্ত বহে তার ধারে।

যেখানে শোণিত-স্রোতঃ, চামুণ্ডা সেখানে
উদর পূরিয়া তাহা করেন ভক্ষণ ;
মুখে জন্মে রক্ত হ'তে যে সব অসুর,
গিলিয়া সে সবে খান না করি চর্ব্বণ।

এই রূপে রক্তহীন হইলে অসুর,
শূল-বজ্র-বাণে চণ্ডী প্রহারিলা তারে ;
মহাবীর রক্তবীজ নীরক্ত শরীরে
পড়িল ছাড়িয়া প্রাণ চণ্ডীর সমরে।

রণে হত রক্তবীজে করি নিরীক্ষণ,
হইল দেবের মনে আনন্দ অপার ;
অসুর-শোণিত-মদে মত্ত মাতৃগণ
নাচিলা আনন্দে হেরি অসুর-সংহার।

ইতি রক্তবীজ-বধ নামক নবম সর্গ।

দশম সর্গ ।

রণে রক্তবীজে নিরখি নিহত,
বিধ্বস্ত বিদ্রুত হেরি সৈন্যগণ,
ক্রোধে কম্পমান শুম্ভ দৈত্য-পতি,
কোপে প্রজ্বলিত নিশুম্ভ ভীষণ ।

কহিলা দৈত্যেশ জলদ-গর্জ্জনে,—
"দৈত্য-কুলে আর নাহি কিরে বীর,
সমুচিত শিক্ষা দিতে দেবতায়,
বাহু-বলে কেশে ধরিতে চণ্ডীর ?

নারীর বিক্রমে বিদ্রুত অসুর,
সহিতে না পারি এ লজ্জার কথা !
দেখাইব কারে চিরিয়া হৃদয়,
অপমানে হয় কি যে মর্ম্ম-ব্যথা !

দেবতা-গন্ধর্ব্বে প্রতাপে জিনিয়া,
পরাজয় আজি রমণীর বলে,
প্রতাপে সাগর শোষিয়া কি শেষে
আছিল মরণ গোষ্পদের জলে ?

উপাড়িয়া স্তম্ভ, ছিঁড়িয়া শৃঙ্খল
আয়স-নির্ম্মিত, ভাঙ্গি বারী বলে,
অরণ্যের ত্রাস গজ-রাজ কিরে
রুদ্ধ অবশেষে কেশের শৃঙ্খলে ?

নাহি যদি বীর দৈত্য-কুলে কেহ,
দৈত্য-ভূমি যদি বীরত্ব-বিহীন,
আছে ত আজিও নিজে শুম্ভাসুর,
নহে ত আজিও বাহু তার ক্ষীণ।

পশিব সমরে, দেব-শক্তি সহ
যুঝিব, ধরিব চণ্ডিকার কেশে,
তুলিয়া আকাশে শূন্যে ঘুরাইয়া,
আছাড়িয়া তারে সংহারিব শেষে।

যায় যাবে কেহ সঙ্গেতে আমার,
নাহি যায় কেহ, একাকী যাইব ;
ত্রিভুবনে শুম্ভ অদ্বিতীয় বীর,
অসহ্য-প্রতাপ, তাই দেখাইব।”

এত বলি শুম্ভ করে লয়ে ধনুঃ,
যোজিলা ভীষণ শর শরাসনে,
করিলা ইঙ্গিত সারথির প্রতি
চালাইতে রথ চণ্ডিকা-সদনে।

হেন কালে অগ্রে, রথ হ'তে নামি,
সম্ভ্রমে নমায়ে রাজ-পদে শির,
যুড়ি দুই কর কহিলা নিশুম্ভ,
শুম্ভানুজ, দৈত্যে অদ্বিতীয় বীর।—

"দৈত্য-পতি! ভৃত্য থাকিতে জীবিত,
শোভে কি আহবে প্রভুর প্রয়াণ?
প্রভুর আদেশে, প্রভুর কল্যাণে,
কাতর কিঙ্কর কবে দিতে প্রাণ?

তোমার প্রসাদে নিশুম্ভের বাহু
স্বর্গ-রসাতল করেছে বিজয়;
রমণী-বিগ্রহে এ নিগ্রহ তার
কেন আজি, কেন আদিষ্ট সে নয়?

অসাধ্য-সাধনে সামর্থ্য যাহার
ত্রিলোক-বিদিত, সে তোমার ভাই
নিশুম্ভ জীবিত থাকিতে, কেমনে
কহিব, দানবে বীর কেহ নাই?

ছিল রক্তবীজ মায়ার সাগর,
মায়াই তাহার আছিল সম্বল;
মায়া-বীর নহে নিশুম্ভ তোমার,
না জানে সে ছল, না জানে কৌশল।

বীরের গৌরব, বীরের সম্মান,
বীরের বীরত্ব শুধু বাহু-বলে ;
কে বটে সবল, কে বটে দুর্ব্বল,
পরীক্ষা তাহার কেবল দোর্ব্বলে।

উত্তীর্ণ যদিও সেই পরীক্ষায়
হয়েছে নিশুম্ভ আরো বহুবার,
করহ আদেশ, দৈত্য-পতি ! রণে
বাহু-বল দেবে দেখাই আবার।

ধরিয়া চিকুরে আনিতে বামায়
প্রতিজ্ঞা তোমার, আছে তাহা মনে ;
কেমনে তোমার পূরিবে সে পণ,
অনুজ তোমার সে কৌশল জানে।"

আশীষি অনুজে কহিলা দৈত্যেশ,—
"যাও, প্রাণাধিক ! উদ্ধার এ শূল,
স্ব-ভুজ-বিক্রমে আজি এ সময়ে
দেব-শক্তি-চয় করিয়া নির্ম্মূল।"

প্রণমি অগ্রজে লইয়া বিদায়,
চলিল নিশুম্ভ লয়ে মুখ্য সেনা ;
আগে পাছে পাশে চলে যোধগণ
দন্তে ওষ্ঠ চাপি, লয়ে অস্ত্র নানা।

প্রধান বাহিনী করিয়া সহায়
নিশুম্ভ যদ্যপি পশিল সমরে,
পৃষ্ঠ-বল রূপে স্বসৈন্য লইয়া
নিজে দৈত্য-পতি রহিলা অদূরে।

ধরি দক্ষকরে শাণিত কৃপাণ,
বাম করে ধরি চর্ম্ম প্রভাময়,
রুষিয়া নিশুম্ভ কেশরীর শিরে
করিল প্রহার বেগে অতিশয়।

বাহনে তাড়িত নিরখি অম্বিকা
খুরপ্র-প্রহারে কাটিলেন অসি,
কাটিলেন তার চর্ম্ম সুভাস্বর,
পৃষ্ঠেতে যাহার শোভে অষ্ট শশী।

খড়্গ-চর্ম্ম যদি হইল বিফল,
ক্রোধে শক্তি-ক্ষেপ করিল অসুর;
নিকটে সে শক্তি আসিতে দেখিয়া
চক্রাঘাতে দেবী করিলেন চুর।

শক্তি ব্যর্থ দেখি দৈত্য কোপে জ্বলি,
নিক্ষেপিল শূল দেবীর উদ্দেশে;
মুষ্টির প্রহারে সে শূল ভীষণ
বিচূর্ণিলা দেবী চক্ষের নিমেষে।

ঘুরাইয়া গদা ছাড়িল অসুর,
ছুটিল সে গদা চণ্ডিকার পানে ;
চণ্ডীর ত্রিশূল ভাঙ্গিয়া চূর্ণিয়া
ভস্মিল তাহারে থাকিতে গগনে।

রুষিয়া তখন দানব-পুঙ্গব
লইয়া কুঠার চণ্ডী প্রতি ধায় ;
বাণাঘাতে তারে করিয়া জর্জ্জর,
পলকে চণ্ডিকা ফেলিলা ধরায়।

ক্ষণ-মাত্র বীর থাকি অচেতন,
লইয়া ধনুক ধাইল আবার ;
চণ্ডিকা, কালিকা, কেশরী লক্ষিয়া
ছাড়ি শর-জাল করিল আঁধার।

শক্তির সংগ্রামে বল ব্যর্থ দেখি,
লইল দানব মায়ার শরণ,
মায়া-বলে ভুজ অযুত করিয়া
করিল চণ্ডিরে চক্রে আচ্ছাদন।

যাহার মায়ায় বিশ্ব চরাচর,
যাহার মায়ায় দেব-দৈত্য-নর,
দৈত্যের মায়া কি খাটে তার সনে,
পারে কি গোষ্পদ ধরিতে সাগর ?

দুর্গা ভগবতী দুর্গতি-নাশিনী
ক্রোধে নিজ শরে করিলা সন্ধান ;
খণ্ড খণ্ড করি নিমেষে কাটিলা
নিশুম্ভ-নিক্ষিপ্ত চক্র আর বাণ।

দানব-সেনায় হয়ে সমাবৃত,
দেবী বধিবার মানসে তখন,
গদা করে ধরি চণ্ডিকার প্রতি
ধাইল নিশুম্ভ দানব ভীষণ।

ধাবমান দৈত্যে নিরখি চণ্ডিকা
কাটিলা খড়্গেতে গদাস্ত্র তাহার ;
বিগদ নিশুম্ভ ক্রোধে প্রজ্বলিত,
গর্জ্জি শূল করে লইল আবার।

শূল-পাণি দৈত্যে ধাবিত দেখিয়া,
বেগেতে চণ্ডিকা ছাড়িলেন শূল ;
শূলাঘাতে হয়ে বিদীর্ণ-হৃদয়
পড়ে দৈত্য, যথা তরু ছিন্ন-মূল।

শূল-ভিন্ন তার হৃদয় হইতে,
'রহ রহ' রবে পূরি তিন পুর,
মহাবলধর, মহাবীর্য্যবান্,
গর্জ্জিয়া উঠিল অপর অসুর।

বাহির হইতে দেখিয়া তাহারে
হাসিলা অম্বিকা শব্দে ভীষণ ;
খড়্গাঘাতে তার কাটিলেন শিরঃ,
পড়িল অসুর বিগত-জীবন।

উগ্র দন্তাঘাতে ছিন্ন-গ্রীব কারে
করিল ভক্ষণ সিংহ মহাবলী ;
দন্তাঘাতে ছিঁড়ি করিলা ভক্ষণ
শিবদূতী কারে, কাহারে বা কালী।

কৌমারী শক্তিতে বিদীর্ণ হইয়া
কোন মহাসুর পড়ে গত-প্রাণ ;
কমণ্ডলু হ'তে মন্ত্র-পূত জলে
ব্রহ্মাণী কাহারে পঞ্চত্বে মিশান।

মাহেশ্বরী কারে বধেন ত্রিশূলে,
বধেন বারাহী কারে তুণ্ডাঘাতে,
খণ্ড খণ্ড কেহ বৈষ্ণবী-চক্রেতে,
হত কোন দৈত্য ঐন্দ্রী-বজ্র-পাতে।

এইরূপে সেই শক্তির সমরে
হত কোন দৈত্য, কেহ পলায়িত,
কালী-শিবদূতী চর্ব্বিলা কাহারে,
মৃগেন্দ্র-বদনে কেহ বা ভক্ষিত।

দৈত্যের চিৎকারে, দেবীর হুঙ্কারে,
নিনাদিত যবে ছিল রণ-স্থল ;
কেশরি-দশনে, চণ্ডীর তাড়নে,
সংহার হইতে ছিল দৈত্যবল ;

অসুর-শোণিত-পিশিত-বসাতে
হ'তেছিল যবে পঙ্কিল মেদিনী ;
সদ্যঃপ্রবাহিত তপ্ত শোণিতের
তরঙ্গে তটিনী ছিল কল্লোলিনী ;—

সেই সময়েতে দেবতা-দানব
চমকে চাহিয়া হেরিলা অদূরে,
সহস্র দানবী, ব্যাঘ্রী-যূথ যথা,
সাজি রণ-সাজে পশিছে সমরে।

অগ্রে উগ্রচণ্ডা—দানবী দুর্ব্বার—
করিতেছে পথ ত্রিশূল হেলায়ে ;
সংরক্ষিণী সেনা পশ্চাতে, দু'পাশে,
রক্ষিছে বাহিনী শেল-শূল লয়ে।

পতাকা প্রত্যেক শূলের মাথায়,
বীরাঙ্গনা-নাম চিত্রিত তাহায়,
অসি, চর্ম্ম, ভল্ল—যে অস্ত্র যে ধরে,
বীরাঙ্গনা-নাম লেখা তার গায়।

মধ্যে বীরভদ্রা বীর-জায়া সতী,
নিশুম্ভ-নিধনে ক্ষিপ্ত সিংহীপ্রায়,
সমর-রঙ্গিনী সঙ্গিনী বেষ্টিত,
রথ ত্যজি বেগে পদব্রজে ধায়।

ভীত দৈত্য-সৈন্য দাঁড়ায় সরিয়া,
ভাবে মনে মনে, "একিরে আবার?
একা চণ্ডী দৈত্যে করিল নিঃশেষ,
শক্তির এ স্রোতঃ রোধে সাধ্য কার?"

শুভ্র-বাসাঃ সেই দৈত্যানী-বাহিনী
দৈত্য-সৈন্য-মাঝে নিমেষে পশিল,—
তরঙ্গ-সঙ্কুল প্রবাল-সাগরে
দ্রব রজতের প্রবাহ মিশিল।

স্থির দৈত্য-সৈন্য, দেব-শক্তি স্থির;
থামিল সংগ্রাম মুহূর্ত্তের তরে;
সঙ্গিনী সহিত বীরভদ্রা সতী
পতির উদ্দেশে পশে রণাজিরে।

যেখানে রমণী, সতী সেই খানে.
অংশে অবতীর্ণ মহাশক্তি তথা;—
শক্তি-স্বরূপিণী ঘরে ঘরে থাকি
করেন পালন বিশ্বে বিশ্ব-মাতা।

চমকে দানব দেখিল চাহিয়া,
চণ্ডীর প্রভাব বীরভদ্রা-দেহে ;
দেব-শক্তি-তেজে দৈত্য-শক্তি-তেজ
মিশিতে দেখিয়া চিত্র প্রায় রহে।

ভ্রমে রণাঙ্গণে দৈত্য-কুল-বধূ
পতি অন্বেষিয়া, বাঘিনী যেমন,
ক্ষিপ্ত শোকাবেগে, ব্যাধ-বাণাঘাতে
হত ব্যাঘ্র-দেহ করে অন্বেষণ।

অস্ত্রাঘাতে ক্ষত, শোণিত-প্লাবিত,
হত দৈত্য-দেহে ধরণী আবৃত ;
চলিতে বিকট দেহের সে স্তূপে
পদে পদে হয় চরণ স্খলিত।

শার্দ্দূলাক্ষী দূতী অঙ্গুলী-সঙ্কেতে
নিশুম্ভ-নিধন-স্থান দেখাইল,
সহস্র দানবী নিমেষের মাঝে
মৃত-দেহ-স্তূপ দূরে সরাইল।

বাহির হইল নিশুম্ভ শরীর,
পর্ব্বতের চূড়া যেন বজ্রাহত,—
বিকৃত বদন, বিবর্ণ শরীর,
ক্ষরিছে শোণিত হৃদয়ের ক্ষত।

পাইয়া দর্শন চিনিয়া নিমেষে,
বীরভদ্রা তারে ধাইয়া ধরিলা ;
বস্ত্রের অঞ্চলে মুছায়ে শোণিত,
বিশাল সে বপুঃ কোলে তুলি নিলা।

বীরভদ্রা-কোলে নিশুম্ভের দেহ—
শব-শিবে যেন ধরিলা শিবানী ;
শব সহ রথে উঠিলা দৈত্যানী,
বিস্ময়ে নিস্তব্ধ দানব-বাহিনী।

দৈত্যানী-বাহিনী বীরভদ্রা সহ
ছাড়ি রণাঙ্গন ফিরিয়া চলিল,
গঙ্গোত্রী হইতে গাঙ্গেয় প্রপাত
নিঃশব্দ ধারায় যেন প্রবাহিল।

দূরে দাঁড়াইয়া নিরখি ভদ্রারে,
কহিলা দৈত্যেশ, "ধন্য বীরাঙ্গনে !
ধন্য প্রাণাধিক নিশুম্ভ আমার,
আজি দৈত্য-কুল ধন্য তব গুণে !

যাও বধু ! সুখে লয়ে প্রাণাধিক,
জীবনের ব্রত কর উদযাপন ;
সাদরে স্বামীর দেহ কোলে ধরি,
কর বৈশ্বানরে দেহ সমর্পণ।

দৈত্য-কুল-রবি, শক্র-নিসূদন,
সমরে দুর্ব্বার অদ্বিতীয় বীর,
ভ্রাতৃগত-প্রাণ, স্নেহের সাগর,
সঙ্কল্পে অটল, মন্ত্রণায় ধীর,

প্রাণের অনুজ নিশুম্ভ আমার!
গেলে কিরে ভাই ফেলিয়া আমারে
সহায়-বিহীন, শূন্য-পৃষ্ঠ-বল,
রাখি ভাসমান সংগ্রাম-সাগরে?

ছিলাম উভয়ে এক বৃন্ত-জাত
বিকচ যুগল কুসুমের প্রায়;
অকালে কৃতান্ত ছিঁড়িল তোমারে,
শুম্ভাসুর আজি ভ্রাতৃহীন, হায়!

যাও তবে ভাই। কর অধিকার
চিরাভিলষিত বীরের আসন;
শোকার্ত্ত এ শুম্ভ রহে যতকাল,
অশ্রু-জলে তব করিবে তর্পণ।

প্রজ্বালিত চিতা করিবে এখনি
বীরভদ্রা-তব পত্নী পতিব্রতা;
অগুরু চন্দনে সৎকার তোমার—
শুম্ভ-পরিণাম জানেন বিধাতা।"

ইতি নিশুম্ভ বধ নামক দশম সর্গ।

একাদশ সর্গ।

সমরে হইল যদি নিশুম্ভ নিধন,
ভ্রাতৃশোকে, দুঃখে, ক্রোধে শুম্ভ ক্ষিপ্তপ্রায় ;
অম্বিকা-নিধন তরে ধরি প্রহরণ,—
সর্ব্ব সৈন্য সহ দৈত্য রণ-ক্ষেত্রে ধায়।

অতি উচ্চ রথোপরি মহাস্ত্র ধরিয়া
শোভে শুম্ভ, অষ্টভুজ, ভীষণ আকার ;
ভুজ-জালে আচ্ছাদিত হইল গগন,
অকালে জলদ যেন করিল আঁধার।

শোক-দগ্ধ শুম্ভে হেরি সমরে আগত,
শঙ্খ-রবে মহেশ্বরী পূরিলা অম্বর ;
ধনুক ধরিয়া গুণে দিলেন টঙ্কার,
কাঁপাইল ত্রিলোক সে শব্দ ভয়ঙ্কর।

বাজিল দেবীর ঘণ্টা ঘোর ঘন রবে,
সেই শব্দে দশদিক উঠিল পূরিয়া ;
শিহরিল দৈত্য-চমূ, হারাইল তেজঃ,
ভুবন-বিদারী সেই টঙ্কার শুনিয়া।

শুনিলে যে সিংহ-রব মত্ত করিগণ
ছাড়িয়া মদের স্রাব রহে ভীত প্রাণে,
পূরিল অবনীপুর, পূরিল অম্বর,
পরিপূর্ণ দশ দিক্ সে ভীম গর্জ্জনে।

ভৈরব-নাদিনী কালী উঠিয়া অম্বরে,
দুই করে ধরা-পৃষ্ঠে মারিলা চাপড়,
সিংহ-রব, ঘণ্টা-রব, ধনুর টঙ্কার,
ডুবাইল ভীষণ সে শব্দ কড়মড়।

কাঁপাইলা চরাচর, পূরিলা আকাশ
শিবদূতী ভয়ঙ্কর অট্ট অট্ট হাসে :
কোপে জ্বলে শুম্ভাসুর শুনিয়া সে হাস,
হাস্য-রবে দৈত্য-সৈন্য কাঁপিলেক ত্রাসে।

"দাঁড়ারে দাঁড়ারে দাঁড়া দুরাত্মা দানব!"
কহিলা অম্বিকা কোপে করিয়া গর্জ্জন ;
শুনিয়া চণ্ডিকা-বাণী, জয় জয় রবে
বিমানস্থ দেবগণ পূরিলা গগন।

কোপে জ্বলি শুম্ভাসুর চণ্ডিকার প্রতি
অনল-সন্নিভ শক্তি করিল প্রহার ;
প্রদীপ্ত-অনল-পুঞ্জ-সম-প্রভ তারে
মহোল্কা-প্রহারে চণ্ডী করিলা সংহার।

ক্রোধে শুম্ভ মহাসুর করে সিংহনাদ,
পরিপূর্ণ ত্রিভুবন হইল তাহাতে ;
অস্ত্র-পাতে হয়েছিল যে শব্দ ভীষণ,
নিঃশেষে ডুবিল তাহা শুম্ভ গর্জ্জনেতে।

চণ্ডিকা শুম্ভের শর, শুম্ভ চণ্ডিকার,
নিবারিলা অর্দ্ধপথে নিজ নিজ বাণে ;
রাশি রাশি শর-জাল ধরায় পড়িয়া
স্তূপাকারে আচ্ছাদিল সমর-প্রাঙ্গনে।

তুলিয়া ভীষণ-দৃশ্য অমোঘ ত্রিশূল,
হানিলা চণ্ডিকা ক্রোধে শুম্ভাসুর বুকে ;
ছিন্ন-মূল শালসম মূর্চ্ছিত হইয়া
পড়ে বীর ধরণীতে, রক্ত উঠে মুখে।

ধরণী-শয্যায় ক্ষণ থাকি বিচেতন,
গাত্র ঝাড়ি উঠে শুম্ভ পাইয়া সম্বিৎ ;
হন্যমান দৈত্য-সৈন্য নিরখি নয়নে,
ক্রোধে কাঁপে থর থর, চাহে চারি ভিত।

ক্রোধ-কষায়িত নেত্রে চাহি চণ্ডী পানে
কহিল দানব, "দুর্গে! বুঝিয়াছি বল ;
লইয়া পরের বল বীরত্ব তোমার,
এত মান, এত গর্ব্ব আস্পর্দ্ধা কেবল!

সম্মুখ-সমরে তোমা জিনিবে যেজন,
সেই নাকি হবে ভর্ত্তা প্রতিজ্ঞা তোমার ?
বলাবল-পরীক্ষার এই কি নিয়ম ?
এই কি প্রতিজ্ঞা তব ? এ কি বীরাচার ?

থাকে বল, রাখ দূরে দেব-শক্তি-চয়,
ধর অস্ত্র, মৃত্যু-মুখে হও অগ্রসর,
যোগ্য কি অযোগ্য শুম্ভ প্রতিদ্বন্দ্বী তব,
দেখুক অন্তরে থাকি দানব-অমর।"

কহিলা চণ্ডিকা হাসি "অজ্ঞান দানব !
একাকী জগতে আমি, দ্বিতীয় কে আর ?
আমারি বিভূতি-চয় বহু রূপ ধরি,
ব্যাপিয়া রাখিছে নিত্য নিখিল সংসার।

আমি আদি, আমি অন্ত, আমি মধ্যভাগ,
আমাতেই সৃষ্টি-স্থিতি, আমাতেই লয়,
অনন্ত কারণ-কার্য্যে আমারি প্রকাশ,
নিরাশ্রয় জগতের আমি সে আশ্রয়।

আমি আকর্ষণ-শক্তি, আমি বিকর্ষণ,
আমি ক্রিয়া, আমি কর্ত্তা, আমি উপাদান
সত্ত্ব আদি গুণত্রয় আমারি প্রসূত,
ব্রহ্মা-বিষ্ণু-মহেশ্বর আমারি সন্তান।

অনিমাদি অষ্ট-সিদ্ধি আমারি প্রসাদ ;
স্বর্গ-অপবর্গ জীবে আমি করি দান ;
অণুরূপে, ব্যোমরূপে, তেজোরূপে আমি,
ত্রিকালে, অনন্ত লোকে আমি বর্ত্তমান।

এ সব বিভূতি মম, দেখ্‌রে দানব !
এই দেখ্‌ করিলাম সবে সংহরণ ;
রহিলাম একাকিনী, থাক্‌ দেখি স্থির,
সহিয়া সংগ্রামে মম ভীম আক্রমণ।"

এত বলি মহামায়া করিলা ইঙ্গিত ;
ইঙ্গিতে ব্রহ্মাণী-আদি দেব-শক্তিচয়,
আয়ুধ-বসন-ভূষা-বাহন সহিতে,
নিমেষে চণ্ডিকা-স্তনে পাইলেন লয়।

মায়া-পটু দৈত্য-পতি সে দৃশ্য দেখিয়া,
না হইল বিস্মাপিত, না পাইল ভয় ;—
বুঝিতে যাঁহার লীলা দেবতা অক্ষম,
কেমনে চিনিবে তাঁরে দৈত্যের হৃদয়।

সুসজ্জিত শস্ত্র-পাণি দানব-বাহিনী
দাঁড়াইল যুদ্ধ-ভূমি করিয়া বেষ্টন ;
ঊর্দ্ধ-দেশে দেব-দল রহিলা বিমানে
উৎকণ্ঠা-দলিত-চিত্তে নিরখিতে রণ।

বাধিল দারুণ যুদ্ধ শুম্ভ চণ্ডিকায় ;
অদ্ভুত, অভূত-পূর্ব্ব সে ঘোর সমর
নিরখিয়া মহাত্রাসে কাঁপে দৈত্য-সেনা,
ভয়ে ভাবি ভবিষ্যৎ কাঁপিলা অমর !

অসংখ্য শাণিত শস্ত্র, অস্ত্র নিদারুণ,
সুতীক্ষ্ণ অব্যর্থ-লক্ষ্য লক্ষ লক্ষ শর,
হইল উভয় পক্ষে তুমুল বর্ষণ,
বাণে বাণে কাটাকাটি, শব্দ ভয়ঙ্কর।

শত শত দিব্য অস্ত্র ছাড়িলা চণ্ডিকা ;
দৈত্যেন্দ্র স্বশরে তাহা করিলা বারণ ;
দৈত্য-মুক্ত দিব্য বাণ লীলায় চণ্ডিকা
করিলা সংহার, করি হুঙ্কারোচ্চারণ।

পুনর্ব্বার দৈত্যপতি ক্রোধে অগ্নি প্রায়,
নিক্ষেপিল শত বাণ অম্বিকার প্রতি ;
কুপিতা চণ্ডিকা বাণে নিবারি সে বাণ,
শুম্ভের হাতের ধনুঃ কাটিলা ঝটিতি।

ধনুঃ যদি কাটা গেল, দৈত্যেন্দ্র কুপিয়া,
ধরি শক্তি ধাইলেক অম্বিকার পানে ;
না পাইতে অবকাশ শক্তি ছাড়িবার,
কাটিলা অম্বিকা তারে অব্যর্থ-সন্ধানে।

শক্তি ব্যর্থ যদি, দৈত্য খড়্গ নিল করে,
জ্বলন্ত সূর্য্যের মত প্রদীপ্তি যাহার ;
লইল ফলক করে, যাহার পৃষ্ঠেতে
অবিরত শোভে প্রভা শত চন্দ্রমার।

সম্মুখেতে ধাবমান দেখি দৈত্যেশ্বরে,
চণ্ডিকা প্রচণ্ড বাণে করিলা সন্ধান ;
চন্দ্র-কর-প্রভাময় কাটিলা ফলক,
কাটিলা শুম্ভের খড়্গ করি খান খান।

হত-হয়, বিসারথি, ছিন্ন-ধম্বা বীর,
ধরিয়া মুদ্গর চণ্ডী-নিধনে উদ্যত ;
মুগদর কাটিলা চণ্ডী ; বদ্ধ মুষ্টিকরে
অম্বিকা করিতে বধ হইল ধাবিত।

বেগবান্ মহাদৈত্য বজ্র-মুষ্টি ধরি,
চণ্ডিকার হৃদয়েতে প্রহার করিল ;
চণ্ডিকা দানব-বক্ষে মারিলা চাপড়,
চপেটা-প্রহারে শুম্ভ ধরায় পড়িল।

বিচেতন হেরি শুম্ভ দৈত্যে হাহাকার,
সমুত্থিত দেব-কণ্ঠে জয় জয় ধ্বনি,
অগ্রসরি লোক-মাতা শুম্ভের নিকটে,
কহিলা কোমল কণ্ঠে মৃদু মন্দ বাণী।

"সর্ব্ব দোষাকর শুম্ভ দানব দুর্ম্মতি,
সর্ব্ববিধ পাতকের ছিল একাধার ;
লবণ সমুদ্রে যথা অমৃতের স্থিতি,
ছিল কিন্তু অসামান্য দুই গুণ তার।

আছিল দানব-পতি স্বজাতি-বৎসল,
করেছে অশেষ পাপ স্বজাতির তরে ;
ত্রিলোক বিজয় করি, দেবের পীড়ন
করিয়াছে স্বজাতিরে সুখী করিবারে।

যে খানে যে স্বার্থ-সিদ্ধি করেছে অসুর,
করিয়াছে ফল তার স্বজাতিরে দান ;
শুধু স্বজাতির তরে ছত্র সিংহাসন,
স্বজাতির তরে তার ধন, যশঃ, মান।

ছিলনা এমন কিছু ত্রিজগতে, যাহা
ছাড়িতে কাতর শুম্ভ স্বজাতি-কল্যাণে ;
ছিলনা এমন কর্ম্ম, স্বজাতির তরে
কাতর অর্পিতে প্রাণ যাহার সাধনে।

করেছে যেমন কর্ম্ম লভিয়াছে ফল,—
অব্যাহত দৈত্য-শক্তি নিখিল ভুবনে ;
শুম্ভের তপস্যা-বলে শোভিছে এখন
দানব-সৌভাগ্য-সূর্য্য মধ্যাহ্ন-গগনে।

ফলে বটে কর্ম্ম-ফল, কিন্তু চিরদিন,
পাপের চরম ফল পরম দুর্গতি ;
খণ্ডেনা সহস্র যত্নে পাপীর বিনাশ,
অশ্রান্ত পুরুষকারে খণ্ডেনা নিয়তি।

স্বজাতি-বাৎসল্য এত আছিল বলিয়া,
হয়েছিল শুম্ভাসুর ত্রিলোকের পতি,
অধর্ম্মের ফল-ভোগ-আরম্ভ এখন,
ঘটিল শুম্ভের তাই এ হেন দুর্গতি।

শুম্ভের দ্বিতীয় গুণ—প্রতিজ্ঞা অটল ;
প্রতিজ্ঞায় ভাল মন্দ ছিলনা বিচার ;
ভাবে নাই বিসর্জ্জিতে স্ব[illegible]-ধন-প্রাণ,
করেছে প্রতিজ্ঞা শুম্ভ যদি একবার।

যদিও জানিছে শুম্ভ, একাল-সমরে
সমূলে দনুজ-কুল হইবে সংহার,
তথাপি করিতে মম কেশ আকর্ষণ
প্রতিজ্ঞা ক্ষণেক তরে টলে নাই তাঁর।

প্রকৃত বীরের এই প্রধান লক্ষণ ;
পুরুষের পুরুষত্ব প্রতিজ্ঞা-পালনে ;
প্রতিজ্ঞায় কল্পতরু, পালনে কৃপণ
যেই মূঢ়, শত ধিক্ তাহার জীবনে।

ছিল শুম্ভ অদ্বিতীয় প্রতিজ্ঞা-পালনে ;
সে গুণের আমি তারে দিব পুরস্কার ;—
চেতনা লভিয়া দৈত্য বারেকের তরে,
পালুক প্রতিজ্ঞা, ধরি চিকুরে আমার।”

সর্ব্বার্থ-সাধিকা দেবী এতেক বলিয়া,
করিলা শুম্ভের দেহে দৃষ্টি সঞ্চালন ;
লভিয়া চেতনা পুনঃ দেবীর কৃপায়,
উঠিল দাম্ভিক দৈত্য করিয়া গর্জ্জন।

সম্মুখে চণ্ডিকা হেরি ক্রোধে কম্পমান
দৈত্য-রাজ ধরে মুক্ত চণ্ডিকার কেশে ;—
ব্রহ্মাণ্ড যাঁহার ভার বহিতে অক্ষম,
শুম্ভ দৈত্য আজি তাঁরে তুলিল আকাশে !

শূন্যেতে বাধিল দোঁহে নিযুদ্ধ বিষম ;
মুনি-সিদ্ধ-সুরাসুরে বিস্ময় মানিল,
চণ্ডিকা ধরিলা মূর্ত্তি সংহার-রূপিণী,
বিপুল সে বর বপুঃ পৃথিবী ঢাকিল।

দৈত্যের প্রতিজ্ঞা পূর্ণ করিয়া চণ্ডিকা,
গগনে ঘুরায়ে তারে মারিলা আছাড় ;
পড়িল দানব-পতি কাঁপায়ে ধরণী,
পৃথিবী ধ্বংসিতে যেন পড়িল পাহাড়।

ধরণী ধরিয়া দৈত্য নিমেষে উঠিয়া,
ধাইল বধিতে চণ্ডী বজ্র-মুষ্টি ধরি ;
বক্ষে শূল প্রহারিয়া দৈত্যেন্দ্র শুম্ভের,
ধরায় ফেলিলা তারে সর্ব্ব-লোকেশ্বরী।

দেবী-শূল-বিদ্ধ দৈত্য পড়িল ধরায়,
দ্বীপাব্ধি-পর্ব্বত সহ কাঁপায়ে ধরণী ;
হত-শেষ দৈত্য-সৈন্য ছুটিল পাতালে,
উঠিল অমর-কণ্ঠে জয় জয় ধ্বনি।

পড়িল সমরে যদি দুরাত্মা দানব,
হইল নিখিল বিশ্ব প্রসন্নতা ময় ;
জগৎ হইল সুস্থ শুম্ভের সংহারে,
নির্ম্মল হইল নভঃ, স্নিগ্ধ দিক্-চয়।

আছিল উৎপাত-মেঘ উল্কার সহিতে,
অসীম আকাশে তাহা নিমেষে মিশিল :
উত্তরঙ্গ উৎপ্লাবিত তটিনী-নিচয়,
ধরিয়া প্রশান্ত ভাব স্বপথেতে বহিল।

হইলা অমরগণ আনন্দে বিভোর ;
গাইলা গন্ধর্ব্বগণ ললিত সঙ্গীত ;
আনন্দে বিজয়-বাদ্য বাজাইলা কেহ ;
নাচিলা অপ্সরাগণ আনন্দে মোহিত।

ধরিয়া সুন্দর ভূষা শোভিলা ভাস্কর ;
সুখ-সেব্য সুশীতল বহিল পবন ;
ধরিয়া প্রশান্তমূর্ত্তি জ্বলিল অনল ;
থামিল উৎপাত, স্বাস্থ্য লভিল ভুবন ।

রণ-রঙ্গে মহামায়া যুড়িলা তাণ্ডব,
পদ-ভরে ধরণী হইল টলমল
বিস্ময়ে অভয়া-মূর্ত্তি করি নিরীক্ষণ,
মিলিয়া করিল স্তব দেবতা সকল ।

দেব-স্তবে মহাদেবী প্রসন্ন হইয়া,
বিশ্বের মঙ্গল তরে করি বর দান ;
বিস্ফারিত দেব-চক্ষুঃ আলোকে ঝলসি,
হইলেন নিমেষে স্বভাবে অন্তর্দ্ধান ।

ইতি শুম্ভবধ নামক একাদশ সর্গ ।

গ্রন্থ সমাপ্ত ।